Contents

পঞ্চদশ বর্ষ

পঞ্চম সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

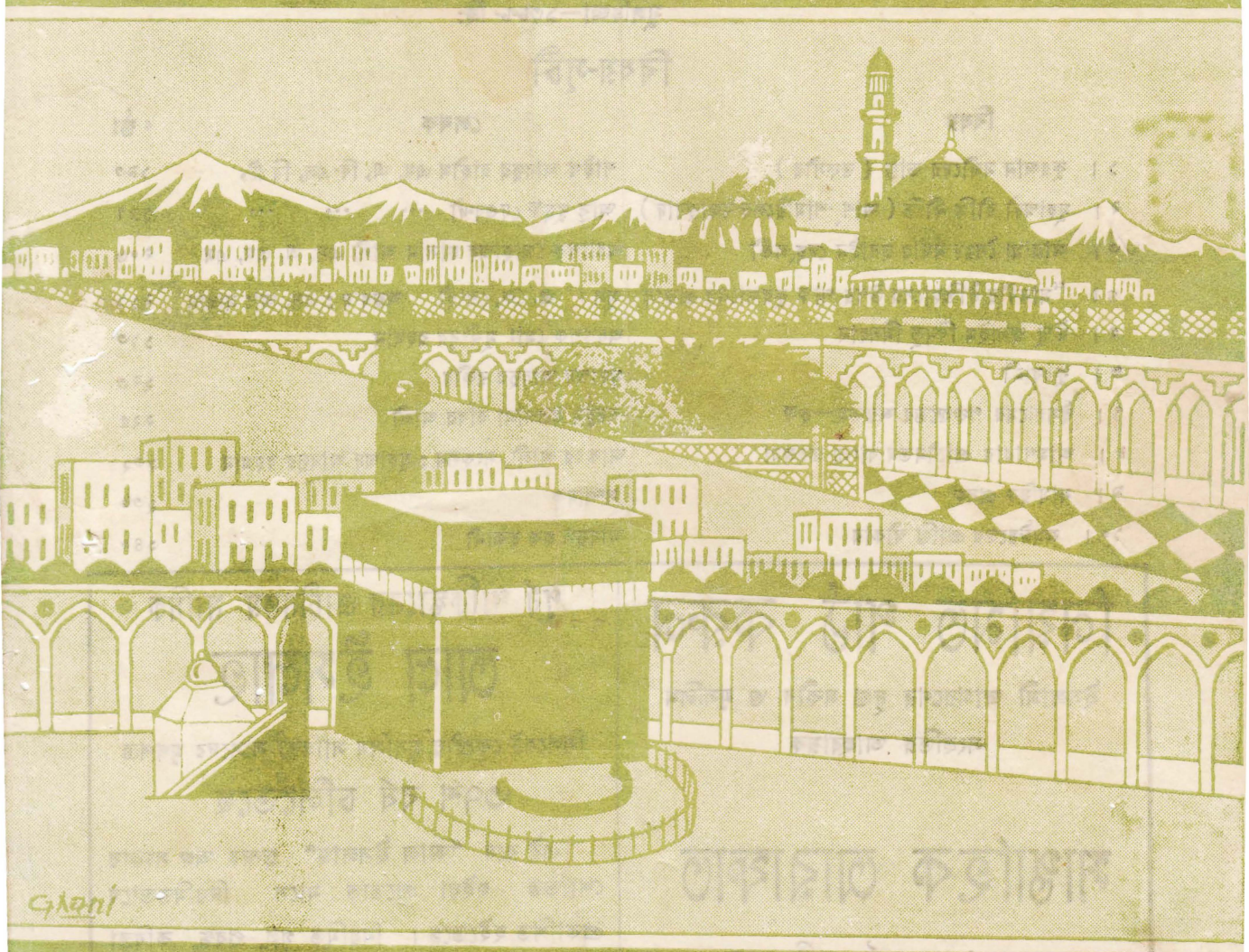

সম্পাদক

শাইখ আবদুর রাহীম এম, এ, বি, এল, বিটি

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬·৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীস

(মাসিক)

পঞ্চদশ বর্ষ—চতুর্থ সংখ্যা

ফাল্গুন—১৩৭৪ বাং　　ফেব্রুয়ারী-মার্চ—১৯৬৯ ইং

মুলহিজ্জা—১৩৮৮ হিঃ

বিষয়-সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। কুরআন মজীদের ভাষ্য (তফসীর)	শাইখ আবদুর রাহীম এম, এ, বি-এল, বি টি,	১৯৩
২। মুহাম্মদী রীতি নীতি (আশ্-শামায়িলের বঙ্গানুবাদ)	আবু যুসুফ দেওবন্দী	১৯৭
৩। আল্লামা সৈয়দ নযীর হুসাইন দেহ্লভী	অধ্যাপক মোহাম্মদ হাসান আলী এস, এ, এম, এম	২০৬
৪। "মানবীয় ইতিহাসের উপর পাক কুরআনের প্রভাব	মূল : এ, কে, ব্রোহী অনুবাদ : এস, আঃ মান্নান	২১১
৫। উম্মু সুলাইম বিনতু মিলহান	অধ্যাপক মোঃ মুজীবুর রহমান	১১৩
৬। কুরবানী	মুহাম্মদ আবদুর রকীব	২২৩
৭। ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম—হজ্জ	মরহুম মওলানা বাবর আলী	২২৫
৮। আমপারার প্রাচীনতম বাংলা তরজমা	আকবর আলী, সংকলন : মুহাম্মদ আবদুর রহমান	২৩২
৯। সাময়িক প্রসঙ্গ	সম্পাদক	২৩৬
১০। জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার	আবদুল হক হক্কানী	২৪০

নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকীব ও মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

১২শ বর্ষ চলিতেছে

সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বার্ষিক চাঁদা : ৬·৫০ ষান্মাসিক : ৩·৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার : সাপ্তাহিক আরাফাত, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাচীনতম মাসিক

আল ইসলাহ

সিলহেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের মুখপত্র

৩৭শ বর্ষ চলিতেছে

এই বর্ষে "আল ইসলাহ" সুন্দর অঙ্গ সজ্জায় শোভিত হইয়া প্রত্যেক মাসে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে। নিয়মিত গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ছাড়াও ইহাতে আছে শ্রেষ্ঠ লেখক লেখিকাদের মননশীল রচনা সমূহ।

বার্ষিক চাঁদা সাধারণ ডাকে ৬৲ টাকা, ষান্মাসিক ৩৲ টাকা, রেজিস্টারী ডাকে ৮৲ টাকা, ষান্মাসিক ৪৲ টাকা।

ম্যানেজার—আল ইসলাহ

জিন্নাহ হল, দরগা মহল্লাহ, সিলেট

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল হাদীস

মাসিক

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

প্রকাশ মহল ঃ ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

পঞ্চদশ বর্ষ	ফাল্গুন, ১৩৭৫ বংগাব্দ ; যুল্‌কা'দ, ১৩৮৮ হিঃ মার্চ, ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দ ;	চতুর্থ সংখ্যা

শাইখ আবদুর রাহীম এম-এ, বি-এল বি-টি, ফারিগ-দেওবন্দ

سورة الملك—সূরাতুল্-মুল্‌ক

بسم الله الرحمن الرحيم

٤ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير •

৪। তারপর, ফিরাও তোমার দৃষ্টি বারংবার, দেখিবে উহা তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে পর্যুদস্ত অবস্থায়, আর উহা হইয়া পড়িবে অত্যন্ত ক্লান্ত ও অক্ষম।

৪। خاسئا বাক্যবিন্যাসে حال হইয়াছে। অর্থ ঃ পরাজিত অবস্থায়, হার মানিয়া, পর্যুদস্ত হইয়া ইত্যাদি।

حسير ঃ ক্ষীণ (দৃষ্টি) ; ক্লান্ত, ইত্যাদি। অংশটির ব্যাখ্যা ঃ ঊর্ধ জগতগুলিতে দোষ-ত্রুটি লক্ষ্য করিতে গিয়া শত শত বার চেষ্টা করিয়াও কোন দোষ-ত্রুটি বাহির করিতে অক্ষম হয় এবং নিজ প্রচেষ্টায় হার মানিতে বাধ্য হয়। আবার অবিরত তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, নিস্তেজ ও ঝাপসা হইয়া আসে, কিন্তু কোন ক্রমেই কোন ত্রুটি আবিষ্কার করিতে পারে না।

Contents

٥ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ •

৫। আর আমারা সজ্জিত করিলাম মনুষ্যের নিকটতম ঊর্ধ্ব জগতটিকে প্রদীপমালা দ্বারা এবং ঐ গুলিকে করিলাম শায়তানদের দিকে ক্ষেপনীয় অস্ত্রবিশেষ; আর আমরা তাহাদের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিলাম প্রজ্জ্বলিত অগ্নির শাস্তি।

৫। আল্লাহ্ তা'আলার অসীম কুদরাতের তৃতীয় নিদর্শন এই আয়াতে বর্ণনা করা হয়। উহা হইতেছে তারকারাজির সৃজন এবং উহা দ্বারা বিভিন্ন কার্য সম্পাদন।

তারকারাজি দ্বারা যে সব কাজ সম্পাদিত হয় বলিয়া কুরআন মজীদে উল্লেখ রহিয়াছে তাহা হইতেছে তিনটি। তন্মধ্যে এই আয়াতে দুইটির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। প্রথমটি হইতেছে পৃথিবীর নিকটতম আকাশকে শোভিত করণ। বলা হয়ঃ

زينا السماء الدنيا بمصابيح :
আমরা নিকটতম ঊর্ধ্ব জগতটিকে শোভিত করিলাম প্রদীপমালা দ্বারা।

الدنيا : دنو (নিকটবর্তী হওয়া) হইতে ادنا (নিকটতম) হইতেছে افعل التفضيل আর তাহারই স্ত্রীলিঙ্গ হইতেছে دنيا; এখানে الدنيا হইতেছে السماء এর বিশেষণ। السماء الدنيا : নিকটতম ঊর্ধ্ব জগত। কাহাদের নিকটতম? পৃথিবীবাসীদের। مصابيح : (একবচনে مصباح) প্রদীপ সমূহ। এখানে ইহা দ্বারা আকাশের 'তারকামালা' বুঝানো হইয়াছে।

এই বিবরণটি সম্পর্কে কেহ কেহ আপত্তি তোলেন যে, যে-সকল তারকা এই পৃথিবী হইতে দৃষ্টিগোচর হয় তাহার সবগুলিই এই নিকটতম আকাশে নিবদ্ধ নয়, বরং উহার অনেকগুলিই অপর আকাশগুলিতে নিবদ্ধ রহিয়াছে। তবে নিকটতম আকাশ সম্পর্কে এই কথা বলা সঙ্গত হয় কি করিয়া? জওয়াবে বলা হয় যে, এই ধরণের কোন আপত্তি মোটেই উঠে না। কারণ, এমন কথা তো বলা হয় নাই যে, তারকাগুলি নিকটতম আকাশটিতে **নিবদ্ধ** রহিয়াছে; বরং বলা হইয়াছে যে, তারকাগুলি নিকটতম আকাশটিকে শোভিত করিয়াছে। আর আকাশটির তারকাযোগে শোভিত হওয়া প্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষীভূত বাস্তব ব্যাপার। কাজেই উল্লিখিত আপত্তিটি একেবারে অসঙ্গত ও অবান্তর।

তারপর উল্লিখিত শোভার তাৎপর্য হইতেছে চাঁদশূন্য অন্ধকার রাত্রিতে এই পৃথিবীতে তারকাগুলির মৃদুমন্দ আলোকদানে সুন্দর করিয়া তোলা। মেঘাচ্ছন্ন রাত্রির সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে এই শোভা উপলব্ধি করা যায়।

আর তারকামণ্ডলীর দ্বারা অপর যে কাজ সাধিত হয় তাহা হইতেছেঃ جعلنها رجوما للشيطين **আমরা ঐগুলিকে করিলাম শায়তানদের প্রতি ক্ষেপণীয় অস্ত্রাদি।**

رجوم : একবচনে رجم নিক্ষেপ করা; এখানে ما يرجم به অর্থে 'ক্ষেপণীয় অস্ত্র' বা 'যাহা অস্ত্র হিসাবে নিক্ষেপ করা হয়'।

প্রশ্ন উঠে, তারকাগুলির যুগপৎ শোভা ও ক্ষেপণীয় অস্ত্র উভয়ই হওয়া একটি অসম্ভব ব্যাপার। কারণ, শোভা হওয়ার জন্য তারকারাজির নিজ নিজ স্থানে স্থায়ীভাবে অবস্থান যেমন অপরিহার্য সেইরূপ উহাদের ক্ষেপণীয় অস্ত্রে পরিণত হইবার জন্য তাহাদের নিজ নিজ স্থান হইতে বিচ্যুত ও অপসারিত হওয়া অনিবার্য। আর নিজ স্থানে স্থায়ীভাবে অবস্থান ও নিজ স্থান হইতে বিচ্যুতি ও অপসরণ দুইটি সম্পূর্ণ পরস্পর-বিরোধী অবস্থা। এমত অবস্থায় এই দুই কার্য যুগপৎ সাধিত হওয়া সম্ভব হয় কি করিয়া?

www.ahlehadeethbd.org

জওয়াবে বলা হয়, তারকারাজির ভৌতিক দেহ নিক্ষেপ করা হয় না, বরং উহা নিজ নিজ স্থানে বিদ্যমান থাকে। আর যাহা শায়তানদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয় তাহা হইতেছে ঐ তারকারাজি হইতে বিচ্ছুরিত স্ফুলিঙ্গ মাত্র। ইহা কতকটা অগ্নিকুণ্ড হইতে একটি স্ফুলিঙ্গ গ্রহণ করারই মত।

উল্লিখিত এই দ্বিতীয় ব্যাপারটির কথা কুরআন মজীদের আরও দুই স্থানে বর্ণনা করা হইয়াছে। সুষ্ঠু আলোচনার জন্য সেগুলি বলা হইতেছে।

সূরাহ্ আস্-সাফ্ফাতে (الصفت) এর ৭—১০ আয়াতে বলা হইয়াছে, "প্রত্যেক অবাধ্য শয়তান হইতে নিকটতম উর্ধ জগতটিকে রক্ষা করিবার জন্য আমরা ঐ তারকাগুলিকে সৃজন করিয়া নিকটতম উর্ধ জগতকে উহা দ্বারা শোভিত করিয়াছি। শায়-তানেরা উর্ধতন জগতের কথা শুনিবার চেষ্টা করিলেই তাহাদিগকে বিতাড়িত করিবার জন্য প্রত্যেক দিক হইতে তাহাদের প্রতি উহা (অস্ত্ররূপে) নিক্ষেপ করা হয়। আর তাহাদের জন্য আরো রহিয়াছে স্থায়ী শাস্তি। অপিচ যে কেহ চুরি করিয়া শুনিতে চায় তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে **জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গ**"

তারপর সূরাহ্ আল্-জিন্ন (الجن) এর ৮-৯ আয়াতে বলা হইয়াছে, "একদল জিন্ন বলিল, আর আমরা ঐ উর্ধতন জগতটির নিকটে পৌঁছিবার চেষ্টা করিতে গিয়া ঐ জগতটিকে কঠোর প্রহরী ও অগ্নি-স্ফুলিঙ্গে পরিপূর্ণ পাইলাম। আর ইহা নিশ্চিত যে, ইতিপূর্বে আমরা উর্ধ জগতের খবর শুনিবার জন্য বিভিন্ন কেন্দ্রে বসিতাম (ও খবর শুনিতাম); কিন্তু এখন যে কেহ ঐ ভাবে শুনিতে যায় সেই-ই নিজের জন্য দেখিতে পায় **অপেক্ষমান স্ফুলিঙ্গ**।"

এই সব বিবরণ হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, জিন্ন জাতির মধ্যে দুষ্ট প্রকৃতির শায়তানেরা উর্ধতন জগতের নিকট গিয়া সেখান হইতে নিকটতম উর্ধ রাজ্যে মালায়িকার যে সব কথোপকথন হয় তাহা শুনিবার চেষ্টা করে। অনন্তর ঐ শায়তানদিগকে তাহাদের ঐ কাজ হইতে নিরস্ত করিবার জন্য তারকা হইতে বিচ্ছুরিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তাহাদিগকে ধাওয়া করে। তাফসীরকারগণ বলেন, অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ঐ আক্রমণের ফলে ঐ শায়তানদের কেহ কেহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় এবং কেহ কেহ আহত হইয়া পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে।

জিন্ন জাতির বাস্তব অস্তিত্বে অবিশ্বাসী কুরআনের একজন অনুবাদকারী আয়াতটির বাংলা অনুবাদে তারকাগুলি সম্পর্কে বলেন, "এবং সেগুলিকে হওয়াইয়া দিয়াছি (গণৎকার) শয়তানদের জন্য অনুমানের উপ-করণ স্বরূপ।" তিনি এখানে رجم এর অর্থ 'ক্ষেপণীয় অস্ত্র' না করিয়া উহার অনুবাদ করেন 'অনুমানের উপকরণ'। তাঁহার এই অনুবাদের সহিত তিনি সূরাহ্ 'আস্সাফ্ফাত' ও সূরাহ্ 'আল্-জিন্ন' এর আয়াতগুলির অনুবাদ মিলাইতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম হইয়াছেন। বস্তুতঃ رجم এর মূল অর্থ 'প্রস্তরাদি নিক্ষেপ' এবং উহার রূপক অর্থ 'না জানিয়া আন্দাযে কোন কথা বলা'। এই আয়াতের মূল অর্থের সমর্থনে যখন কুরআন মাজীদে আরো দুইটি স্থানে আয়াত পাওয়া যায় তখন উহার মূল অর্থ পরিত্যাগ করিয়া উহার রূপক অর্থ গ্রহণ করা কোন ক্রমেই দুরুস্ত হয় না। কাজেই ঐ অনুবাদক এই আয়াতের যে অনুবাদ করিয়াছেন তাহা মোটেই ঠিক নয়।

যাহা হউক, এই তারকাগুলি শায়তানদের অনু-মানের উপকরণ হউক আর নাই হউক ইহা নিশ্চিত যে, উহা এই অনুবাদকের অনুমানের যথেষ্ট খোরাক যোগাইয়াছে।

পরিশেষে তাফসীরকারদের সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রধান একটি মূলনীতি উল্লেখ করিয়া এই আলোচনা শেষ করিতেছি। মূলনীতিটি এই ঃ কুরআন মাজীদের তাফসীর সর্বপ্রথমে কুরআনের মধ্যে অনুসন্ধান করিতে হইবে।

তারকার তৃতীয় কাজ: তারকাগুলির আর একটি কাজের কথা সূরাহ্ আল্-নাহ্ল এর ১৬নং

www.ahlehadeethbd.org

আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে,

وبالنجم هم يهتدون

"আর তারকার সাহায্যে তাহারা পথের সন্ধান পায়।" পথহীন মরুভূমি ও দিগন্তপ্রসারী সাগর মহাসাগরে রাত্রিকালে তারকার সাহায্যেই মানুষ দিক নির্ণয় করিয়া গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হয়। ইহা বাস্তব ও সুপরিচিত পন্থা। ইহার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

তারকা হইতে বিচ্ছুরিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দ্বারা শায়তান জিন্নদিগকে আঘাত করা সম্পর্কে দুইটি হাদীস পেশ করিতেছি। (প্রথম হাদীস) হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন, জিন্নেরা উর্ধ জগৎ পর্যন্ত আরোহণ করিয়া গিয়া উর্ধ জগতের গোপন কথা চুরি করিয়া শুনিত। অনন্তর, তাহারা একটি কথা শুনিতে পারিলে উহার সহিত আর নয়টি কথা যোগ করিত। যে কথাটি তাহারা শুনিত তাহা বাস্তবে পরিণত হইত আর বাকীগুলি মিথ্যা প্রমাণিত হইত। তারপর, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম যখন রিসালাত ও নুবূওৎ পান তখন জিন্নেরা পূর্বের মত তাহাদের ঐ সব বসিবার স্থানে বসিতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। তখন তাহারা এই ব্যাপারটি ইবলীসের সামনে পেশ করিলে ইবলীস তাহাদিগকে বলে, "পৃথিবীতে নূতন কোন ব্যাপার ঘটিয়া না থাকিলে এইরূপ হইতে পারে না।" এই বলিয়া ইবলীস তাহার সৈন্যদেরে (ঐ নূতন ব্যাপারের সন্ধানে চতুর্দিকে) পাঠাইয়া দেয়। তাহাদের এক দল মাক্কায় অবস্থিত দুইটি পাহাড়ের মাঝে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লহু আলায়হি অসাল্লামকে সলাতে দাঁড়ানো অবস্থায় পায় এবং উহা ইবলীসকে জানায়। তাহাতে ইবলীস বলে, "এই সেই নূতন ব্যাপার যাহা পৃথিবীতে ঘটিয়াছে।" ইবনু আব্বাসের এই হাদীসে প্রসঙ্গক্রমে বলা হয়, "ইহার পূর্বে ঐ জিন্নদের প্রতি তারকা নিক্ষেপ করা হইত না।"—জামি' তিরমিযী (তুহ্ফা, ৪ | ২০৮) এবং তাফসীর আল্-খাযিন ঃ সূরাহ আল্-জিন্ন।

(দ্বিতীয় হাদীস) ইবনু কুতায়বাহ (মৃত ২৭১ অথবা ২৭৬ হিঃ) রিওয়ায়াত করেন, "নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর রিসালাত প্রাপ্তির পূর্বেও শায়তান জিন্নদের প্রতি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করা হইত। তবে তাঁহার রিসালাত প্রাপ্তির পরে যেরূপ কঠোরতা ও কড়াকড়ির সহিত প্রহরা দেওয়া হইতে থাকে, পূর্বে সেইরূপ কড়াকড়িভাবে প্রহরা দেওয়া হইত না। তাই পূর্বে শায়তান জিন্নেরা কোন কোন অবস্থায় চুরি করিয়া কোন কথা শুনিয়া লইত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের রিসালাতের পরে প্রহরা অত্যন্ত কঠোর আকার ধারণ করে এবং ঐ চুরি করিয়া শোনা একেবারে বন্ধ করিয়া দিবার ব্যবস্থা করা হয়।—তিরমিযীর ভাষ্য। তুহফা ৪ | ২০৮ এবং তাফসীর আল্-খাযিন সূরাহ জিন্ন।

পরিশেষ বক্তব্য এই যে, একদল আলিম উর্ধ জগত হইতে কোন কথা জিন্নদের চুরি করিয়া শুনিবার সম্ভাব্যতা অস্বীকার করিয়া নয় দফা আপত্তি তোলেন। ইমাম রাযী তাঁহার তাফসীর কাবীর গ্রন্থে ঐ নয়টি আপত্তি উল্লেখ করিয়া উহার সন্তোষজনক উত্তর দেন। উৎসাহী পাঠক নিজেরা উহা দেখিয়া লইবেন। আল্লাহ তাওফীক দান করিলে পরে এ সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিব।

www.ahlehadeethbd.org

মুহাম্মাদী রীতি-নীতি

(আশ্-শামায়িলের বঙ্গানুবাদ)

॥ আবু য়ুসুফ দেওবন্দী ॥

بَابُ مَاجَاءَ فِي كُحْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[সপ্তম অধ্যায়]

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর সুরমা লাগানো সম্পর্কে হাদীস।

(৪৯-১) حدثنا محمد بن حميد الرازي انبانا ابوداود الطيالسي عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالاثمد فانه يجلو البصر وينبت الشعر. وزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلثة في هذه وثلثة في هذه•

(৪৯—১) আমাদিগকে হাদীস শোনান মুহাম্মাদ ইবনু হুমায়দ আর্-রাযী, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান আবূ দাউদ আত্-তায়ালিসী, তিনি রিওয়ায়াত করেন 'আব্বাদ ইবনু মানসূর হইতে, তিনি রিওয়ায়াত করেন 'ইক্রিমাহ্ হইতে, তিনি ইবনু আব্বাস হইতে যে, নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম বলেন, "তোমরা 'ইছ্মিদ' সুরমা চোখে লাগাও ; কেননা নিশ্চয় উহা চক্ষু পরিষ্কার ও উজ্জ্বল করে এবং চোখের পাতার চুল জন্মায়। ইবনু আব্বাস আরও বলেন যে, নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর একটি সুরমাদান ছিল ; উহা হইতে তিনি প্রত্যেক রাত্রিতে (শুইবার পূর্বে) এই চোখে তিনবার এবং ঐ চোখে তিনবার (অর্থাৎ ডান চোখে তিনবার এবং বাম চোখে তিনবার) করিয়া সুরমা লাগাইতেন।

সপ্তম অধ্যায়—শিরোনামায় كحل শব্দটি : ইহা দুই ভাবে পড়া যাইতে পারে। (এক) 'কাফ' অক্ষরে পেশ যোগে—কুহ্ল্। ইহার অর্থ : চোখের পীড়া দূর করিবার জন্য অথবা চোখের সুস্থতা রক্ষা করিবার জন্য যাহা চোখে লাগান হয় ; অর্থাৎ সুরমা। (দুই) 'কাফ' অক্ষরে যবরযোগে কাহ্ল। ইহার অর্থ চোখে সুরমা লাগানো। এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় হাদীসে বলা হইয়াছে যে, নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম 'ইছমিদ' সুরমা চোখে লাগাইতেন। কাজেই 'ইছমিদ' এর প্রতি লক্ষ্য করিয়া শিরোনামার শব্দটি 'কুহ্ল'ও পড়া যায় ; আবার সুরমা লাগানো এর প্রতি লক্ষ্য করিয়া 'কাহ্ল' ও পড়া যায়। তবে, মুহাদ্দিসগণ ইহা 'কুহ্ল' পড়িয়া থাকেন।

(৪৯—১) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থে 'সুরমা লাগানো' অধ্যায়েও বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, এই হাদীসের দ্বিতীয় অংশটি অন্য সানাদযোগে ইহার পরের হাদীসটির দ্বিতীয় সানাদেও বর্ণিত হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

(৫০ ও ৫১/২—৩) حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصرى اخبرنا عبيد الله بن موسى اخبرنا اسراءيل بن يونس عن عباد بن منصور ح ٠

وحدثنا علي بن حجر حدثنا يزيد بن هارون انبانا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال كان النبى صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل ان ينام بالاثمد ثلثا فى كل عين ٠

(৫০ ও ৫১ | ২ ও ৩) আমাদিগকে হাদীস শোনান আবদুল্লাহ ইবনু আস্‌সাব্বাহ্‌ আল্‌হাশিমী অল্‌বাস্‌রী, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান 'উবায়দুল্লাহ ইবনু মূসা, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান ইস্‌রাঈল ইবনু য়ূনুস, তিনি রিওয়ায়াত করেন 'আব্বাদ ইবনু মানসূর হইতে, ح

আরও আমাদিগকে হাদীস জানান 'আলী ইবনু হুজর, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান য়াযীদ ইবনু হারূন, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান 'আব্বাদ ইবনু মানসূর, তিনি রিওয়ায়াত করেন 'ইক্‌রিমাহ্‌ হইতে, তিনি ইবনু 'আব্বাস হইতে এই যে নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম ঘুমাইবার পূর্বে প্রত্যেক চোখে ইছমিদ সুরমা তিনবার করিয়া লাগাইতেন।

اكتحلوا بالاثمد তোমরা ইছ্‌মিদ' সুরমা চোখে লাগাও—এই বাক্যে 'তোমরা' বলিয়া নীরোগ চোখওয়ালাদিগকে সম্বোধন করা হইয়াছে। কেননা, চোখে কোন রোগ থাকা অবস্থায় ইছমিদ সুরমা ব্যবহারে সাধারণতঃ চোখের ক্ষতি হইয়া থাকে।

الاثمد : ইছমিদ সুরমা—এক প্রকার খনিজ পাথর পিষিয়া এই সুরমা প্রস্তুত করা হয়। ইহার বর্ণ ঈষৎ লালাভ কাল; মিশ কালো নয়।

مكحلة (মুক্‌হুলাহ): সুর্‌মা রাখিবার পাত্র বা আধার, সুরমাদান। আরবী ব্যাকরণ মতে 'মিক্‌হালাহ' হয়। কিন্তু এই শব্দটি ব্যাকরণের নিয়মের ব্যতিক্রম অর্থাৎ নিপাতনে সিদ্ধ।

كل ليلة : প্রত্যেক রাত্রিতে। পরের হাদীসগুলিতে আরও বেশী নির্দিষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে— قبل ان ينام ; عند النوم : ঘুমাইবার পূর্বে; ঘুমাইবার জন্য শুইবার পূর্বে।

ثلثة فى هذه وثلثة فى هذه : এই চোখে তিন বার এবং ঐ চোখে তিন বার—সুরমা লাগাইবার ধারা ও পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এই অধ্যায়ের শেষ ভাগে করা হইতেছে।

(৫০ ও ৫১—২ ও ৩) শামায়িল গ্রন্থে ইহাকে একটি হাদীস রূপে সাজানো হইয়া থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে ইহাতে দুইটি হাদীস সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। কেননা, এখানে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন সানাদযোগে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন متن বা বচন বর্ণিত হইয়াছে। এই কারণে আমরা ইহাকে দুইটি হাদীস ধরিয়া নম্বর দিলাম।

www.ahlehadeethbd.org

وقال يزيد بن هارون في حديثه ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها عند النوم ثلثا في كل عين ۔

(٥٢—٤) حدثنا احمد بن منيع انبانا محمد بن يزيد عن محمد بن اسحق عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالاثمد عند النوم فانه يجلو البصر وينبت الشعر ۔

আর, য়াযীদ ইবনু হারূন বলেন যে, নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর একটি সুরমাদান ছিল। তিনি ঘুমাইতে যাইবার সময় উহা হইতে প্রত্যেক চোখে তিনবার করিয়া সুরমা লাগাইতেন।

(৫২—৪) আমাদিগকে হাদীস শোনান আহ্‌মদ ইবনু মানী' তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান মুহাম্মাদ ইবনু য়াযীদ, তিনি রিওয়ায়াত করেন মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক হইতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল্‌-মন্‌কাদির হইতে, তিনি জাবির হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম বলিয়াছেন, "তোমরা ঘুমাইতে যাইবার সময় অবশ্যই 'ইছ্‌মিদ' সুরমা ব্যবহার করিবে; কেননা, নিশ্চয় উহা চক্ষু পরিষ্কার ও উজ্জ্বল করে এবং (চোখের পাতার) চুল গজায়।

ح হুবা—কোন হাদীসের দুই বা ততোধিক সানাদের—তাবি'ঈ সাহাবীদের দিকের অংশটি যদি একই হয় এবং সংকলনকারীর দিকের অংশ ভিন্ন ভিন্ন হয় তাহা হইলে সংকলনকারী মুহাদ্দিসগণ তাঁহাদের দিকের সানাদগুলি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা করিতে থাকেন এবং যে রাবীতে পৌঁছিয়া সানাদ সর্ব প্রথমে এক হয় সেই রাবীর নাম উল্লেখ করিয়া ح- হুবা বলিতে থাকেন। তারপর তাঁহার দিকের ভিন্ন ভিন্ন সকল সানাদ বর্ণনা করা শেষ হইলে একই (common) সানাদ অংশটি একবারমাত্র বর্ণনা করিয়া মূল হাদীসটি বর্ণনা করেন। কেবলমাত্র সংক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্যেই এই পন্থা অবলম্বন করা হয়। এখানে সানাদ দুইটির রূপ এই:

'আবদুল্লাহ···'উবায়দুল্লাহ······ইসমা'ঈল···'আব্বাদ হুবা 'আলী ···· ··· য়াযীদ ··· ··· 'আব্বাদ ·········	'ইকরিমাহ ··········· ইব্‌নু আব্বাস

ح : হুবা পাঠের রীতি—অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে ইহাকে 'হুবা' পাঠ করা হয়; কিন্তু কেহ কেহ ইহাকে পড়েন 'তাহওীল' (تحويل)।

প্রথম অংশ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থে 'সুরমা লাগানো' অধ্যায়েও সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

দ্বিতীয় অংশ হাদীসটি সুনান ইবনু মাজাহ গ্রন্থের ২৫৮ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

(৫২—৪) এই হাদীসটি সুনান ইবনু মাজাহ গ্রন্থের ২৫৮ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

عليكم : তোমরা দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাক বা পালন কর—এই প্রকার কতিপয় শব্দকে ইস্‌মুল্‌-ফি'ল

www.ahlehadeethbd.org

(٥٣—٥) حدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا بشر بن المفضل عن عبد

الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خير اكحالكم الاثمد يجلو البصر وينبت

الشعر ٠

(٥٤—٦) حدثنا ابراهيم بن المستمر المصرى حدثنا ابوعاصم عن عثمان بن

(৫৩—৫) আমাদিগকে হাদীস শোনান কুতায়বাহ্ ইব্‌নু সাঈদ, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান বিশ্‌র্ ইব্‌নুল্ মুফায্‌যাল, তিনি রিওয়ায়াত করেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু 'উছমান ইব্‌নু খুছায়ম হইতে, তিনি সা'ঈদ ইব্‌নু জুবায়র হইতে, তিনি ইব্‌নু 'আব্বাস হইতে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লা'হু 'আলায়হি অসাল্লাম বলিয়াছেন, "তোমাদের সুরমাসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইতেছে 'ইছ্‌মিদ' সুরমা। ইহা দৃষ্টিশক্তি উজ্জ্বল করে এবং (চোখের পাতার) চুল উৎপাদন করে।

(৫৪—৬) আমাদিগকে হাদীস শোনান ইব্‌রাহীম ইব্‌নুল্ মুস্‌ত মির্‌র্ আল্‌-মিসরী, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান আবূ 'আস্বিম, তিনি রিওয়াযাত করেন 'উছ্‌মান ইব্‌নু আবদুল মালিক হইতে,

(اسم الفعل) বলা হয়। ইহার কারণ এই যে, এই গুলিতে ইস্‌ম থাকা সত্ত্বেও ইহার অর্থ করা হয় ক্রিয়ার অর্থ। ইহার মূল অর্থ "তোমাদের উপর" কিন্তু ব্যাকরণ সম্মত অর্থ হইতেছে "তোমরা নিজেদের উপরে অবশ্য পালনীয় করিয়া লও।"

তারপর, এখানে 'তোমরা' বলিয়া 'সুস্থ চোখ ওয়ালাদিগকে' সম্বোধন করা হইয়াছে।

(৫৩—৫) এই হাদীসটি সুনান নাসা'ঈ ২। ২৮১ পৃষ্ঠায়, সুনান আবূ দাউদ ২। ২৮৫ পৃষ্ঠায় এবং সুনান ইব্‌নু মাজাহ ২৫৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে। সুনান আবূ দাউদের হাদীসটিতে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ আছে তন্মধ্যে ইহা একটি।

خير اكحالكم : তোমাদের সুরমাসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ—এখানেও সুস্থ চোখওয়ালাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া এই কথা বলা হয়। অর্থাৎ সুস্থ চক্ষুর সুস্থতা বজায় রাখার পক্ষে ইছ্‌মিদ সুরমা হইতেছে সর্বশ্রেষ্ঠ। চোখ উঠিলে বা চোখে অপর কোন রোগ হইলে ইছমিদ সুরমায় ক্ষতি হয়। চোখে রোগ হইলে চিকিৎসকের নিকট হইতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

(৫৪—৬) এই হাদীসটি সুনান ইব্‌নু মাজাহ ২৫৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের প্রথম হাদীসে ও জাবির রাঃ এর হাদীসে এই একই কথাই বলা হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

عبد الملك عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

عليكم بالإثمد فانه يجلو البصر وينبت الشعر •

তিনি সালিম হইতে, তিনি ইব্‌নু 'উমার হইতে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম বলিয়াছেন, "তোমরা ইছ্‌মিদ' সুরমা নিয়মিতভাবে ব্যবহার করিতে থাক। কেননা, নিশ্চয় উহা দৃষ্টিশক্তি উজ্জ্বল করে এবং (চোখের পাতা'র) চুল গজায়।

সুরমা লাগাইবার নিয়ম ও রীতি পদ্ধতি—সুস্থ নীরোগ চোখে ইছ্‌মিদ জাতীয় সুরমা লাগাইতে হয় এবং উহা লাগাইতে হয় রাত্রিতে ঘুমাইবার জন্য শুইবার পূর্বে—এই বিষয়ে আলিমগণ সকলে একমত। প্রথমে ডান চোখে লাগাইতে হয়—এ বিষয়েও তাঁহারা সকলে একমত। কিন্তু কোন্ চোখে কত বার লাগাইতে হইবে এবং উহা উভয় চোখে পর্যায়ক্রমে লাগাইতে হইবে অথবা ডান চোখে যত বার লাগাইতে হয় তত বার লাগাইয়া পরে বাম চোখে লাগাইতে হইবে—এ বিষয়গুলি সম্পর্কে আলিমদের মতভেদ দেখা যায়। মতভেদের কারণ এই যে, এই অধ্যায়ের প্রথম হাদীসে যেমন বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সঃ **ডান চোখে তিনবার** ও **বাম চোখে তিনবার** সুরমা লাগাইতেন। সেইরূপ ইহার বিপরীতও কোন কোন হাদীসে পাওয়া যায়। যথা, ইমাম তাবরানীর (মৃঃ ৩৬০ হিঃ) হাদীস গ্রন্থে ইব্‌নু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু এর যবানী বর্ণিত হাদীসে বলা হইয়াছে যে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম **ডান চোখে তিন বার** ও বাম চোখে **দুই বার** সুরমা লাগাইতেন। আবার ইমাম ইব্‌নু আদী (মৃঃ ৩৬৫ হিঃ) তাঁহার আল্‌ কামিল গ্রন্থে আনাস রাঃ-এর যবানী বর্ণনা করেন যে, নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম প্রথমে **ডান চোখে দুইবার**, তারপর **বাম চোখে দুই বার** সুরমা লাগাইতেন। তারপর শলাকায় পঞ্চম বার সুরমা লাগাইয়া উহা **ডান ও বাম উভয় চোখেই** লাগাইতেন।

তারপর চতুর্থ একটি হাদীসে আবু হুরায়রা রাঃ-এর যবানী বর্ণিত হইয়াছে, নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম বলেন, "কেহ সুরমা লাগাইলে সে যেন বিজোড় বার লাগায়। যে বিজোড় বার লাগাইবে সে ভাল কাজ করিবে আর যে উহা না করিবে তাহাতে তাহার কোন গুনাহ হইবে না।" (ইব্‌নু মাজাহ : ২৫৮)

আবু হুরায়রা রাঃ বর্ণিত হাদীসটির পরিপ্রেক্ষিতে আলিমগণ সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, সুরমা লাগাইতে হইলে **বিজোড় বার** লাগানো মুস্‌তাহাব্ব হইবে এবং এইরূপ করিলে সওয়াব হইবে।

তারপর এই বিজোড় নির্ধারণ ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মতভেদ হয়। **একদল আলিম** এই অধ্যায়ের প্রথম হাদীসটির পরিপ্রেক্ষিতে বলেন যে, প্রত্যেক চোখে বিজোড় বার তথা তিন বার করিয়া লাগাইতে হইবে। এই দলের মধ্যে আবার দুইটি উপদল দেখা যায়। এক উপদলের মতে "প্রথমে ডান চোখে উপর্যুপরি তিনবার লাগাইয়া তাহার পরে বাম চোখে উপর্যুপরি তিনবার লাগাইতে হইবে। ইহাই হইতেছে একমাত্র সুন্নাতী তারীকা।" অধিকাংশ আলিম এই মত সমর্থন করেন।

অপর উপদল বলেন, উযূতে একসঙ্গে তিনবার কুলি করিয়া তাহার পরে তিনবার নাকে পানি দেওয়া অথ। একবার কুলি করিয়া নাকে পানি দেওয়া, তারপর দ্বিতীয় বার কুলি করিয়া দ্বিতীয় বার নাকে পানি দেওয়া, তারপর তৃতীয় বার কুলি করিয়া তৃতীয় বার নাকে পানি দেওয়া—উভয়ই যেমন সমভাবে সুন্নাহ্‌ বলিয়া গৃহীত হয়, সেইরূপ একসঙ্গে ডান চোখে তিনবার সুরমা লাগাইয়া তাহার পরে বাম চোখে উপর্যুপরি তিনবার সুরমা লাগানো যেমন সুন্নাতী তারীকা বলিয়া

www.ahlehadeethbd.org

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ لِبَاسِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম-এর পোষাক সম্পর্কিত হাদীস

(৫৫—১) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ اَنْبَاَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى وَاَبُوْ تُمَيْلَةَ وَزَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ اَحَبُّ الثِّيَابِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمِيْصُ ۔

(৫৫—১) আমাদিগকে হাদীস শোনান মুহাম্মাদ ইব্নু হুমাইদ আর্-রাযী, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান আল্-ফাযল্ ইব্নু মূসা, আবূ তুমাইলাহ্ ও যায়দ ইব্নু হুবাব, তিনি রিওয়ায়াত করেন 'আবদুল মু'মিন ইব্নু খালিদ হইতে, তিনি 'আবদুল্লাহ ইব্নু বুরাইদাহ্ হইতে, তিনি উম্মু সালামাহ্ হইতে, তিনি বলেন, পোষাক সমূহের মধ্যে যাহা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের নিকট সর্বাধিক প্রিয় ছিল তাহা ছিল 'কামীস'।

গণ্য হয় তেমনই পর্যায়ক্রমে একবার ডান চোখে সুরমা লাগাইয়া বাম চোখে লাগানো, তারপর দ্বিতীয় বার ডান চোখে লাগাইয়া বাম চোখে লাগানো, তারপর তৃতীয় বার ডান চোখে লাগাইয়া বাম চোখে লাগানোও সুন্নাতী তারীকা বলিয়া গণ্য হইবে।

অপর আলিম দল বলেন, আবূ হুরায়রা রাঃ-এর হাদীসে বর্ণিত **'বিজোড় বার'** এর তাৎপর্য সমষ্টিগতভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহাদের মতে প্রত্যেক চোখে তিনবার করিয়া লাগাইলে দুই চোখে ছয়বার লাগানো হয়। ফলে, উহা জোড়ে পরিণত হয়। অধিকন্তু এই অধ্যায়ের প্রথম হাদীসটির সানাদে যে 'আব্বাদ ইব্নু মানসূর রহিয়াছেন তিনি যা'ঈফ রাবী বিধায় ঐ হাদীসটি যা'ঈফ। কাজেই উহাকে দালীলরূপে গ্রহণ করা চলে না। তাই তাঁহাদের একটি উপদল তাবরানী বর্ণিত হযরত ইব্নু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আন্হুর হাদীস অনুযায়ী ডান চোখে তিনবার ও বাম চোখে দুই বার লাগানো অধিকতর শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করেন এবং অপর উপদলটি ইব্নু 'আদী বর্ণিত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীস অনুযায়ী ডান চোখে দুইবার লাগাইবার পরে বাম চোখে দুইবার লাগাইয়া পঞ্চম বারে প্রথমে ডান ও পরে বাম চোখে লাগাইবার পক্ষে মত দেন।

(৫৫—১) এই হাদীসটির এবং ইহার পরবর্তী হাদীস দুইটির সানাদ বিভিন্ন হইলেও ইহাদের মূল বচন একই; কেবলমাত্র তৃতীয়টিতে يَلْبَسُ 'তিনি পরিধান করিতেন' বাক্যটি বেশী রহিয়াছে। তারপর, এই তিনটি হাদীসের প্রথম দুইটির সানাদে আবদুল্লাহ ইব্নু বুরাইদাহ সরাসরি উম্মু সালামাহ হইতে রিওয়ায়াত করেন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে কিন্তু তৃতীয়টির সানাদে তাঁহাদের দুই জনের মাঝে আবদুল্লাহ ইব্নু বুরাইদার মাতার মধ্যস্থতা রহিয়াছে। ইমাম তিরমিযী

www.ahlehadeethbd.org

(٥٦—٢) حدثنا علي بن حجر ثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن ام سلمة قالت كان احب الثياب الى رسول الله صلي الله عليه وسلم القميص •

(٥٧—٣) حدثنا زياد بن ايوب البغدادى ثنا ابو تميلة عن عبد

(৫৬—২) আমাদিগকে হাদীস শোনান 'আলী ইব্‌নু হুজ্‌র, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান আল্-ফায্‌ল ইব্‌নু মূসা, তিনি রিওয়াত করেন 'আবদুল্-মু'মিন ইব্‌নু খালিদ হইতে, তিনি 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু বুরাইদাহ্ হইতে, তিনি উম্ম, সালামা হইতে, তিনি বলেন, পোষাক সমূহের মধ্যে যাহা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের নিকট সর্বাধিক প্রিয় ছিল তাহা ছিল 'কামীস'।

(৫৭—৩) আমাদিগকে হাদীস শোনান যিয়াদ ইব্‌নু আইয়ূব আল্-বাগদাদী, তিনি বলেন, আমাদিগকে হাদীস শোনান আবূতুমাইলাহ্, তিনি রিওয়াত করেন 'আবদুল-মু'মিন ইব্‌নু খালিদ হইতে,

এই তৃতীয় হাদীসটির সানাদকে অধিকতর শুদ্ধ বলিয়া মত প্রকাশ করেন। ইমাম তিরমিযী এই হাদীসটি এই তিন সানাদেই তাঁহার জামি' গ্রন্থেও সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন এবং ইহাকে 'হাসান' বলিয়া মন্তব্যও করিয়াছেন।—তুহ্‌ফা ৩।৬২-৬৩।

كان احب الثياب الى.....القميص বাক্যটিতে احب ও القميص শব্দ দুইটির শেষ অক্ষরের স্বরচিহ্ন সম্পর্কে আলোচনা :

ব্যাকরণ মতে—احب ও القميص শব্দ দুইটির অবস্থানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া احب শব্দটিকে উদ্দেশ্য পদ (مبتدا) ধরিয়া উহাকে كان এর اسم গণ্য করিয়া উহার শেষ অক্ষরে পেশ এবং القميص শব্দটিকে বিধেয় (خبر) ধরিয়া উহাকে كان এর خبر গণ্য করিয়া উহার শেষ অক্ষরে যবর পড়া হয়। পক্ষান্তরে

অলঙ্কার শাস্ত্রমতে—বাক্যটির অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া احب শব্দটিকে كان এর বিধেয় (خبر) গণ্য করিয়া উহার শেষ অক্ষরে যবর এবং القميص শব্দটিকে كان এর اسم গণ্য করিয়া উহার শেষ অক্ষরে পেশ পড়া হয়। উভয় প্রকার পাঠ শুদ্ধ হইলেও মুহাদ্দিসগণ ব্যাকরণবিদদের অনুসরণে احب এর শেষ অক্ষরে পেশ এবং القميص এর শেষ অক্ষরে যবর পড়িয়া থাকেন।

(৫৬—২) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাহার জামি' গ্রন্থেও (তুহ্‌ফা ৩।৬৩ পৃষ্ঠা) সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাহা ছাড়া ইহা সুনান আবূ দাউদ ২।২০২—২০৩ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

(৫৭—৩) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি গ্রন্থেও (তুহ্‌ফা, ৩।৬৩ পৃষ্ঠা) সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাহা ছাড়া ইহা সুনান ইব্‌নু মাজাহ ২৬৪ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

القميص আল্-কামীস—'কামীস' শব্দের মূল অর্থ' যে বস্তুর মধ্যে গলাইয়া প্রবেশ করা হয় সেই বস্তুটি'। এই মূল অর্থের দিকে লক্ষ্য করিয়া "সুতী বস্ত্র দ্বারা প্রস্তুত সিলাই করা এমন পোষাককে 'কামীস' বলা হয় যাহাতে দুইটি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ

كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُهُ الْقَمِيصُ ●

قَالَ أَبُو عِيسَى هٰكَذَا قَالَ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ

بُرَيْدَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - وَهٰكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي تُمَيْلَةَ

مِثْلَ رِوَايَةِ زِيَادِ بْنِ أَيُّوبَ - وَأَبُو تُمَيْلَةَ يَزِيدُ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ عَنْ

أُمِّهِ وَهُوَ أَصَحُّ ●

তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্নু বুরাইদাহ্ হইতে, তিনি তাঁহার মা হইতে, তিনি উম্মু সালামাহ্ হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম যে সব পোষাক পরিধান করিতেন তন্মধ্যে 'কামীস' তাঁহার নিকট সর্বাধিক প্রিয় ছিল।

আবূ 'ঈসা (তিরমিযী) বলেন, যিয়াদ ইব্নু আইয়ুব তাঁহার এই হাদীসটি এইভাবে আবদুল্লাহ ইব্নু বুরাইদাহ্ হইতে, তিনি তাঁহার মা হইতে, তিনি উম্মু সালামাহ হইতে রিওয়াত করেন। (অর্থাৎ উম্মু সালামাহ হইতে সরাসরি আবদুল্লাহ ইব্নু বুরাইদার রিওয়াত না বলিয়া তাঁহাদের মাঝে আবদুল্লাহ ইব্নু বুরাইদার 'মাতার' মধ্যস্থতার রিওয়ায়াত করেন।)

আবূ তুমাইলাহ্ হইতে আরও একাধিক বর্ণনাকারী যিয়াদ ইব্নু আইয়ুবের রিওয়ায়াতের মত (মাঝে আবদুল্লাহ ইব্নু বুরাইদার মাতার মধ্যস্থতা বৃদ্ধি করিয়া) রিওয়ায়াত করেন। আবূ তুমাইলাহ এই হাদীসে আবদুল্লাহ ইব্নু বুরাইদার মাতার উল্লেখ বৃদ্ধি করেন, এবং ইহাই অধিকতর সাহীহ।

আস্তিন ও মাথা গলাইবার জন্য একটি ছিদ্র থাকে, এবং যাহা উর্ধ্বাস সমূহের সবের নীচে গায়ে-লাগানো অন্তর্বাস হিসাবে পরিধান করা হয়।" বর্তমান কালের গেঞ্জির (guernsey) স্থলে সেকালে আস্তিনযুক্ত, মাথা গলাইবার ছিদ্রসহ সম্মুখে বুক পর্যন্ত ফাড়া যে ছোট জামা অন্তর্বাস হিসাবে শরীরের উর্ধভাগে পরিধান করা হইত তাহাই ছিল 'কামীস'। বর্তমান কালের পিরান, পাঞ্জাবী সার্ট হইতেছে কামীসের অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু হাওয়াই সার্টের সম্মুখ দিক যেহেতু আগাগোড়া ফাড়া থাকে কাজেই উহা কামীস শ্রেণীভুক্ত হইবে না।

কামীস যেহেতু যাবতীয় উর্ধবাসের নীচে গায়ে-লাগানো জামারূপে ব্যবহৃত হইত কাজেই উহা স্বাভাবিকভাবেই ঝুলে খাট হইত; লম্বা হওয়া অস্বাভাবিক ছিল।

দ্বিতীয়তঃ, **ইব্নু মাজাহ** হাদীসগ্রন্থে এই মর্মে একটি হাদীসও পাওয়া যায়। হযরত ইব্নু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম যে কামীস পরিধান করিতেন তাহার হাতা ও ঝুল উভয়ই খাট হইত।—ইব্নু মাজাহ, ২৬৪ পৃঃ।

তৃতীয়তঃ, জামি' তিরমিযীর ভাষ্য তুহ্ফা গ্রন্থে ভাষ্যকার বলেন, (আবূ মুহাম্মদ) আদ-দিম্য়াতী (মৃত ৭০৭ হিঃ) এই মর্মে একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের কামীস তুলার অর্থাৎ সুতীবস্ত্রের তৈয়ারী হইত এবং তাঁহার কামীসের আস্তিন দুইটি ও ঝুল খাট হইত। (তুহ্ফা, ৩।৬২)। তারপর, কামীসের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ت (٥٨—٤) حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج ثنا معاذ بن هشام ثني ابي عن بديل العقيلي عن شهر بن حوشب عن اسماء بنت يزيد قالت كان كم قميص رسول الله صلي الله عليه وسلم الي الرسغ •

(৫৮—৪) আমাদিগকে হাদীস শোনান আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনুল্ হাজ্জাজ, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান মু'আয ইবনু হিশাম, তিনি বলেন আমাকে হাদীস শোনান আমার পিতা, তিনি রিওয়ায়াত করেন বুদাইল আল্ 'উকাইলী হইতে, তিনি শাহ্‌র ইবনু হাওশাব হইতে, তিনি আসমা' বিনতু য়াযীদ হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের কামীসের আস্তিন কব্জি পর্যন্ত ছিল।

আস্তিন খাট হওয়ার তাৎপর্য সম্পর্কে মুহাদ্দিস আল্ জাযারী বলেন যে, কামীসের আস্তিন কব্জির গিঁট অতিক্রম করিতনা, কিন্তু জুব্বার আস্তিন কব্জির গিঁট পার হইয়া আঙ্গুলের মাথা পর্যন্ত পৌঁছিত—আঙ্গুলের মাথা অতিক্রম করিত না।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম লম্বা ঝুলের পিরান পরিতেন বলিয়া যে সব হাদীস পেশ করা হয় তাহা এখন উল্লেখ করিয়া সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে। তুহ্‌ফা ভাষ্য গ্রন্থের ৩ | ৬৩ পৃষ্ঠায় বলা হয়,

(এক) ইবনুল জাওযী (মৃত ৫৯৭) তাঁহার 'আল্ অফা' নামক গ্রন্থে ইবনু হিব্বানের (মৃত ৩৫৪) বরাত দিয়া **ইবনু আব্বাসের বর্ণিত** একটি হাদীস উল্লেখ করেন। তাহাতে বলা হয় যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের কামীস তাঁহার উভয় পায়ের গিঁটের উর্ধে (فوق) থাকিত এবং উহার আস্তিন আঙ্গুল সমান দীর্ঘ হইত।

(দুই) হাকিম (মৃত ৪০৫) তাঁহার আল্ মুস্তাদ্‌রাক গ্রন্থে **ইবনু আব্বাস** বর্ণিত অনুরূপ হাদীস রিওায়াত করেন।

(তিন) ইমাম সুয়ূতী (মৃত ৯১১) তাঁহার আল্-জামি'উস্-সাগীর গ্রন্থে ইবনু মাজার বরাত দিয়া ঐ ইবনু আব্বাসেরই একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তাহাতে বলা হয় যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের কামীস তাঁহার দুই পায়ের গিঁটের উর্ধে فوق থাকিত।—তুহ্‌ফা হইতে উধৃতি সমাপ্ত।

'আমাদের বক্তব্য এই যে, এই হাদীসগুলিতে فوق الكعبين শব্দটি রহিয়াছে। কুরআন মজীদের বহু আয়াতে উর্ধ জগতের অবস্থান প্রসংগে এই فوق শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কোমর পর্যন্ত বিলম্বিত পিরানকেও বলা যাইতে পারে فوق الكعبين আবার হাঁটু অথবা পায়ের নলারকিছুদূর পর্যন্তও فوق الكعبين বলা যাইতে পারে। কাজেই এই হাদীসগুলি লম্বা ঝুল ব্যাপারে অস্পষ্ট বলিয়া এইগুলি দ্বারা লম্বা ঝুল সুন্নত হওয়া কোনক্রমেই সাবিত হয় না। হাঁ যদি فوق الكعبين স্থলে الي الكعبين থাকিত, তাহা হইলে লম্বা ঝুল সাবিত হইত। তবুও তর্কের খাতিরে এই বিবরণটিকে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের লম্বা ঝুলের পিরান পরার দালীল বলিয়া মানিয়া লওয়া হইলে এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় এইভাবে করিতে হইবে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম খাট ও লম্বা উভয় ঝুলের কামীসই পরিধান করিতেন। **কাজেই একমাত্র হাঁটুর নীচে মধ্য নলা পর্যন্ত ঝুলের পিরহান পরাকে কোন ক্রমেই সুন্নাত বলিয়া দাবী করা চলে না।**

(৫৮—৪) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থেও সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।—তুহ্‌ফা ৩ | ৬৩। তাহা ছাড়া ইহা সুনান আবু দাউদ ২ | ২০৩ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে। কামীসের আস্তিন সম্পর্কে সুনান ইবনু মাজাহ ২৬৪ পৃষ্ঠায় ইবনু আব্বাসের যে হাদীসটি পাওয়া যায় তাহা পূর্বের টীকাতে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং আস্তিন আলোচনাও পূর্বে টীকাতে করা হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

অধ্যাপক মোহাম্মদ হাসান আলী এম, এ, এম, এম

আল্লামা সৈয়দ নযীর হুসাইন দেহ্‌লভী

তৃতীয় অধ্যায়

হিজরী ১২৫৮ সালে যখন মওলানা শাহ ইসহাক সাহেব হিন্দুস্তান থেকে হিজরত করেন তখন দিল্লীতে কতিপয় বিশিষ্ট আলিম মৌজুদ ছিলেন। তাঁদের অধিকাংশই শাহ আবদুল আযীয সাহেবের শাগরেদ এবং তাঁরই হাতে গড়া। একজন তাঁর ভাতিজা মওলানা শাহ রফীউদ্দিন সাহেবের পুত্র মওলানা মখসুসুল্লাহ। তিনি তাঁর পিতৃব্য শাহ সাহেবের খিদমতে দীর্ঘ ২৫ বৎসরকাল শিক্ষা গ্রহণ কার্যে কাটিয়েছেন এবং নিজেও দীর্ঘ কাল শিক্ষাদান কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর কনিষ্ঠ সহোদর মওলানা হাইওল কায়েম সাহেবও তখন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। এ ছাড়াও মওলানা শাহ আবদুল আযীয এবং মওলানা শাহ ইসহাক সাহেবানদের অসংখ্য ছাত্র বিখ্যাত ওলামা হিসাবে হিন্দুস্তানের বিভিন্ন শহরে বসবাস করছিলেন। কিন্তু তবু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মওলানা ইসহাক সাহেবের সত্যিকার স্থলাভিষিক্ত এবং শাহ ওয়ালীউল্লাহ ও শাহ আবদুল আযীয সাহেবানদের পরিত্যক্ত মাদ্‌রাসাতুল হাদীসের যোগ্য উস্তাদ নিয়োগ ব্যাপারে যারপরনাই বিরোধিতা সত্বেও মওলানা সৈয়দ নযীর হুসায়ন ছাড়া আর কেউই উক্ত পদের জন্য নির্বাচিত হতে পারেন নাই। এমন কি 'মিঞা সাহেব' উপাধি যা একমাত্র শাহ অলিউল্লাহ সাহেবের বংশের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হিসাবে ক্রমাগত ভাবে শাহ ইসহাক পর্যন্ত এসে পড়েছিল সেই উপাধিও মওলানা সৈয়দ নযীর হুসায়ন সাহেবের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল। এখন থেকে তিনি দিল্লীর আবালবৃদ্ধবণিতা সকলের নিকটই 'মিঞা সাহেব' বলে পরিচিত হতে থাকলেন।

ইল্‌মুল্ হাদীসকে তিনি এমন ভাবে আয়ত্ব করেছিলেন যে, তৎকালে উক্ত বিষয়ে তাঁর মত অভিজ্ঞ আলিম দিল্লীতে দ্বিতীয় আর কেউ ছিলেন না। তাঁর মহান খেদমতের তুলনা ইতিপূর্বে এক শতাব্দীর মধ্যেও পাওয়া দুষ্কর। শুধু ইল্‌মুল্ হাদীস কেন, কোন্ ইল্‌মেই বা তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন না? যাঁরা তাঁর শাগরেদিয়াত লাভে ধন্য হয়েছেন তাঁরা জানেন হানাফী ফিক্‌হ শাস্ত্রেও তিনি অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র দিল্লী শহরেও তিনি 'অদ্বিতীয় ফিক্‌হ্-বিদ' ছিলেন বলে স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ তাঁর 'আস্‌য়ারুস্ সানাদিদ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। মিঞা সাহেব স্বয়ং বলতেন, ফতওয়ায়ে আলমগীরির মত বিরাট গ্রন্থখানাও তিনি আদ্যোপান্ত শব্দে শব্দে অক্ষরে অক্ষরে ৩ বার পাঠ করেছেন। বিভিন্ন প্রয়োজনে ঐ গ্রন্থের বিভিন্ন স্থান পাঠ করার তো কোন ইয়ত্তাই নাই।

হাফিয আবদুল মান্নান ওযীরাবাদী বর্ণনা করেন যে, একদিন সহীহ বুখারীর 'কিতাবুল ইক্‌রাহ' পড়াতে গিয়ে قال بعض الناس বাক্যটা এসে পড়ল। ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

গ্রন্থে ঐ বাক্যটা এমনভাবে লিখে গেছেন যে, তাতে মনে হয় যেন ওদ্বারা ইমাম আবু হানিফার মযহাবের দিকে ইশারা করা হয়েছে এবং কেবল মাত্র প্রতিবাদকল্পেই এই ইশারা করা হয়েছে। সহীহ বুখারীর ভাষ্যকার আল্লামা আয়নী যিনি হানাফী মযহাবের অনুসারী ও অনুরাগী ছিলেন উক্ত স্থানের ব্যাখ্যায় লিখেন, "এটা আদৌ আমাদের মযহাবের কথা নয়।" মিঞা সাহেব এখানে থেমে গেলেন এবং হঠাৎ বাড়ীর ভিতর চলে গেলেন। হাতে লেখা ৯ খণ্ড কেতাবের একটা গাঁঠরী নিয়ে এলেন। অকাট্য প্রমাণাদি দ্বারা সাব্যস্ত করে দেখালেন যে, হানাফী মযহাবের মসআলা তা-ই যা ইমাম বুখারী লিখেছেন। অথচ আল্লামা আয়নীর নিজ মযহাব সম্পর্কেই জ্ঞান নাই।

একদিন বুখারী শরীফ অধ্যয়ন কালে মওলানা আহমদ আলী সাহারাণপুরীর হাশিয়ায় লিখিত এই কথাটি পড়া হল যে, "কুরআনের আম হুকুমকে খাব্‌রুল্ ওয়াহিদ দ্বারা খাস করা যেতে পারে না।" এই ইবারত পড়া হলে মিঞা সাহেব গণে গণে ২৫টা স্থান দেখিয়ে বললেন যে, এতগুলি জায়গায় কুরআনের আম হুকুম খাস হুকুমে পরিণত হয়েছে। অবশ্য সহীহ বুখারীর শরহ ফতহুল বারী গ্রন্থে ১০/১২ স্থানের অধিক উল্লেখ করা হয় নাই।

মিঞা সাহেব তাঁর পাঠ্যকাল থেকেই অত্যন্ত অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। সুতরাং হাদীস ও তাফসীর অধ্যয়ন করার সঙ্গে সঙ্গে ফিক্‌হ এবং উসূলুল্-ফিক্‌হ্ ও গভীর মনোযোগ সহকারে পড়েছিলেন। উসূলুল্-ফিক্‌হ্‌তে তাঁর গভীর জ্ঞানের প্রমাণ হচ্ছে তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'মি'য়ারুল হক'। অপর একটি প্রমাণ এই যে, উসূলুল্-ফিক্‌হ এর বিখ্যাত কিতাব 'মুসাল্লামুস্ সুবূত' বিখ্যাত আলিম মওলানা আলীমুদ্দীন হুসায়ন সাহেব নগর নহসুবী পড়েছিলেন মুফ্‌তী ছদরুদ্দীন খাঁ সাহেবের নিকট। অতঃপর একদিন ঐ কিতাবের কোন একটি মাস্-আলা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে মিঞা সাহেব মুফতী সাহেবের বর্ণনার প্রতিবাদ করেন। মিঞা সাহেবের ব্যাখ্যা মুফতী সাহেবেরও কানে গেলে তা মুফতী সাহেবেরও মনঃপুত হয়। মিঞা সাহেবের বর্ণনাভঙ্গী ও ব্যাখ্যায় অদ্ভুত পারদর্শিতা দর্শনে মুগ্ধ হয়ে মওলানা আলীমুদ্দীন সাহেব তাঁর ছাত্রদলে যোগদান করেন।

মওলানা শাহ ইসহাক সাহেব হিজরত করার পর মিঞা সাহেব আওরঙ্গাবাদী মসজিদে স্বাধীন ভাবে অধ্যাপনা কার্য শুরু করেন এবং হিজরী ১২৭০ পর্যন্ত হাদীস, তফসীর, ফিক্‌হ, উসূলুল্ ফিক্‌হ এবং মা'কূলাতের (যুক্তিবিদ্যা, দর্শন) বিভিন্ন কিতাব পড়াতে থাকেন। কিছু দিন পরেই তিনি শুধু মাত্র তাফসীর, হাদীস, উসূলুল হাদীস ও ফিকহ পড়াতে থাকেন এবং বাকী কিতাবগুলি পড়ানো ছেড়ে দেন। জীবনের শেষ ৫০ বৎসর তিনি এই ভাবে দীনের খিদমতে ব্যয় করেন। মিঞা সাহেব যদিও কেবলমাত্র তাফসীর জালালাইন নামক সংরক্ষিত তাফসীর গ্রন্থটিই পড়াতেন এবং কেবলমাত্র কুরআন মজীদের তারজমাই পড়াতেন তবুও তিনি যে সব তাফসীর গ্রন্থে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং তিনি যেসব তাফসীর গ্রন্থের উল্লেখ প্রায়ই করতেন তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য; তাবারীর তাফসীরুল কুরআন; যামাখশারীর তাফ্‌সীর কাশ্‌শাফ, বাগাভীর মা'আলিমুত্-তান্‌যীল, রাযীর আত্-তাফ্‌সীরুল কাবীর, নাসাফীর মাদারিকুত্ তান্‌যীল, বায়যাভীর

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আন্‌ওয়ারুত্ তান্‌যীল, সাফাভীর জামি'উল্ বায়ান, ইবনু কাসীরের তাফসীরুল কুরআন ও সুয়ূতীর আদ্‌দুর্‌রুল মান্‌সূর। তা ছাড়া তিনি ছাত্র অবস্থায় উসূলুত্-তাফসীর বিষয়ে ইমাম সুয়ূতীর আল্ ইত্‌কান গ্রন্থ প্রায় মুখস্থ করে ফেলেন। তাফসীর জালালাইন ছাড়া তিনি মেধাবী উপযুক্ত ছাত্রদিগকে মাঝে মাঝে বায়যাভীও পড়াতেন। তাঁর প্রত্যহিক কুরআনের তরজমা শুনে পরিষ্কার বুঝা যেত যে কোরআন মাজীদ বুঝবার এবং বুঝাবার জন্য তাঁর মত লোক ঐ যামানায় আর কেও ছিল না।

মিঞা সাহেবের অধ্যায়ন-অভ্যাস

বাল্যকাল থেকেই মিঞা সাহেবের কুতুব বিনী করার অভ্যাস অত্যন্ত প্রবল ছিল। দিল্লীতে সেকালে দুটো মাত্র উৎকৃষ্ট লাইব্রেরী ছিল। একটি ছিল দুর্গের ভিতরে। ঐ লাইব্রেরীতে মুসলিম রাজত্বের শুরু থেকেই কিতাব পত্র সংগৃহীত হয়ে আসছিল। সম্রাট বাহাদুর শাহের পুত্র শাহজাদা ফখরুদ্দীনের সঙ্গে মিঞা সাহেবের অত্যন্ত সৌহার্দ ছিল এবং সেই সূত্রে তিনি দুর্গের মধ্যে গিয়ে ঐ লাইব্রেরীর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতেন। তাঁর অভ্যাস এই ছিল যে, তিনি প্রত্যেকটি বই আগাগোড়া পড়তেন এবং প্রয়োজনীয় বিষয় নোট করে নিতেন। অপরটি ছিল আযীযীয়া লাইব্রেরী। এই লাইব্রেরীতে মওলানা শাহ আবদুর রহীম মরহূমের সময় থেকেই কিতাব পত্র সংগৃহীত হয়ে আসছিল। তারপর স্বনামধন্য পুত্র মওলানা শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী এবং তাঁর পরে তাঁর পুত্র শাহ আবদুল আযীয সাহেব বহু গ্রন্থ সংগ্রহ করে ঐ লাইব্রেরীতে জমা করেন। ফলে উহা এক বিরাট লাইব্রেরীতে পরিণত হয়। তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল ঐ লাইব্রেরীর জন্য বহু টাকা সাহায্য করেছিলেন। ঐ লাইব্রেরীতে মিশর, আরব ও অন্যান্য দেশ থেকেও বহু কিতাব আমদানী করা হয়েছিল। মিঞা সাহেব যেহেতু শাহ ইসহাক সাহেবের খিদমতে সুদীর্ঘ কাল অতিবাহিত করেছিলেন তাই উক্ত কুতুবখানা আযীযীয়াতেও তাঁর অবাধ যাতায়াত ছিল। এই দুই লাইব্রেরীতেই তিনি বিশেষভাবে অধ্যয়ন করতেন তাছাড়া তাঁর নিজস্ব লাইব্রেরীতেও তিনি পড়াশুনা করতেন। তাঁর নিজস্ব লাইব্রেরীর অধিকাংশ গ্রন্থই ছিল তাঁর স্বহস্ত লিখিত। ছাপা না হওয়ায় সেগুলি অপ্রাপ্য ছিল। আযাদী সংগ্রামের সময় তাঁর গৃহ লুণ্ঠিত হ'লে তাঁর সহস্ত গ্রন্থও অপহৃত হয়। তিনি তাঁর ঐ গ্রন্থগুলির জন্য সারাজীবন দুঃখ করেছেন।

রাওয়ালপিণ্ডিতে নজরবন্দী থাকাকালে তিনি গভর্ণমেণ্ট লাইব্রেরী থেকে প্রয়োজনীয় কিতাবাদি পড়বার অনুমতি পান। সেখানে বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। ঐ সময়ে বন্দী অবস্থায় আতাউল্লাহ নামক একজন তালিবুল ইলম তাঁর সহচর ছিল। তাকে তিনি সহীহ বুখারী আদ্যোপান্ত পড়ান এবং তাকে কুরআন হিফ্‌যও করান।

লক্ষ্ণৌ, ভূপাল প্রভৃতি স্থান থেকেও তিনি যরুরী কিতাবাদি লোক মারফত আনিয়ে নিতেন। রেলগাড়ী চালু হবার পূর্বে তিনি একবার কোন তালিবুল-ইলমকে পদব্রজে লক্ষ্ণৌ পাঠিয়ে সেখান থেকে একখানা কিতাব আনিয়েছিলেন। বৃদ্ধকালেও তাঁর পড়বার ঝোঁক এত বেশী ছিল যে, একবার তিনি যখন শুনতে পেলেন তাঁর

www.ahlehadeethbd.org

স্বরচিত গ্রন্থ 'মে'য়্যারুল হক' এর প্রতিবাদে মওলানা ইর্শাদ হুসায়ন রামপুরী লিখিত 'ইন্তিসারুল হক' নামক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়েছে' তখন তিনি বহু চেষ্টা করে তা সংগ্রহ করেন। পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাগরেব বাদ কেতাব খানা পড়তে আরম্ভ করেন এবং ইশা ও তাহাজ্জুদ নামায পড়তে যে সময় লাগে তা ছাড়া বাকী সারারাত পড়ে ভোর হবার পূর্বেই তিনি উহা শেষ করেন। বইখানা ২৬ অধ্যায়ে সমাপ্ত এক খানা বিরাট গ্রন্থ ছিল।

সকাল বেলা মিঞা সাহেব ঐ গ্রন্থখানি মওলানা আহমদ হাসান দেহলভীকে দিয়ে বলেন, "এটা আমার কিতাবের জওয়াব নয়।" তারপর উক্ত মওলানা আহমদ হাসান সাহেব ঐ গ্রন্থের জওয়াবে 'তালখীসুল আন্যার ফী মা বুনিয়া আলায়হিল ইন্তিসার (تلخيص الانظار فى ما بنى عليه الانتصار) নামে একখানা কিতাব রচনা ক'রে ছাপিয়ে প্রকাশ করেন। যা هباء منثورا রূপে বহুদিন সমাদৃত ছিল। বহু ইসলামী গ্রন্থের রচয়িতা সুবিখ্যাত আলেম মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী মিঞা সাহেব সম্পর্কে মাওলানা হাফিয আবদুস সাত্তার সাহেবকে লিখেছিলেন, "যদি মাওলানা সৈয়্যদ নযীর হুসায়ন সাহেবের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ ঘটে থাকে তাহ'লে নিশ্চয়ই অবগত হতে পেরেছেন যে, মুহাক্কিক আলিমদের গ্রন্থগুলি সম্পর্কে তিনি কি গভীর জ্ঞান রাখতেন।" তাঁর শাগরেদদের মধ্যে মওলানা আবু সা'ঈদ মুহাম্মাদ হুসায়ন, হাফিয আবদুল্লাহ গাযীপুরী এবং মওলানা মুহাম্মাদ বশীর প্রমুখ মহান ব্যক্তিগণও জটিল মাস্আলা সম্পর্কে তাঁদের ঐ শায়খের শরণাপন্ন হতেন এবং তিনিও যত শীঘ্র সম্ভব কিতাবের হাওয়ালা দিয়ে জওয়াব পাঠিয়ে দিতেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এও জানিয়ে দিতেন যে, ঐ কিতাবগুলো আরবের অথবা আজমের কোথায় পাওয়া যাবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, মওলানা বাশীর সাহেব এবং মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভীর মধ্যে এক তুমুল বাহাসের সৃষ্টি হয়। মাওলানা বাশীর তখন মিঞা সাহেবের শরণাপন্ন হন। তিনি তখন صارم منكى على نحر ابن السبكي নামক গ্রন্থখানার হাওয়ালা দেন। গ্রন্থখানা আরবে প্রকাশিত হয়েছিল। সেখান থেকে আনান হয়। তাতে মিঞা সাহেবের বর্ণনা মতে বিষয়বস্তু সমস্তই মিলে যায়। ফলে মাওলানা আবদুল হাই সাহেব মরহুম বলতে বাধ্য হন যে, যদি ছা'রেম না পাওয়া যেত তাহ'লে তাঁর প্রশ্নের জওয়াব কেউই দিতে পারতেন না।

মিঞা সাহেবের অধ্যাপনার পদ্ধতি

মিঞা সাহেব নিজেই বলতেন যে, তিনি তাঁর শিক্ষকতার প্রথম দিকে সাহীহ বুখারীর প্রথম হাদীস انما الاعمال بالنيات ২৭ দিনে প'ড়িয়ে শেষ করতেন। অবশ্য পরবর্তীকালে আর তা করতেন না; বরং দুই বৎসর সময়ের মধ্যে সিহাহ সিত্তাহ সম্পূর্ণ পড়িতে দিতেন এবং রামাযান মাসে তাফসীর জালালাইন সম্পূর্ণ পড়িয়ে শেষ করে দিতেন। হাদীস ও তফসীরের জ্ঞান অর্জনের জন্য তিনি ২।৩ বৎসরের কম সময় যথেষ্ট মনে করতেন না।

তাঁর অধ্যাপনার সুনাম ও চর্চা সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। সারফ, নাহব, মানতিক, কালাসকাহ বা হিকমাত এবং ফিক্হ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বহু আলিম প্রথমে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা পরীক্ষা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করে দেখতেন এবং তাঁর তাকরীর শ্রবণ করার পরে তাঁর ছাত্র দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়তেন। বার্দ্ধক্যে যখন তাঁর স্বাস্থ্য দুর্বল হয়ে পড়েছিল তখন পর্যন্ত তাঁর অধ্যাপনার যে সব বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হ'ত তা' ছিল এই : যথা, সাহীহ ও যা'ঈফ উক্তি সমূহের বিচার বিশ্লেষণ দ্ব্যর্থহীন স্পষ্ট বর্ণনা, পরিপাটী বর্ণনা ভঙ্গী, যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা, অদ্ভুত স্মরণশক্তি, সমস্যাসঙ্কুল প্রশ্নের সন্তোষজনক মীমাংসা, উন্নত দৃষ্টিভঙ্গী এবং প্রত্যেক বিষয়ের পক্ষে ও বিপক্ষে সম্যক আলোচনা।

মাওলানা হাফিয ডিপুটি নাযীর আহমদ সাহেব এল, এল, ডি বলেন, তাঁর অধ্যাপনা ছিল সর্বজনমান্য কিন্তু উহা হিংসুকদের জন্য ছিল কাটা ঘায়ে নুনের ছিঁটার মত। মাওলানা মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহ বাজিদপুরী বলেন, আমি দিল্লীর সাদরুস্ সুদূর মুফ্তী সাদরুদ্দীন খাঁ সাহেবের নিকট অধ্যয়ন করতাম। দেখতাম তিনি জ্ঞানের সমুদ্র ছিলেন এবং যখন পড়াতে বসতেন তখন যেন তাঁর জ্ঞান সমুদ্রে বান ডাকত।

মাওলানা আবু আবদুর রাহমান মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু মাওলানা আল্হাজ সাম্‌মিমুদ্দাহ্‌র জামালুদ্দীন হাযারুবী জিলানুবী সাহেব লিখেছেন :

আমি ১২৮২ হিজরী সালে ইল্‌ম শিক্ষা করার জন্য দিল্লী আগমন করি। সেই সময় আমি মাওলানা মুহম্মদ কাসিম নানওতাবী। মাওলানা রাশীদ আহমদ গাঙ্গুহী, মাওলানা আহমদ আলী সাহারাণপুরী, মুফতী সদরুদ্দীন খান সদরুস সুদূর দেহলবী, মাওলানা সা'আদাত আলী সাহারাণপুরী, নওয়াব কুতবুদ্দীন খান সাহেব দেহলবী, মাওলানা আবদুল গাণী ইবনু আবি সা'ঈদ আল মুজাদ্দিদী প্রমুখ কামিল আলিমদের খিদমতে বহু দিন যাবত যাতায়াত করেছি এবং মিঞা সাহেবের সাথে তাঁদের তুলনা করে দেখেছি। অবশেষে আমি পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারি যে, মিঞা সাহেবের অধ্যাপনার সঙ্গে তাঁদের কারুরই অধ্যাপনার তুলনা হয় না।

—ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

মূলঃ এ. কে. ব্রোহী
অনুবাদঃ এ। আঃ মান্নান

"মানবীয় ইতিহাসের উপর পাক কুরআনের প্রভাব"

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কুরআনের এই সব বিধান, এই সব আদেশ ও নিষেধ সকলের দেখার জন্যই খোলা রহিয়াছে। ইচ্ছায় হোক, আর অনিচ্ছাতেই হোক, উহার নীতিগুলি সমগ্র বিশ্ব গ্রহণ করিয়াছে। বিশ্ব আজ উহার আদর্শের দোহাই দেয়; এবং উহাতে বর্ণিত মূল্যমানগুলিকে পছন্দ করিয়া থাকে। অবশ্য একথা সত্য যে, আর সব ক্ষেত্রের মত এখানেও আমাদের "উক্তি" ও আমাদের "আচরিত কর্মের" মধ্যে বিরাট ফাঁক রহিয়াছে। ইহাও অবশ্য সত্য যে, যাহারা নিজেদিগকে মুসলিম বলিয়া পরিচয় দেয় তাহাদের কর্মেও কুরআনের শিক্ষা অতি অল্পই প্রতিফলিত হয়। অবশ্য এ কথাও সত্য যে, তাহারা কুরআনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। মুসলিমগণ কুরআনের প্রতি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া যে সম্মান প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছে, তাহা আর কোন গ্রন্থের প্রতি কেহ প্রদর্শন করে নাই। কিন্তু কেবলমাত্র সম্মান প্রদর্শনের কথা কুরআন বলে না। কুরআনের মহত্তম দাবী এই যে, উহাতে যে হেদায়ত প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা যেন আমরা হৃদয়ঙ্গম করি এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনের আচরণ তদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। দেখা যায় যে, মুসলিমরা কুরআনের শিক্ষা উপলব্ধি করার চেয়ে উহাকে মুখস্থ করার জন্যই বড় বেশী উদগ্রীব। আমার বিশ্বাস, এইরূপ আচরণ কুরআনের শিক্ষার বিপরীত। যদি কুরআন বাস্তবিকই হেদায়ত গ্রন্থ হয়, তাহা হইলে কি ইহা আমাদের প্রত্যেকের জন্যই অবশ্য কর্তব্য নয় যে, উহাতে কি নিহিত আছে তাহা আমরা উপলব্ধি করি এবং কিসের জন্য আমাদিগকে আহ্বান জানান হইতেছে তাহা জ্ঞাত হই? উহা কি বলিতেছে তাহাই যদি না জানি, তাহা হইলে আমরা কি করিয়া জানিব যে, উহা কিসের জন্য আমাদিগকে আহ্বান জানাইতেছে? একথা সত্য যে, কেবলমাত্র আরবী ভাষার জ্ঞানই কুরআনকে উপলব্ধি করার জন্য যথেষ্ট নয়। আরবী ভাষার জ্ঞানই যদি উহার জন্য যথেষ্ট হইত, তাহা হইলে আরবীয়রা কুরআনের জ্ঞানে অধিক পরিপক্ক হইত এবং তাহাদের কার্য্যকলাপেও কুরআনী শিক্ষার পূর্ণ প্রতিফলন দেখা যাইত। কিন্তু আধুনিক কালের আরবদের প্রতি যদি ভাসাভাসা ভাবেও দৃষ্টিপাত করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, তাহাদের জীবনে কত অনাচার; আর উহাই প্রমাণ করে যে, তাহারা কুরআনের শিক্ষা হইতে কত দূরে!

কুরআন কি ভাবে মানুষের হৃদয়ে প্রেরণা যোগাইবে ও ঝঙ্কার তুলিবে এবং উহার জন্য কি কি পূর্ব শর্ত পালন করা দরকার, উহার খুঁটিনাটি বিষয় আলোচনা করার স্থান এখানে নয়। আরবী ভাষার জ্ঞান অর্জনের পূর্বে নিজের হৃদয়কে পবিত্র করা এবং যে মহান প্রভু কুরআন "নাজেল" করিয়াছেন তাঁহার প্রতি ভক্তিগদগদ চিত্তে অনুগত হওয়া উহার জন্য একান্তভাবে দরকার। অবশ্য ইহা অনস্বীকার্য যে, কুরআনকে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য আরবী ভাষার জ্ঞান একান্তভাবে প্রয়োজনীয়; বরং বলা যায়, আরবী ভাষায় আমরা যতই

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ব্যুৎপত্তি লাভ করি, ততই ভাল। কিন্তু আমরা যেন আরবী ভাষার জ্ঞান বলিতে শুধু উহার ব্যাকরণ জ্ঞান বা অভিধানগত শব্দ জ্ঞানকেই না বুঝি। কুরআনের আরবী সরল; কাজে কাজেই উহার অন্যতম মোজেজা এই যে, জটিল তর্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত উহার মর্ম সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না।

আল্লার অস্তিত্বে ঈমান রাখার এবং হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এর রেসালতে বিশ্বাস করার সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ হইতেছে এই কুরআন। ইহা আমাদের জন্য আশারবাণী বাহক; কারণ ইহাতে আমাদের সৃষ্টি কর্তার যে পরিচিতি প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে বুঝা যায় যে, তিনি আমাদের দোষত্রুটীকে ক্ষমা করিবেন এবং অজ্ঞতা হইতে রক্ষা করিবেন।

• • • • • • • • •

ইসলামের বিধান হইতেছে এই যে, আমরা যেকোন অনুষ্ঠানই পালন করিনা কেন, যেন আমরা সম্পূর্ণ সজাগভাবে ও জ্ঞাতসারে উহা সম্পাদন করি এই উদ্দেশ্যে যে, উহার দ্বারা আমরা মহান প্রভুর প্রতি আমাদের কর্তব্য সম্পাদন করিতেছি এবং উহার দ্বারা তাঁহার প্রবর্তিত "শরিয়তকে" প্রতিষ্ঠিত করিতেছি। যদি ইহাই সত্য হয়, তাহা হইলে আমরা যে সব অনুষ্ঠান পালন করি, তার মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম না করা পর্য্যন্ত কেমন করিয়া খাঁটি মুসলিম হইতে পারি কিংবা যে কুরআনকে আমরা ঐশীগ্রন্থ বলিয়া বিশ্বাস করি, সেই গ্রন্থে যেসব বিধিনিষেধ রহিয়াছে ও যে সব আদর্শ ও মূল্যায়নের কথা বলা হইয়াছে সে গুলির উপলব্ধি না করা পর্য্যন্ত কি আমরা প্রকৃত মুসলিম হইতে পারি?

প্রার্থনা করি, ঐ মহা গ্রন্থের শিক্ষার সারপদার্থ যেন পাকিস্তানের রাজনৈতিক জীবনে ওতঃপ্রোতভাবে মিশিয়া যায় এবং পাকিস্তানের অধিবাসীদিগকে এমন ভাবে গড়িয়া তুলে যেন তাঁহারা সমগ্র বিশ্বের নিকট আদর্শ বলিয়া পরিগণিত হয়। এই ব্যাপারে ব্যক্তিগত পর্যায়েই হউক বা বৃহত্তর প্রতিষ্ঠানের মারফতেই হউক, যে প্রচেষ্টা চালান হইবে তাহাই হইবে সদাচার; এবং উহাই হইবে হযরত রসুলে করিম (দঃ) এর প্রবর্তিত মিশনের অনুগমন। মহান প্রভুর প্রতি আনুগত্য-জ্ঞাপন এবং তদনুযায়ী কার্য করার জন্যই আমরা মুসলিমগণ তালিকাভুক্ত হইয়াছি; এবং ১৪ শত বৎসর পূর্বে আঁ-হযরত (দঃ) সমগ্র বিশ্বকে পাপ-তাপ ও অজ্ঞানতার অন্ধকার হইতে মুক্ত করার জন্য যে বিশ্ব সংগ্রামের প্রোগ্রাম প্রবর্তন করিয়াছেন, যাঁহারা ঐ প্রোগ্রামের সংগ্রাম ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ মন লইয়া কার্য্যে ঝাঁপাইয়া পড়িবেন, তাঁহারাই আসলে সমস্ত সম্মানের অধিকারী। কুরআনে রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট ভবিষ্যৎ বাণী করিয়া যে বলা হইয়াছে, লোক দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করিতেছে তার সার্থক রূপায়ন এখনও বাকী রহিয়াছে। যাঁহারা দাবী করেন যে, তাঁহারা হইতেছেন "আশেকে রসুল" রসুলের প্রেমিক এবং আল্লার ভক্ত ও উপাসক, তাঁহাদের সর্বাপেক্ষা মহান দায়িত্ব হইতেছে ঐ ভবিষ্যৎ বাণীকে সত্যিকার ভাবে বাস্তবে রূপদান করা।

www.ahlehadeethbd.org

অধ্যাপক মুজীবুর রহমান

উম্মু সুলাইম বিন্‌তু মিল্‌হান

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

পূর্বে দেখানো হয়েছে যে, উম্মু সুলাইম রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসল্লাম এর দূর-সম্পর্কীয়া খালা ছিলেন। তাই তিনি উম্মু সুলাইমকে সম্মানের চোখে দেখতেন।

সাহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

كان النبي صلى الله عليه وسلم لايدخل على احد من النساء الا على ازواجه الا ام سليم، فانه يدخل عليها فقيل له في ذلك فقال اني ارحمها قتل اخوها معي .

"আঁ-হযরত সঃ সাধারণতঃ নিজের স্ত্রীগণের গৃহ ছাড়া অন্য কোন স্ত্রীলোকের গৃহে গমন করতেন না। কিন্তু উম্মু সুলাইমের গৃহে তিনি যাতায়াত করতেন। একদিন এই অবাধ যাতায়াতের কারণ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলেন, আমি সমবেদনার উদ্দেশ্য নিয়েই তাঁর কাছে যাতায়াত করি। কারণ তাঁর ভাই আমার সংগে থেকেই শহীদ হয়েছিলেন।"

[প্রবন্ধকারের এই বিবরণ সম্পর্কে প্রয়োজনবোধে কয়েকটি কথা পেশ করা হইতেছে।

প্রথমতঃ এই হাদীসটি 'সাহীহ মুসলিমে' আছে—এ কথা বলা হইয়াছে কিন্তু পৃষ্ঠার সংখ্যা ও বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করা হয় নাই। পাঠকদের অবগতির জন্য জানানো হইতেছে যে, ইহা সাহীহ মুসলিম দ্বিতীয় খণ্ডের ২৯১ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে এবং ইহা হযরত উম্মু সুলাইমের পুত্র আনাস রাঃ-র উক্তি।

দ্বিতীয়তঃ, প্রবন্ধকার বলেন, "পূর্বে দেখানো হ'য়েছে যে, উম্মু সুলাইম রাসূলুল্লাহ সঃ-এর দূরসম্পর্কীয়া খালা ছিলেন।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সম্পর্কটি কোথাও দেখানো হয় নাই। প্রথম অনুচ্ছেদে 'বলা হইয়াছে' মাত্র। যাহা হউক প্রবন্ধটির প্রথম অনুচ্ছেদে আবদুল মুত্তালিবের মাতা 'সাল্‌মা' এর যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহা অশুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও উহাকে যদি শুদ্ধ বলিয়া মানিয়া লওয়া হয় এবং ঐ বংশ পরিচয়ের সহিত যদি উম্মু সুলাইমের বংশপরিচয়টি মিলাইয়া দেখা হয় তাহা হইলে উহা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে উম্মু সুলাইম রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর দূরসম্পর্কীয়া ফুফু ছিলেন—দূরসম্পর্কীয়া খালা ছিলেন না। নিম্নে ঐ বংশ-পরিচয়ের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইল।

যায়দ

খালিদ (পুত্র)	সালমা (কন্যা)
মিলহান	আবদুল মুত্তালিব
উম্মু সুলাইম	আবদুল্লাহ
	রাসূলুল্লাহ সঃ

উল্লিখিত কুলজির ব্যাখ্যা—খালিদ ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের মাতার ভাই মামা। কাজেই মিলহান হইলেন আবদুল মুত্তালিবের মামাতো ভাই এবং আবদুল্লার (মামাতো) চাচা। আর উম্মু সুলাইম হইলেন আবদুল্লার চাচাতো বোন। কাজেই উম্মু সুলাইম হইলেন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর (মামাতে-চাচাতে) ফুফু।

তৃতীয়তঃ দাবীর সহিত হাদীসটির কোন সম্পর্ক আমরা খুঁজিয়া পাই না। দাবীতে বলা হয়, "উম্মু সুলাইম

www.ahlehadeethbd.org

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর **খালা ছিলেন বলিয়া** রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম উম্মু সুলাইমকে **সম্মানের চোখে দেখতেন।**" আর হাদীসটিতে বলা হয়, "উম্মু সুলাইমের ভাই রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর **সংগে থেকে শহীদ হয়েছিলেন** ব'লে তিনি **সমবেদনার উদ্দেশ্য নিয়ে** তাঁর কাছে যাতায়াত করতেন।" কাজেই দেখা যায়, **দাবীর সহিত দালীলের মিল নাই।** প্রকৃতপক্ষে উম্মু সুলাইম যদি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর খালা বা ফুফু বা ঐ ধরণের কোন নিকট আত্মীয়া হইতেন তাহা হইলে সাহাবীদের ঐ প্রশ্নের জওয়াবে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম সেই কথা অবশ্যই বলিতেন।

প্রবন্ধের শেষে পরিশিষ্টে ইন্‌শা আল্লাহ এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।—সম্পাদক]

আবু তালহার ঔরসে উম্মু সুলায়মের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তার নাম আ'বু উমাইর। [মুহাদ্দিসগণ বলেন যে, 'আবু উমায়র' আনাস এর ভাইয়ের কনিষ্ঠ ছিল। আনাসের ঐ ভাইয়ের নাম কি ছিল তাহা জানা যায় না।—সম্পাদক] রাসূলুল্লাহ সঃ স্নেহবশে তার সাথে হাস্যকৌতুক করতেন। এই আবু উমায়রের বুলবুল জাতীয় পালিত একটা পাখী ছিল। সে ঐ পাখীটি নিয়ে খেলা করত। অনন্তর ঐ পাখীটি মারা যায়। তারপর রাসূলুল্লাহ সঃ উম্মু সুলাইমের বাড়ীতে হাযির হলে আবু উমাইরকে বিষণ্ণ দেখতে পেয়ে বলেন,

يا ابا عمير ما فعل النغير

"হে আবু উমাইর! তোমার সই ছট্ট বুলবুলের কী হলো?

[সাহীহ বুখারী ৯০৫ ও ৯১৫ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম যখন উম্মু সুলাইমের বাড়ী যাইতেন তখন আনাসের ঐ ভাইকে এই কথা বলিতেন।—সম্পাদক]

উম্মু সুলায়ম একজন বীর, নির্ভিকচিত্তা সাহসী রমণী ছিলেন। জংগে উহুদে বহুসংখ্যক মুসলিম সৈন্য শহীদ ও হতাহত হন। ঐ সময় নবী-সহধর্মিণী হযরত আয়িশা ও তিনি পায়ের নলা পর্যন্ত কাপড় উঁচু করিয়া পিঠে পানির মশক বহন করিয়া অকুতোভয়ে আহতদিগকে পানি পান করাতে থাকেন এবং মশকের পানি শেষ হইলে আবার পানি এনে তাদেরে পান করাতে থাকেন। [বুখারী, ৪০৩, ৫৩৭—৮ ও ৫৮১ পৃষ্ঠা।—সম্পাদক] এই দুর্দিনে ও এই চরম সংকটময় মুহূর্তে তাঁর উৎসাহ ও সৎসাহস সত্যিই অতি প্রশংসনীয়।

عن انس (رض) انه قال لقد رايت عائشة بنت ابي بكر و ام سليم انهما لمشمرتان ارى قدم (خلخل) سوقهما تنقزان القرب وتفرغانها في افواه القوم ثم ترجعان فتملئانها ثم تجيئان فتفرغانها فى افواه القوم رواه البخارى •

ইমাম বুখারী হযরত আনাস রাঃ প্রমুখাৎ রিওয়ায়াত করেন, হযরত আনাস বলেন, আমি হযরত আয়িশা ও উম্মু সুলাইমকে সদা-প্রস্তুত অবস্থায় পানি ভরা মশক বহন করে আহতদের তা' পান করাতে দেখেছি। যেহেতু প্রস্তুতির জন্য তাঁরা পরণের কাপড় গুটিয়ে নিতেন, তাই আমি তাঁদের পায়ের নূপুরও দেখতে পেতাম। তারপর পানি পান করিয়ে মশক খালি হ'লে তাঁরা আবার মশক পূর্ণ করে আনতেন। [এবং লোকদের মুখে ঢেলে দিতেন—সম্পাদক]

www.ahlehadeethbd.org

[قدم হাদীসে এখানে قدم (خلخل) শব্দ নাই উহার স্থলে خدم র হয়াছে এই خدم এর অর্থ পায়ের নলার নিম্ন অংশ যেখানে পাযেব, বালা ইত্যাদি পরা হয়। আবার ইহার অর্থ পাযেবও বটে। خلخل শুদ্ধ নয়. উহা خلخال হইবে। خدم এর অর্থ হইতেছে الخلخال বা موضع الخلخال পাযেব অথবা পাযেব পরিবার স্থান।—দেখুন সহীহ বুখারী ৪০৩, ৫৩৭-৮, ও ৫৮১ পৃষ্ঠা এবং ঐ পৃষ্ঠাগুলিতে ঐ সংক্রান্ত টীকা। উহার অর্থ 'আমি তাঁহাদের তুইর জনে পায়ের নলার পাযেব বা পাযেব পরিধান করিবার অংশটি দেখিতে পাইয়াছিলাম। مشمرتان ইহার অর্থ উঁচু করিয়া ইযার পরিধান কারিনী। رافعتان ثيابها—সম্পাদক]

হুনাইনের যুদ্ধে উম্মু সুলাইম বর্শা নিয়ে গিয়েছিলেন। আবু তালহা রাসূলুল্লাহ সঃ-এর কানে এই খবর পৌঁছালে তিনি উম্মু সুলাইমকে কাছে ডেকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তাহাতে তিনি বলেন, কোন মুশরিক আমার নিকট আসলে এই বর্শা দিয়ে তার পেট চিরে ফেলবো। উম্মু সুলাইমের এই উক্তি শুনে রাসূলুল্লাহ সঃ ঈষৎ হাসলেন।

[দেখুন সাহীহ মুসলিম ২। ১১৬; ঐ হাদীসে 'খানজার' এর উল্লেখ রহিয়াছে—বর্শার উল্লেখ নাই। আর 'খানজার' এর অর্থের জন্ত ঐ হাদীসের ব্যাখ্যায় নাওাবীর উক্তি দেখুন। নাওাবী বলেন,

هي سكين كبيرة ذات حدين

অর্থাৎ খানজার হইতেছে তুধারী বড় ছোরা।—সম্পাদক।]

রাসূলুল্লাহ সঃ এর সংগে হযরত যয়নবের বিবাহ সুসম্পন্ন হওয়ার পরে ঐ বিবাহ উপলক্ষে উম্মু সুলাইম হযরত আনাসের হাতে একটা গামলাতে কিছু ফির্ণী দিয়ে পাঠান আর বলে দেন হে আনাস! তুমি তাঁহাকে বলিও, তিনি যেন কিছু মনে না করেন। এই যৎসামান্ত হাদীয়া দয়া করে কবুল করেন।—সাহীহ মুসলিম ১ম খণ্ড ২৫০ পৃঃ।

[ইহা সাহীহ মুসলিম প্রথম খণ্ডের ৫৫০ পৃষ্ঠাতে নাই। বস্তুতঃ প্রথম খণ্ডের মোট পৃষ্ঠা-সংখ্যাই হইতেছে ৪৯৫। এই হাদীসটি উক্ত গ্রন্থের ৪৬১ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে। উম্মু সুলাইম যে হাদীয়া পাঠান তাহা ছিল 'হায়স' বা খুরমা, ঘি ও পনীরযোগে প্রস্তুত খাদ্যবিশেষ। কাজেই উহাকে 'ফিরনী' না বলিয়া 'হালুয়া' বলাই অধিকতর সঙ্গত। ইহা একটি দীর্ঘ হাদীস। ইহার তিনটি অংশ আছে প্রথম অংশের তরজমা দিয়া বাকী তুই অংশ সংক্ষেপে বলা হইতেছে।

আনাস বলেন, আমার মা উম্মু সুলাইম কিছু 'হায়স' প্রস্তুত করিয়া একটি গামলাতে উহা রাখেন। তারপর বলেন, হে আনাস, ইহা লইয়া রাসূলুল্লাহ সঃ-এর নিকট যাও। তাঁহাকে বলিও, 'আমার মা আপনার নিকট ইহা পাঠাইয়াছেন; আর তিনি আপনাকে 'সালাম' জানাইয়াছেন। আরও বলিও, 'আমার মা এই কথাও বলিতে বলিয়াছেন যে, "হে আল্লার রসূল, ইহা নিশ্চয় সামান্ত-নগণ্য জিনিস।" আনাস বলেন, অনন্তর আমি উহা লইয়া রাসূল সঃ-এর নিকট যাই এবং তাঁহাকে যাহা যাহা বলিবার জন্ত মা আমাকে নির্দেশ দিয়াছিলেন সবই বলি। তখন নাবী সঃ বলিলেন উহা রাখ।

তারপর আনাস তাঁহার আনীত ঐ খাদ্যের বারকাতের বিবরণ দেন। তাহাতে বলা হয় যে, ঐ খাদ্য হইতে প্রায় একশত জন লোক পেট ভরিয়া খাওয়ার পরেও খাদ্য বাঁচিয়া যায়।

তৃতীয় অংশে বলা হয় যে, ঐ সময়ে পর্দার আয়াত নাযিল হয়। এই হাদীসটি সাহীহ বুখারীর ৭৭৫ পৃষ্ঠাতেও আছে।—সম্পাদক]

হযরত উম্মু সুলায়ম জংগে খায়বারেও যোগদান করেন। যুদ্ধ সমাপ্তির পর রাসূলুল্লাহ সঃ-এর সংগে হযরত সাফীয়ার শুভ বিয়েতে উম্মু সুলায়ম

www.ahlehadeethbd.org

নিজেই হযরত সাফীয়ার চুল বেঁধে সাজসজ্জা ইত্যাদি ঠিক করে নববধূরূপে রাসূলুল্লাহ সঃ-এর হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

[সাহীহ বুখারী ৫৩—৫৪ ; মুসলিম ১১৪৬০—সম্পাদক]

হযরত উম্মু সুলাইম প্রমুখাৎ রাসূল কারীম সঃ এর বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এই হাদীসগুলো উম্মু সুলাইমের কাছ থেকে তাঁর পুত্র আনাস, ইবনু আব্বাস, যায়দ ইবনু সাবিত, আবূ সালমা, 'আমর ইবনু আল-আস প্রমুখ সাহাবীগণ রিওয়ায়াত করেছেন। বহু লোক তাঁর কাছে মাসআলাও জিজ্ঞেস করতে আসতেন।

হযরত উম্মু সুলায়মের একটা বিশেষ গুণ এই ছিল যে, তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্পষ্টবাদী। কোন মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে তিনি কোন দিনই লজ্জা বা সংকোচ বোধ করতেন না। একবার তিনি রাসূলুল্লাহ সঃ-এর সমীপে হাযির হ'য়ে বলেন, আল্লার রাসূল, হক কথা বলতে আল্লাহ পাকই তো সংকোচ বোধ করেন না, তবে আমরা করতে যাবো কেন ? কোন নারীর স্বপ্নদোষ হ'লে তার উপর গুসল ওয়াজিব হয় কি ? উম্মুল্ মুমিনীন হযরত উম্মু সাল্মা রাঃ পাশেই ছিলেন। তিনি এই প্রশ্ন শুনে বলেন, "উম্মু সুলাইম, তুমি তো নারী জাতির অবমাননা করলে। স্ত্রীলোকের কি কখন স্বপ্নদোষ হয় ?" রাসূলুল্লাহ সঃ তখন বললেন, "হবে না কেন ? তা যদি না হতো তবে শিশু মায়ের মত হয় কি করে ?"

হযরত উম্মু সুলাইম একজন অত্যন্ত সাবেরা ধৈর্য্যশীলা মহিলা ছিলেন। অল্পে তুষ্ট থাকা তাঁর চরিত্রের একটা বিশেষ মহৎ গুণ ছিল। আবু তালহার ঔরসে তাঁর গর্ভজাত এক পুত্রের (আবু উমায়র) কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। একবার সে কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হয়। তাকে ঐ অবস্থায় রেখে আবু তালহাকে বিশেষ যরুরী কাজে বাড়ী থেকে বাইরে যেতে হলো। আবু তাল্হার অনুপস্থিতি কালে আবু উমাইর মারা যায়। অনন্তর এর কিছু পরেই আবূ তাল্হা বাড়ী ফিরে আসেন।

ঘটনাক্রমে ইহার পরেই রাত্রি বেলায় আবু তাল্হা বাড়ী ফিরে এসে অসুস্থ ছেলের কথা জিজ্ঞাসা করেন। স্বামী যাহাতে ধীর স্থিরভাবে খাওয়া দাওয়া ক'রে বিশ্রাম করতে পারেন এই উদ্দেশ্যে উম্মু সুলাইম বলেন, সে অপেক্ষাকৃত শান্তই আছে। আগেকার মত সেই করুন আর্ত-নাদ আর ছটফটানি কিছুই নেই। উহা শুনিয়া আবু তাল্হা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। উহার পরে উম্মু সুলাইম স্বামীকে পরিতৃপ্তির সাথে খাইয়ে দাইয়ে তাঁর সঙ্গে একত্র শয়ন করেন এবং সহবাসও সমাধা করেন। তারপর কথায় কথায় উম্মু সুলাইম আবু তাল্হাকে বলেন, "আচ্ছা বল তো, কেউ যদি কোন জিনিস তোমার কাছে আমানত রেখে পরে তা' ফেরৎ নিতে চায়, তা'হলে তাতে তোমার কি কোন আপত্তি থাকতে পারে ?" আবু তাল্হা জওয়াব দিলেন, "কস্মিন কালেও না ; নায্য প্রাপ্য আমানত ফেরৎ দিতে আবার আপত্তি কিসের ?"

উম্মু সুলাইম বললেন : তবে শুনো, আবু উমাইরের জন্য সবর কর। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঐ আমানত আজ ফিরিয়ে নিয়েছেন।

একথা শুনে আবু তাল্হা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হ'লেন। তাই ঝাঁঝালো স্বরে বল্লেন : এ কথাটা আগে বলতে কি হয়েছিল ? উম্মু সুলাইম

প্রশান্ত কণ্ঠে বল্লেন : তা হ'লে কি আর তোমাকে পেট ভরে দুটো খাওয়ানো এবং আরাম করানো সম্ভবপর হ'তো ? এই ঘটনা থেকে স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে 'রিযা বিল কাযা' বা ভাগ্যলিপির প্রতি প্রসন্ন থাকাই ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

যাই হোক, অতি প্রত্যুষেই গাত্রোত্থান ক'রে ওযু গোসল সমাপনান্তর দ্রুতগতিতে আবু তালহা রাসূলুল্লাহ সঃ এর নিকট গিয়ে ঘটনাটি আদ্যোপান্ত বর্ণনা করলেন। রাসূলুল্লাহ সঃ বল্লেন : তোমরা আজ মিলিত হয়েছিলে ! এই বলিয়া রাসূলুল্লাহ সঃ তাঁহাদের জন্য দু'আ করেন। ঐ রাত্রের সহবাসের ফলে উম্মু সুলাইম গর্ভবতী হন এবং যথাসময়ে একটি পুত্র-সন্তান প্রসব করেন। আনাস রাঃ তাঁর ঐ সদ্য প্রসূত শিশু-ভ্রাতাকে কোলে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সঃ এর সমীপে হাযির হলেন। বুদ্ধিমতী উম্মু সুলাইম আনাসের হাতে কয়েকটি খুরমা দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সঃ ঐ খেজুর চিবিয়ে তা শিশুর মুখের তালুতে লাগিয়ে দিলেন। শিশু মহানন্দে মুখ নেড়ে নেড়ে তা চুশতে লাগলো। রসূলুল্লাহ সঃ আবু তালহার এই পুত্রটির নাম রাখেন আবদুল্লাহ।

[এই হাদীসে দুইটি ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। একটি হইতেছে উম্মু সুলাইমের এক পুত্রের মৃত্যুর পরবর্তী রাত্রির ঘটনা এবং অপরটি হইতেছে উহার ৯ | ১০ মাস পরে এক পুত্রের জন্ম সংক্রান্ত ঘটনা। এই উভয় ঘটনার বিবরণই সাহীহ বুখারীর ৮২২ পৃষ্ঠায় এবং সাহীহ মুসলিমের ২ | ২০৮—৯ ও ২ | ২৯২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া প্রথম ঘটনাটি সাহীহ বুখারীর ১৭১ পৃষ্ঠাতে এবং আবদুল্লাহকে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর নিকট অনাসের লইয়া যাওয়ার কথা সাহীহ বুখারীর ২০৪, ৮৩১ ও ৮৬৬ পৃষ্ঠাতেও রহিয়াছে। —সম্পাদক]

এই আবদুল্লাহ সাতটি পুত্ররত্ন লাভ করেন। তাঁরা প্রত্যেকেই হয়েছিলেন হাফিযে কুরআন।

[সাহীহ বুখারীর ১৭৪ পৃষ্ঠাতে বলা হইয়াছে যে, ঐ পুত্রের নয়টি সন্তান হইয়াছিল এবং ঐ নয়টি সন্তানই কুরআন বিশারদ হইয়াছিল। আর উহার হাশীয়াতে বলা হইয়াছে যে, বাইহাকী হাদীসগ্রন্থে সাতজন পুত্রের উল্লেখ রহিয়াছে। উভয় হাদীসের সমন্বয় এই ভাবে করা হয় যে, ঐ আবদুল্লাহের সাত পুত্র ও দুই কন্যা ছিল এবং পুত্র ও কন্যা সকলেই কুরআন-বিশারদ হইয়াছিল।—সম্পাদক]

একবার আবু তালহা বাড়ীতে এসে উম্মু সুলাইমকে বল্লেন যে, রসূলুল্লাহ সঃ কে আজ ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর দেখে মনে হ'ল, কিছু খাবার থাকলে দাও। উম্মু সুলাইম জানালেন যে, মাত্র কয়েকটা রুটি আর যৎকিঞ্চিৎ তরকারী রয়েছে। একথা শুনে হযরত আবু তালহা রাসূলুল্লাহ সঃ কে আনাসকে ডাকার জন্য পাঠিয়ে দিলেন।

আনাস গিয়ে দেখে রাসূলুল্লাহ সঃ মাসজিদে বসে আছেন ; আর তাঁর চারপাশে বেশ কয়েকজন সাহাবীও উপস্থিত আছেন। হযরত আনাসকে এদিকে আসতে দেখে তিনি দূর থেকেই বলে উঠলেন : আবু তালহ বুঝি তোমায় পাঠিয়েছে ? আনাস ঘাড় নেড়ে স্বীকৃতি জানালেন। তিনি বললেন : খাবার জন্য নিশ্চয়ই। হযরত আনাস বললেন : জী হাঁ। রাসূলুল্লাহ সঃ তখন সাহাবীদের বললেন : তোমরা কে কোথায় আছো চলো ; আবু তালহার দাওয়াৎ খেয়ে ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করে আসি।

এই বলে, তিনি বেশুমার সাহাবা-ই-কিরাম পরিবেষ্টিত হ'য়ে চললেন আবু তালহার গৃহপানে। হযরত আবু তালহা দূর থেকেই রাসূলুল্লাহ সঃ এর সমভিব্যাহারে এই মুক্তি ফৌজ দেখে মাথায়

www.ahlehadeethbd.org

হাত দিলেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে তিনি প্রমাদ গণলেন এবং আপন সহধর্মিণী উম্মু সুলাইমকে গিয়ে বললেন যে, এখন কি উপায়? খাবারের পরিমাণ অতি অল্প আর মেহমান সংখ্যায় শত সহস্র! উম্মু সুলাইম ধীর স্থির চিত্তে প্রশান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন: আমাদের এ নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনই প্রয়োজন নেই। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই এ সম্পর্কে আমাদের চাইতে ভালো জানেন। এই বলেই তিনি সেই খাবারটুকু রাসূলুল্লাহ সঃ এর সামনে নিয়ে এলেন। আল্লাহ পাকের অপার কৃপায় এতেই এত বারকাত ও কল্যাণ শামিল হল যে সমস্ত লোক পরিতৃপ্ত হয়ে ভক্ষণ করলেন।—সাহীহ বুখারী ৮১০ পৃষ্ঠা।

[এই ঘটনাটি সাহীহ বুখারীর ৮১০ পৃষ্ঠায় যেভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহা এইরূপ :—

আনাস বলেন, একদা আবূ তালহা উম্মু সুলাইমকে বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর গলার স্বর দুর্বল পাইলাম। তাহাতে আমি বুঝিলাম যে, তিনি ক্ষুধার্ত রহিয়াছেন। আচ্ছা তোমার কাছে কি কিছু (খাবার) আছে? উম্মু সুলাইম বলিলেন, "হাঁ।" এবং এই বলিয়া তিনি যবের কয়েকটি রুটি বাহির করিলেন। তারপর তিনি তাঁর ওড়নার একধারে ঐ রুটিগুলি পেঁচাইয়া আমার কাপড়ের নীচে লুকাইয়া দিলেন এবং ওড়নার অপর ধার দিয়া আমাকে ঢাকিয়া ফেলিলেন। তারপর আমাকে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর নিকট পাঠাইলেন।

অতঃপর আমি উহা (ঐ রুটি) লইয়া গেলাম এবং রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে মাসজিদে পাইলাম। ঐ সময় তাঁহার সঙ্গে কিছু সংখ্যক লোক ছিল। আমি তাঁহাদের নিকটে গিয়া দাঁড়াইলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম আমাকে বলিলেন, "আবূ তালহা তোমাকে পাঠাইয়াছে?" আমি বলিলাম, "জী, হাঁ।" তিনি বলিলেন, "খাদ্য সংগে দিয়া?" আমি বলিলাম, "জী, হাঁ।" ঐ সময় **তাঁহার সঙ্গে যাহারা ছিলেন তাঁহাদিগকে** তিনি তখন বলিলেন, "তোমরা উঠো, (চলো)।"

অনন্তর নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম (আমাদের বাড়ীর পানে) রওয়ানা হইলেন। আমি আগে আগে (দ্রুত) চলিয়া আবূ তালহার নিকট গিয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের ও লোকদের আগমনের কথা তাঁহাকে জানাইলাম। তখন আবূ তালহা বলিলেন, "হে উম্মু সুলাইম, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম লোকদেরে সঙ্গে লইয়া আসিতেছেন, অথচ তাঁহাদিগকে খাওয়াইবার মত খাদ্য আমাদের নাই। উম্মু সুলাইম বলিলেন, "আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল ভাল জানেন।"

অতঃপর আবূ তালহা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আগাইয়া গেলেন এবং তিনি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে লইয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম বলিলেন, "হে উম্মু সুলাইম, তোমার কাছে যাহা আছে তাহা আনো।" উম্মু সুলাইম ঐ রুটিগুলি আনিলেন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর আদেশে ঐ রুটিগুলি টুকরা টুকরা করিয়া ছেঁড়া হইল এবং উম্মু সুলাইম পাত্রের তলায় যে যৎসামান্য ঘি ছিল তাহা উহাতে মাখাইয়া লইলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম উহার উপর এমন কিছু পড়িলেন যাহা আল্লাহ পড়াইয়াছিলেন। তারপর তিনি বলিলেন, দশ জনকে আসিতে বল। তদনুযায়ী দশজন আসিলেন এবং পেট ভরিয়া খাইলেন। তাঁহারা চলিয়া গেলে আবার দশ জনকে ডাকিতে বলিলেন। তাঁহারাও পেট ভরিয়া আহার করিয়া বাহিরে গেলেন। এই ভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর সঙ্গে যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই পেট ভরিয়া খাইলেন। **তাঁহারা ছিলেন সংখ্যায় ৮০ জন।** সাহীহ বুখারী ৫০৫ ও ৯৮৯ পৃষ্ঠাতেও এই ঘটনাটি বর্ণিত হইয়াছে। ঐ দুই স্থানে বলা হইয়াছে যে, তাঁহাদের সংখ্যা ছিল সত্তর অথবা আশি জন।— সম্পাদক]

www.ahlehadeethbd.org

হযরত উম্মু সুলাইম ছিলেন একজন উচ্চ কদরের সাহাবীয়া। হযরত রাসূল কারীম সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম বলেন, আমি মি'রাজ রজনীতে জান্নাতে পদার্পণ করলে সামনে থেকে একটা পদশব্দ আমার কাণে ভেসে আসে। আমি জিজ্ঞেস করলাম: কে এই ভাগ্যবান ব্যক্তি? জওয়াব আসলো: ইনি আনাসের মাতা গুমাইসা বিনতু মিলহান (অর্থাৎ উম্মু সুলাইম)—সাহীহ মুসলিম ২।৩৪২ পৃষ্ঠা।

[পাক-ভারতে মুদ্রিত সাহীহ মুসলিমের ২।২৯২ পৃষ্ঠায় এই হাদীসটি রহিয়াছে। হাদীসটিতে বলা হইয়াছে, "এ কে?"। 'ভাগ্যবান ব্যক্তি' বলিয়া কোন কথা সেখানে নাই।—সম্পাদক]

একবার রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম উম্মু সুলাইমকে জিজ্ঞেস করলেন: এ বছর তুমি হজ্জ করতে যাও নাই কেন? উম্মু সুলাইম উত্তর দিলেন: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো জানেন আমাদের মাত্র দু'টো উট। একটিতে চ'ড়ে আবু তালহা হজ্জ করতে গেলেন আর অপরটি পানি সেচনের কাজে লাগানো ছিল। কাজেই আমি যাই কি করে? হযরত রাসূলুল্লাহ সঃ তখন বললেন: হে উম্মু সুলাইম। আগামী রমযান মাসে উমরাহ করে নিও। কারণ মাহে রমযানে উমরাহ করার নেকী হজ্জের নেকীর সমান। অপর এক রিওয়াইতে আছে, "উহাতে আমার সংগে থেকে হজ্জ উদযাপন করার সমান নেকী পাবে।"—আল্ ইসাবাহ ৮।২৪৩ মুসনাদ আহমাদের বরাতে।

[হাদীসটি সাহীহ বুখারীর ২৫০—২৫১ পৃষ্ঠায় এবং সাহীহ মুসলিম ১।৪০৯ পৃষ্ঠায় ইব্নু আব্বাসের যবানী বর্ণিত হইয়াছে। উভয় স্থানেই বলা হয় যে, এই কথোপকথন হয় উম্মু সিনান (উম্মু সুলাইম নয়) ও রাসূলুল্লাহ সঃ এর মধ্যে।—সম্পাদক]

একবার রাসূলুল্লাহ সঃ উম্মু সুলাইমের মশকে মুখ লাগিয়ে পানি পান করলেন। তিনি সেই মশকের মুখটি কেটে সযত্নে তা' নিজের কাছে রেখে দিলেন —আল ইসাবাহ ৮।২৪৩, আহমাদ ইবনু হামবালের বরাতে।

[এই হাদীসটি জামি' তিরমিযী গ্রন্থে (তুহ্ফা ৩।১৪৪ পৃষ্ঠায়) এবং শামায়িল কিতাবেও বর্ণিত হইয়াছে।—সম্পাদক]

আর একটি ঘটনা বর্ণনা ক'রে প্রবন্ধ শেষ করছি।

ইমাম বুখারী হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে রিওয়ায়াত করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ সঃ-এর খিদমাতে এক মেহমান আসলে তিনি উম্মুল্ মুমিনীনদের কাছে খবর পাঠালেন মেহমানদারীর জন্য। কিন্তু সকলের নিকট থেকেই খবর আসলো যে খাবার বলতে পানি ছাড়া আর কিছুই নাই। তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম মজলিসে উপস্থিত সাহাবীদের ঐ লোকটিকে মেহমানরূপে গ্রহণ করবার জন্য বললেন। সকলেরই অবস্থা শোচনীয়। ঐ মেহমানকে কেহই গ্রহণ করতে উদ্যত হ'তে না দেখে উম্মু সুলাইমের স্বামী আবু তালহা বললেন: আল্লার রাসূল! আমিই তার মেহমানদারী করবো। এই ব'লে তিনি সেই লোকটিকে সংগে নিয়ে বাড়ী গেলেন। মেহমান দেখে উম্মু সুলাইম বললেন: বাড়ীতে শুধু ছেলেদের খাবার মত সামান্য খাদ্য আছে। আবু তালহা বললেন: শিশুদের কোন প্রকারে ঘুম দিয়ে দাও। আর যা কিছু আছে তাই রান্না করে মেহমানকে দাও। কিন্তু হাঁ, দীপশিখাটি অবশ্যই নিভিয়ে দেবে। তা নইলে মেহমান হয়তো খেতে চাইবেন না একথা জানতে পেরে যে, আমরা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অভুক্ত রয়েছি। উম্মু সুলাইম স্বামীর কথা মত কাজ করলেন। শিশুদের ঘুমিয়ে দিয়ে তিনি খাবার তৈরী করলেন। এদিকে মেহমান যেই খেতে বসলেন, অমনি উম্মু সুলাইম কোন ছলে যে দীপটি নিভিয়ে দিলেন তার একটুও টের পাওয়া গেল না। যাই হোক, মেহমান এদিকে খেতে শুরু করলেন। গভীর অন্ধকারে কিছু দেখতে না পেয়ে আগন্তুক ভাবলেন যে, তাঁরাও বুঝি খাচ্ছেন। এভাবে বুভুক্ষ অবস্থায় রাত্রি যাপন করে প্রত্যুষে আবু তালহা রাসূলুল্লাহ সঃ-এর খিদমাতে উপস্থিত হলেন। রাসূলুল্লাহ সঃ বললেন : হে আবু তালহা! তোমাদের গতরাত্রের কাণ্ডকীর্তি দেখে স্বয়ং আল্লাহ পাক হেসেছেন এবং সূরাতুল হাশরের এই আয়াতটি নাযিল করেছেন :

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

"তারা নিজেদের উপর অপরকে প্রাধান্য দেয়, অথচ নিজে বুভুক্ষ থাকে আর যারা স্বীয় আত্মার কার্পণ্য থেকে রক্ষা পায় প্রকৃতপক্ষে তারাই জয়যুক্ত।

[প্রবন্ধকার এখানে কোন গ্রন্থের হাওালা দেন নাই। এই ঘটনাটি সাহীহ বুখারী ৫৩৫—৩৬ ও ৭২৫—২৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে। উম্মু সুলাইম কিভাবে প্রদীপ নিভাইয়াছিলেন তাহা সাহীহ বুখারীর ৫৩৬ পৃষ্ঠায় স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে। তাহা এই যে, তিনি প্রদীপটির আলো ঠিক করিবার ভান করিয়া উহা নিভাইয়া ফেলেন। প্রবন্ধে 'থালার শব্দ' উল্লেখ করা হইয়াছে। এইরূপ কোন বিবরণ কোথাও পাওয়া যায় না। বরং সেকালে আরবে থালার প্রচলনই ছিল কিনা সন্দেহ। নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম ও সাহাবীগণ চামড়ার দস্তরখানের উপর খাবার রাখিয়া আহার করিতেন বলিয়াই হাদীসে উল্লেখ পাওয়া যায়।—সম্পাদক]

প্রবন্ধ সমাপ্ত

[উম্মু সুলাইমের সহিত রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলায়হি অসাল্লাম এর সম্পর্ক সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হইতেছে

উম্মু সুলাইমের এক ভগিনী ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল উম্মু হারাম। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম যেমন উম্মু সুলাইমের বাড়ী যাতায়াত করিতেন সেইরূপ উম্মু হারামের বাড়ীতেও যাতায়াত করিতেন। উম্মু হারাম বাস করিতেন মদীনার উপকণ্ঠে কুবা' নামক স্থানে। নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম যখন কুবা যাইতেন, তখন উম্মু হারামের বাড়ীতেও যাইতেন আর উম্মু হারাম তাঁহাকে খাওয়াইতেন (সাহীহ বুখারী ৯২৯ পৃষ্ঠা)।

সাহীহ বুখারীর ৩৯১ ও ১০৩৬ পৃষ্ঠায়, সাহীহ মুসলিম দ্বিতীয় খণ্ড ৪১ পৃষ্ঠায় এবং জামি' তিরমিযীর সমুদ্র অভিযান পরিচ্ছেদে তুহ্‌ফা ৩৯।—১০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত একটি হাদীসে আনাস রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন : রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম 'উবাদাহ ইবনুস সামিত এর স্ত্রী উম্মু হারাম বিন্‌তু মিল্‌হানের বাড়ী গেলে যাতায়াত করিতেন। একদা তিনি উম্মু হারামের বাড়ী উম্মু হারাম তাঁহাকে খাদ্য পরিবেশন করেন। তারপর উম্মু হারামের অনুরোধক্রমে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম উম্মু হারামের বাড়ীতে বিশ্রাম করিতে থাকেন এবং উম্মু হারাম তাঁহার মাথার চুলের মধ্য হইতে উকুন বাছিয়া উহা মারিতে থাকেন। ফলে, রাসূলুল্লাহ সঃ ঘুমাইয়া পড়েন। তারপর ঘুম হইতে জাগ্রত হইয়া তিনি হাসিতে থাকেন। উম্মু হারাম বলেন, "আমি বলিলাম, আল্লার রাসূল.....।

সাহীহ বুখারীর উল্লিখিত তিন স্থান ছাড়া আরো কয়েক স্থানেই উম্মু হারামের বাড়ীতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর ঘুমাইবার উল্লেখ রহিয়াছে। স্থানগুলি এই, ৩৯২, ৪০৩, ৪০৫ ও ৯২৯। সাহীহ মুসলিম ২। ১৪২ পৃষ্ঠাতেও ঐ মর্মে কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

উম্মু হারামের সহিত রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর উল্লিখিত আচরণ তাঁহারই একটি নির্দেশের বিপরীত দাঁড়ায়। নির্দেশটি এই, "কোন পুরুষ লোক তাহার পক্ষে বিবাহ-নিষিদ্ধা স্ত্রীলোক ছাড়া অপর কোন স্ত্রীলোকের সহিত কিছুতেই নির্জনে সাক্ষাৎ করিবে না।"—সাহীহ্ বুখারী ৭৮৭ পৃঃ।

পর-স্ত্রী উম্মু হারামের বাড়ীতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর শুইয়া ঘুমানো এবং তাঁহার মাথায় পরস্ত্রী উম্মু হারাম এর স্পর্শ—এই কাজ দুইটির সহিত তাঁহার উল্লিখিত নিষেধের সমন্বয় সাধন করিতে গিয়া এক দল আলিম বলেন যে, রাসূলুল্লাহ আলায়হি অসাল্লাম এর ঐ নিষেধাজ্ঞাটি তাঁহার প্রতি প্রযোজ্য নহে। তাঁহার পক্ষে উহার ব্যতিক্রম করা তাঁহার অন্যতম বিশেষত্ব বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। এই বিশেষত্বের প্রমাণ হিসাবে তাঁহারা বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর প্রবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে তাঁহার আয়ত্বে ও বশে ছিল বলিয়া তাঁহার পক্ষে যে কোন স্ত্রীলোকের সহিত নির্জনে সাক্ষাৎ করা বৈধ ছিল। তাই তাঁহারা বলেন,

هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم

অর্থাৎ ইহা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর বিশেষত্বগুলির অন্যতম।

অধিকন্তু তাঁহার 'ইস্‌মাত বা নিষ্পাপ হওয়া সর্ববাদীসম্মত। কাজেই তাঁহার পক্ষে ঐ প্রকার আচরণে কোন দোষ আসিতে পারে না।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলায়হি অসাল্লাম এর উল্লিখিত উক্তি ও কাজের সমন্বয় সাধন করিতে গিয়া দ্বিতীয় এক দল আলিম বলেন যে, উম্মু হারাম রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর পক্ষে বিবাহ-নিষিদ্ধা মহিলাদের অন্যতম ছিলেন বলিয়া তাঁহার উক্ত আচরণের বিরুদ্ধে কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না। তারপর এই দলের মধ্যে কয়েকটি উপদল পাওয়া যায়। কেহ বলেন, (১) উম্মু হারাম স্তন্যপান সূত্রে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর খালা ছিলেন। কেহ বলেন (২) উম্মু হারাম রক্ত সম্পর্ক সূত্রে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের পিতার খালা ছিলেন। আবার কেহ বলেন (৩) রক্ত সম্পর্ক সূত্রে তাঁহার দাদার খালা ছিলেন। কেননা, তাঁহার দাদার মা ছিলেন বানুন্ নাজ্জার বংশীয়া এবং উম্মু হারামও ছিলেন বানুন্ নাজ্জার বংশীয়া।

এখন দ্বিতীয় দলের উক্তিগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক।

(১) স্তন্য-পান সূত্রটির কোন ভিত্তি পাওয়া যায় না। কেননা, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে বানুন্-নাজ্জার গোত্রের কোন মহিলাই স্তন্যদান করে নাই।

(২) রক্ত সম্পর্ক সূত্রে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের মা-দাদী-নানী কূলে বানুন্-নাজ্জার বংশে একমাত্র তাঁহার দাদা আবদুল মুত্তালিবের মা পাওয়া যায়। এখন আবদুল মুত্তালিবের মার পূর্বপুরুষ এবং উম্মু হারামের পূর্বপুরুষ তুলনা করিয়া দেখা যাউক। আবদুল মুত্তালিবের মার নাম ছিল 'সাল্‌মা'। সাল্‌মার বংশ পরিচয় ও উম্মু হারামের বংশ পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল।

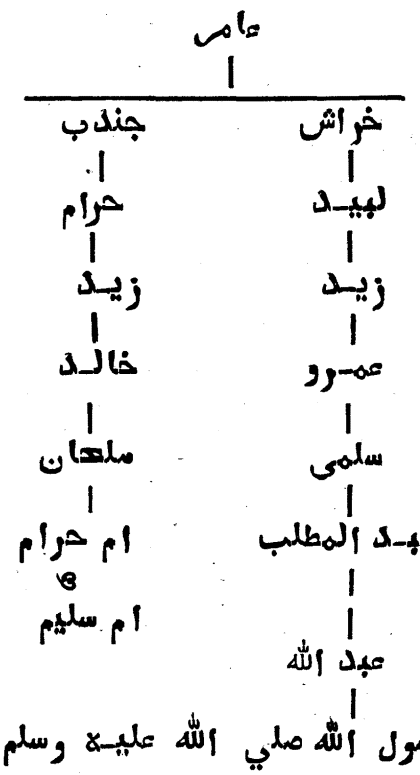

www.ahlehadeethbd.org

বংশ পরিচয় দুইটি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, উম্মু হারাম ও উম্মু সুলাইম পড়েন আবদুল মুত্তালিবের সমপর্যায়ে; অর্থাৎ দূরসম্পর্কীয়া দাদীর স্থলে।

অধিকন্তু এই বংশ পরিচয়ে দেখা যায় যে, উম্মু হারাম ও উম্মু সুলাইম কেহই রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের বিবাহ-নিষিদ্ধা কোন আত্মীয়া প্রমাণিত হয় না। প্রশ্ন উঠে, তবে তাঁহারা খালা বলিয়া পরিচিত হন কোন্ সূত্রে? এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা নিম্নে দেওয়া হইতেছে।

কোন কোন হাদীসে বানুন্-নাজ্জার গোত্রের লোককে নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর 'মামা' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহার অর্থ করা হয়, 'তাঁহার দাদার মামা'। সেই ভাবেই সম্ভবতঃ উম্মু হারাম ও উম্মু সুলাইমকে 'খালা' বলা হইয়াছিল। পরে উহার ভাষাগত অর্থ ধরিয়া লইয়া এই বিভ্রান্তির উদ্ভব হয়।

দ্বিতীয়তঃ, কোন গোত্রের যে কোন পুরুষ লোককে ঐ গোত্রের أخ (ভাই) এবং যে কোন স্ত্রীলোককে ঐ গোত্রের أخت (ভগিনী) বলার রীতি আরবে বহুলভাবে প্রচলিত আছে। সেইরূপ বয়োবৃদ্ধ লোককে عم (চাচা) ও বয়োকনিষ্ঠকে ابن أخ (ভাতিজা) বলার রীতিও বেশ প্রচলিত। সাহীহ বুখারীর তৃতীয় হাদীসে হযরত খাদীজার চাচাতো ভাই বর্ষিষ্ঠ অরকাহ্, নিজ চাচাতো বোনের স্বামী রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে 'ভাই' না বলিয়া 'ভাতিজা' বলিয়া সম্বোধন করার কারণ ছিল ঐ 'বয়সের তারতম্য'।

কাজেই উম্মু সুলাইম ও উম্মু হারাম প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর না নিকট-সম্পর্কীয়া খালা ছিলেন আর না দূর-সম্পর্কীয়া খালা ছিলেন।

তৃতীয় আলিম দল বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম যখন উম্মু হারাম বা উম্মু সুলাইমের বাড়ী যাইতেন তখন তিনি সম্ভবতঃ নির্জনে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না; বরং তাঁহাদের স্বামী অথবা ছেলে অথবা কোন চাকর সেখানে উপস্থিত থাকিত। এই ব্যাখ্যায় নির্জনে মুলাকাত সম্পর্কিত প্রশ্নের জওাব হয় বটে, কিন্তু মাথা স্পর্শের জওাব হয় না।

কাজেই শেষ মীমাংসা এই যে, উম্মু সুলাইম রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর বিবাহ নিষিদ্ধা 'খালা' ছিলেন না এবং ঐ সূত্রে তাঁহার নিকট অবাধ যাতায়াতের বৈধতা প্রমাণিত হয় না। বরং উহা ছিল রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর অন্যতম বিশেষ অধিকার। ইমাম ইবনু হাজার 'আস্কালানী এই ভাবেই মীমাংসা করিয়াছেন। (তুহ্ফা ৩।১০-১১ পৃষ্ঠা অবলম্বনে)—সম্পাদক।]

www.ahlehadeethbd.org

॥ মুহম্মদ আবদুর রকীব ॥

কুরবানী

শিক্ষা জগতের এক সম্ভাবনাময় অধ্যায় হ'লো পরীক্ষা। সেখানে পরীক্ষার্থীরা পাশ-ফেলের চিন্তায় হ'য়ে যায় মুহ্যমান। কিন্তু মস্তিষ্কসম্পন্ন ও অধ্যয়নশীল শিক্ষার্থীরা যখন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তখন তাদের হৃদয়তন্ত্রী বেজে উঠে সাফল্য-ঝংকারে, ধমণীর শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হয় আনন্দ-জোয়ার।

তেমনি বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লার শিক্ষা জগতের শিক্ষার্থী 'আশরাফুল মাখলুকাত' মানুষ-গণকেও বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষার সম্মুখীন হ'তে হয়, সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হ'লে তাদের পরিণাম হয় খুবই ভয়াবহ। আর আল্লার এই শিক্ষার মূল সুর হ'লো 'তওহীদ' বা একত্ববাদ। কিন্তু তওহীদী শিক্ষা লাভ করতে হ'লে ত্যাগ ও তিতিক্ষার প্রয়োজন। তাই কবি গেয়েছেন—

{ "কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে,
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহিতে?" }

সত্যিই শত বাধা-বিপত্তি এড়িয়ে কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে না পারলে জীবনভর শুধু ব্যর্থতার গ্লানিই সহ্য করতে হয়। এমনি একটি কঠিন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যা' তাঁর নবুয়ত জীবনের শেষ পরীক্ষা। স্বপ্নযোগে আদিষ্ট পরীক্ষাটি ছিল স্নেহের ধন কলিজার টুকরো তদীয় নন্দন ইসমাঈলকে আল্লার রাহে কুরবানী করা। ইহা শুনে পিতার সুযোগ্য পুত্র ঈসমাইলও দ্বিধা-সংকোচহীন চিত্তে স্বীকারোক্তি জ্ঞাপন করেছিল। আর উভয়েরই ত্যাগ ও তিতিক্ষার বিনিময়ে এ মরজগতে সৃজিত হ'লো এক নতুন ইতিহাস।

সেদিন ছিল যুলহিজ্জার দশম দিবসের মধ্যাহ্ন। ইব্রাহীম (আঃ) যখন তদীয় পুত্র ইসমাঈলকে মিনা প্রান্তরের এক কোণে ভূপাতিত করে তার স্কন্ধে শাণিত ছুরিকা চালনা করেছিলেন, তখন তাঁর ঈমানের উপর আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হয়ে মানব রক্তের বদলে কবুল করে নিলেন পশুর রক্ত এবং ইব্রাহীম (আঃ) এর কুরবানীর সুন্নতকে তাঁর মানস সন্তানদের জন্য করে রাখলেন অবশ্য প্রতিপালনীয়।

সেই যুলহিজ্জার দশম দিবস আমাদের দ্বার-প্রান্তে উপস্থিত। যেদিন ঈসমাইলের বংশধর, দ্বীনে ইসলামের আখেরী নবী হযরত মুহম্মদ মুস্তফা (দঃ) ইব্রাহীম (আঃ) এর কুরবানীর সুন্নতকে ঐ মিনাপ্রান্তরে প্রতিপালন করতেন, যে প্রান্তরে বর্তমানেও হাজীরা লক্ষ লক্ষ পশু উৎসর্গ করে থাকেন। এই দিবসে মুসলিমদের কর্তব্য—অনাবিল পূত পবিত্র হৃদয় দিয়ে আল্লার নৈকট্য লাভের প্রেরণায় পশু কুরবানী করা। কারণ কুরবানীর দিবসে রক্ত প্রবাহিত করার চেয়ে উত্তম অন্য কোন সৎকর্ম আর নেই। এ সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে, "মানবসন্তানের কোন সৎকর্মই আল্লার কাছে কুরবানীর দিন রক্ত প্রবাহিত করার চাইতে অধিকতর

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পসন্দনীয় নয়। কিয়ামতের দিন কুরবানীর পশুর শিং, লোম আর পালান পর্যন্ত হাজির করা হবে। কুরবানীর রক্ত মাটি স্পর্শ করার পূর্বেই আল্লার কাছে তার সওয়াব কবুল হয়ে যায়।"

কিন্তু হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যে ঈমান ও ত্যাগের মহিমায় স্বীয় পুত্রের স্কন্ধে ছুরিকা চালিয়েছিলেন; পশুর গলায় ছুরি চালনার সময় যদি মুসলিমদের অন্তর সেই ঈমান ও ত্যাগে এবং আল্লার প্রতি আত্মসমর্পণের আকাঙ্খায় অনুরণিত না হয়, তবে সে কুরবানী শুধু 'গোশ্‌তখুন্নীর' পর্বেই পর্যবসিত হবে। এ সম্পর্কে কোরআন বলে, "গোশ্‌ত আর রক্ত আল্লার কাছে পৌছে না; পশু কুরবানীর ভিতর আল্লার কাছে আত্মসমর্পণের জন্য রক্তক্ষয়ের যে প্রেরণা আছে, আল্লাহ সেটুকুই কেবল গ্রাহ্য করে থাকেন।"

তাই মুসলিমদের একান্ত কর্তব্য সামর্থানুযায়ী এই ঈদুল আযহাতে ঈমান ও ত্যাগে উদ্বেলিত হয়ে আল্লার নৈকট্যলাভের অভিপ্রায়ে পশু কুরবানী করা। কেননা "ক্ষমতা সত্বেও যারা কুরবানী করে না রসূলুল্লাহ (দঃ) তা'দিগকে তাঁর ঈদগাহের নিকটবর্তী হ'তে নিষেধ করেছেন" (হাদীস)।

অতএব হে মুসলিমবৃন্দ, এই ঈদুল আযহা শুধু মুসলমানী পর্ব নয়; বরং আল্লার রাহে আত্মত্যাগের শপথ নেবার দিন। এইদিনে আপনারা সামর্থানুযায়ী রসূলুল্লাহ (দঃ) এর নির্দেশিত পথে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) র সুন্নতকে যথাযথভাবে পালন করুন। কেননা ঈদুল আযহা মুসলমানদের শিক্ষা দেয় কিরূপে আল্লার তওহীদ রক্ষা করার সংগ্রামে জীবন উৎসর্গ করতে হয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারের তওফীক দান করুন। আমীন!

www.ahlehadeethbd.org

॥ মরহুম মওলানা বাবর আলী ॥

ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম—হজ

[মাসিক 'আহলে-হাদীস' হইতে উধৃত]

(ভাষা কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত)

"হজ্ব ও উহার ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করার জন্য রহিয়াছে সুবিদিত মাস সমূহ। অতঃপর যে ব্যক্তি এই মাসগুলিতে হজ্বব্রত অবলম্বন করিবে (তাহার জানা উচিত যে,) হজ্বের সময়ে কোন মন্দ আলাপ, পাপের কার্য ও ঝগড়া বিবাদ করিতে নাই। (এতদ্ব্যতীত) তোমরা যে কোন (দানআদি) সৎকর্ম করিবে, আল্লাহ সে সমস্তই জানিয়া লইবেন (তিনি তোমাদিগকে সে কার্যের পুরস্কার দিবেন) এবং তোমরা পথ-সম্বল সঙ্গে) লও, অতঃপর তাক্ওয়াই (ধর্মভীরুতা) উত্তম পথ-সম্বল; হে বুদ্ধিমান ব্যক্তি সকল, তোমরা আমাকে ভয় করিয়া চল।

তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কৃপা অন্বেষণ (অর্থাৎ ব্যবসা বাণিজ্যের দ্বারা জীবিকা অর্জন) করিলে তোমাদের পক্ষে কোন পাপ নাই; পরে যখন তোমরা আরাফা প্রান্তর হইতে ফিরিয়া আইস, তখন মাশ্'আরুল্ হারামের নিকট আল্লাহকে স্মরণ করিবে এবং যেরূপ তিনি তোমাদিগকে সুপথ দেখাইয়াছেন তোমরা সেইরূপ তাঁহার স্মরণ কর এবং যদিও তোমরা ইতিপূর্বে পথহারাদের মধ্যে ছিলে। পুনঃ (আরাফা প্রান্তরের) যে স্থান হইতে লোকে ফিরিয়া আইসে তোমরাও সেই স্থান হইতে ফিরিয়া আইস এবং আল্লাহ তা'লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়। আর যখন তোমরা তোমাদের হজ্বের অনুষ্ঠানগুলি সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিবে তখন তোমারা তোমাদের আপনাপন বাপ দাদাদের স্মরণ করার ন্যায় বা তদপেক্ষা অধিকতর ভাবে আল্লাহকে স্মরণ করিবে। বস্তুতঃ মানব সমাজে এরূপ ব্যক্তিও আছে যে, সে বলে —হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদিগকে (যাহা দিবার) পৃথিবীতেই প্রদান করুন, বস্তুতঃ তাহাদের জন্য পরকালে কোন অংশ (প্রাপ্য) নাই। পক্ষান্তরে তাহাদে মধ্যে এমন ব্যক্তিও আছে যে, সে বলে,—আমাদিগকে পৃথিবীতে মঙ্গল এবং পরকালে মঙ্গল প্রদান করুন এবং অগুনের শাস্তি হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। এই যে লোক সকল, ইহারা যাহা উপার্জন করিয়াছে তাহা হইতে ইহাদের জন্য অংশ (প্রাপ্য) আছে এবং আল্লাহ অতি ত্বরিত নিকাশ গ্রহণকারী।"

সূরা বাকারা, ১৯৭—২০২ আয়াত।

"হজ্বের সময় মন্দ আলাপ করিতে নাই"—ইহার তাৎপর্য এই যে, স্ত্রী-সঙ্গম, চুম্বন, আলিঙ্গন, কামভাবে দর্শন, স্পর্শন, ক্রীড়া কৌতুককরণ ইত্যাদি কামোদ্দীপক কোন কার্য করিবে না, সে প্রকার কোন কথা কহিবে না, কোন গল্প করিবে না, গালি গালাজ ঠাট্টা তামাসা ও অনর্থক গল্প গুজব করিবে না এবং শুনিবেও না।

হালাল অর্থাৎ সৎ ও বৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থে হজ্ব করিতে হইবে। হারাম বা অসৎ ও

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থে হজ করিলে হজ হইবে না, ঐরূপ অর্থ দ্বারা কোন পুণ্য কার্য হইবে না, এমনকি সেই অর্থে পুণ্যের আশায় কোন কার্য করিলে মহাপাপ হইবে। হজে যাইবার ইচ্ছা করিলে জুলুম করিয়া কাহারও কোন দ্রব্য গ্রহণ করিয়া থাকিলে তাহাকে উহা ফিরাইয়া দিতে হইবে অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমা লইতে হইবে। কাহারও কোন দ্রব্য বা অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া থাকিলে উহা তাহাকে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে, কাহারও কোন ঋণ থাকিলে সেই ঋণ পরিশোধ বা পরিশোধের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যাহাদিগকে ভরণ পোষণ করার দায়িত্ব ও কর্তব্য হজ যাত্রীর উপর ন্যস্ত, সে হজ হইতে ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত সময়ের জন্য তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের সম্বল তাহাদিগকে দিয়া যাইতে হইতে। এসব ব্যবস্থা সমাপনের পর তাহার হজ যাতায়াতের ব্যয়, পথের নিরাপত্তা, শারীরিক সুস্থতা এবং সক্ষমতা থাকা চাই, তবেই হজব্রত পালন করা ফরজ হইবে।

যে পাঁচটি বিধিবিধানের উপর ইসলামের ইমারত সংস্থাপিত, হজ্ব তন্মধ্যে অন্যতম। হজের দ্বারা শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক সর্ববিধ এবাদত সম্পাদিত হইয়া থাকে। হজ করিতে হইলে স্বদেশের মায়া, স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবগণের মমতা এবং ধনসম্পদ ও বিষয় সম্পত্তির প্রতি আকর্ষণ ত্যাগ করিয়া এক কথায় ইহ সংসারের মায়ামমতা বিসর্জন দিয়া পূত পবিত্র মনে, সূচী-শুদ্ধ দেহে একমাত্র বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ তা'লার সহিত নিজেকে সংযোজিত করিতে হয়, তাঁহার মনন ও তাঁহার স্মরণকে ব্রতরূপে গ্রহণ করিতে হয় এবং তাঁহাতেই আত্মসমর্পণ করিতে হয়। ইহ জগত হইতে একদিন অবশ্যই বিদায় গ্রহণ ও পারলৌকিক জীবনে মহাপ্রস্থান করিতে হইবে। হজ্বের জন্য বিদেশে যাত্রা তথা প্রস্থানের দৃশ্য সেই কথা স্বতঃই মানব মনে জাগাইয়া দেয়, প্রিয়জনের বিরহ করুণ কাহিনীর সৃষ্টি করে। হজ যাত্রীর বিদায়ে তাহার ও তাহার প্রিয় পরিজনের নয়ন শোকাশ্রু ধারা বর্ষণ করে, প্রাণ বেদনায় বিগলিত হইয়া যায়—আশঙ্কা জাগে মনে—কে জানে আবার জীবনে তাহাদের পরস্পরে পুনর্মিলন হইবে কি না, তাহারা ভাবে—এই দেখাই হয়ত এ জনমের মত, ইহ জীবনের মত তাহাদের শেষ দেখা!

বিষয়-বাসনা কলুষিত, ভোগবিলাস লিপ্ত ইন্দ্রিয়সেবা-নিরত পাপ পঙ্কিল মানব মনে পূর্ণভাবে খোদাতালার পবিত্র প্রেম সঞ্চারিত ও বিকশিত হইতে পারে না। হৃদয়কে দুনিয়ার সর্ববিধ কামনা ও ইন্দ্রিয়ের যাবতীয় বাসনা হইতে মুক্ত এবং পাপ হইতে পূত পবিত্র করিতে পারিলেই তবে সেই মুক্ত বুদ্ধ পরিশুদ্ধ ও নিষ্কলুষ স্বচ্ছ হৃদয় ভরিয়া এলাহী প্রেম বিরাজ করিতে পারে। এই সকল উচ্চ মহৎ ও সৎ উদ্দেশ্যের প্রতি স্থির লক্ষ্য রাখিয়া হজব্রত উদযাপন করা বিধেয়। সংসারের ভোগ বিলাসে বিজড়িত ও ইন্দ্রিয় সেবায় মত্ত থাকা দূরে থাকুক, হজব্রতের সময় ঐসব বিষয়ে কোন আলাপ ও গল্পগুজব করিতে পারিবে না, কোন প্রকার পাপ ও অনাচারে লিপ্ত হওয়া চলিবে না, কোনরূপ ঝগড়া বিবাদেও প্রবৃত্ত হইতে পারিবে না। সকল বাঁধন হইতে মুক্ত হইয়া, সকল আকর্ষণ ছিন্ন করিয়া সর্বান্তঃকরণে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পাক পরওয়ারদেগারের কথাই কেবল স্মরণ করিবে, তাঁহাকেই প্রেম

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করিবে, তাঁহারই নামে দান খয়রাত প্রভৃতি সৎকর্ম করিতে থাকিবে—এই ভাবে এই মনোবৃত্তি লইয়া হজ্বের যাবতীয় কার্য সুসম্পন্ন করিবে। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন কথা, অন্য কোন কার্য—যে কথায় ও কার্যে পুণ্য নাই, ধর্ম নাই, বিধান নাই, অনুমতি নাই—করিবে না, করিতে পারিবে না। কেমন নিষ্কাম বৈরাগ্য, কেমন অনাবিল প্রেম, কেমন অকপট ধর্মোন্মাদনা! ভাবিয়া দেখুন, এইভাবে এই পন্থায় কিরূপ আধ্যাত্মিক উন্নতি, কিরূপ নৈতিক বল এবং কিরূপ পুণ্য জীবন লাভ করা যায়!

বিশাল ইসলাম-জগতের বিভিন্ন মহাদেশ-দেশ ও জনপদ, দ্বীপ ও পার্বত্য প্রদেশ হইতে মুসলমানগণ হজব্রত উদযাপনে ইসলামের জন্মভূমি মক্কা মহানগরী, তত্রত্য কা'বা মহা মসজিদ এবং আরফা মহা প্রান্তরে সমবেত ও মিলিত হয়। এই সময়ে মক্কা বিশ্ব-মুসলিমের মিলন কেন্দ্রে পরিণত হয়। জগতের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিব্যাপ্ত ও বিক্ষিপ্ত ইসলামের শক্তিগুলি এইরূপে মিলিত হইয়া জাতীয় মহাশক্তি এবং বিশ্বব্যাপী ভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা করে, জগতের সমক্ষে প্যান-ইসলামিজম বা ঐসলামিক সমন্বয়ের এক বিরাট, সুন্দর ও মোহনীয় দৃশ্য উপস্থাপিত করে। এই উপায়ে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতির মুসলমানের পারস্পরিক সান্নিধ্য ও সাহচর্য্যে ভাবের আদান প্রদানের সুযোগ ঘটে এবং তাহাদের মাঝে ঐক্য সূত্র রচিত ও গ্রথিত হয়। ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি প্রত্যেক দিক দিয়া হজ উপলক্ষে একই কেন্দ্রে বিশ্ব-মুসলিমের এই মহা মিলন কত উত্তম!

সেখানে ধনী দরিদ্র, রাজা প্রজা, পণ্ডিত মূর্খ, কাল সাদা, ইতর ভদ্র, দেশী ও বিদেশীর কোন ভেদাভেদ নাই, সকলেই সমান, সবাই ভাই ভাই। দ্বেষ নাই, বিদ্বেষ নাই, গর্ব নাই, হিংসা নাই, ঝগড়া বিবাদ, মারামারি, কাটাকাটি কিছুই নাই; স্বার্থের সংঘর্ষ, প্রবৃত্তির প্ররোচনা, পাপের প্রলোভন, ভোগের আকর্ষণ কিছুই নাই। সকলেই একজন মহিমান্বিত ও প্রবল প্রতাপান্বিত রাজাধিরাজের দুয়ারে পাপী তাপী অপরাধী দাসানুদাসের ন্যায় উপস্থিত। সকলেরই নয়নে অশ্রু, দেহ মন উৎসর্গীকৃত, বসণ ধূলিধূসরিত, কেশ রুক্ষ, অধর যিকরে খোদায় নিরত। সকলেই 'লাব্বায়কা' 'লাব্বায়কা' বলিয়া সেই শাহান-শাহের দরবারে হাজিরা দিতেছে, কাতর প্রাণে তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছে, পুরস্কার প্রার্থনা করিতেছে। সর্বত্র সাম্য ও শান্তি। পবিত্রতা ও উদারতা, প্রীতি ও মৈত্রী, বিনয় ও নম্রতা বিরাজমান। নাই কুত্রাপি অধর্ম অনাচার, উপদ্রব ও অত্যাচার, কোথাও পাপীর সাক্ষাৎ নাই, পাপের লেশমাত্র নাই!

হযরত আবু হুরায়রাহ রাঃ হইতে বর্ণিত,—তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) খোৎবা পাঠ করতঃ আমাদিগকে নির্দেশ করিয়া বলিলেন, "হে লোক সকল, নিশ্চয়ই তোমাদের উপর হজ ফরয করা হইয়াছে, অতএব তোমরা হজ কর।" তখন এক ব্যক্তি বলিল, প্রত্যেক বৎসরই কি হজ করিতে হইবে? রসূলুল্লাহ (দঃ) চুপ করিয়া রহিলেন, (সেই লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করিল, হযরত চুপ থাকিলেন) এইভাবে ঐ ব্যক্তি তিনবার ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলে হযরত ফরমাইলেন, "আমি যদি বলি—হাঁ, তবে উহা অবশ্য করণীয়

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হইয়া দাঁড়াইবে, কিন্তু তোমরা উহার সামর্থ রাখ না। অতঃপর তিনি বলিলেন, দেখ! আমি তোমাদিগকে যে বিষয়ে ছাড়িয়া দিয়াছি, অর্থাৎ কোন হুকুম করি নাই, সে বিষয়ে তোমারা আমাকে ছাড়িয়া দাও অর্থাৎ জিজ্ঞাসাবাদ করিও না। কারণ তোমাদের পূর্বে যাহারা অতীত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের অধিক জিজ্ঞাসাবাদের ফলে এবং স্বীয় পয়গম্বরদের সহিত তাহাদের মতভেদের কারণে তাহারা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। আমি যখন তোমাদিগকে কোন বিষয়ে আদেশ করি, তখন তোমরা যতদূর পার উহা প্রতিপালন কর, আর যখন কোন বিষয়ে তোমাদিগকে নিষেধ করি তখনওউহা ছাড়িয়া দাও।—মুসলিম।

বুখারী এবং মুসলিম উভয় গ্রন্থে আর একটি হাদীস রহিয়াছে:

হযরত আবু হুরায়রাহ বলেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হইল, কোন্ আমল উত্তম? রসূলুল্লাহ (দঃ) ইরশাদ ফরমাইলেন, আল্লাহ এবং তাঁহার রসূলের উপর ঈমান আনয়ন করা। জিজ্ঞাসা করা হইল—অতঃপর কোনটি? হযরত (সঃ) বলিলেন, আল্লার রাহে জিহাদ করা, পুনঃ জিজ্ঞাসা করা হইল তৎপর কোনটি? হযরত (দঃ) বলিলেন, পুণ্যময় হজ্জ অর্থাৎ যে হজে কোন পাপ করা হয় নাই এবং যাহা লোককে দেখানর জন্যও করা হয় নাই।

ঐ দুই গ্রন্থের অপর এক হাদীসে আছে—হযরত আবু হুরায়রাহ বলেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,

"যে ব্যক্তি আল্লার জন্যই হজ করে, এবং কু আলাপ না করে, পাপাচারে লিপ্ত না হয়—সেই ব্যক্তি হজ সমাপনান্তে নিষ্পাপ দেহে প্রত্যাবর্তন করে এমন দিনের মত যেদিন তাহার জননী তাহাকে (নিষ্পাপ নির্দোষ মাসূম বাচ্চারূপে প্রসব করিয়াছিল।"

রসূলুল্লাহ (দঃ) আরও বলিয়াছেন, "এক উমরাহ হইতে অপর উমরাহ পর্যন্ত সময়ের গোনাহ কাফ্ফারা হইয়া যায় এবং পুণ্যময় হজ—(যে হজে পুণ্য ব্যতীত গোনাহ নাই) এর একমাত্র প্রতিদান বেহেশ্ত।

মিশকাত গ্রন্থে হাদীস সঙ্কলিত হইয়াছে:

ওম্মে সলমা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, যে ব্যক্তি বায়তুল মোকাদ্দস হইতে বায়তুল হারাম (কা'বা গৃহ) পর্যন্ত হজ বা উমরার ইহরাম বান্ধিবে, তাহার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে অথবা তাহার জন্য বেহেশ্ত ওয়াজেব হইয়া যাইবে।—আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ।

ঐ একই পরিচ্ছেদে হযরত আবু উমামাহ হইতে বর্ণিত—তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, প্রকৃত অভাব কিম্বা অত্যাচারী শাসক অথবা প্রতিবন্ধক পীড়া যে ব্যক্তির হজের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে নাই—এই অবস্থায় হজ না করিয়া যদি সে মারা যায় তবে সে ইচ্ছা হয় ইয়াহুদ হইয়া মরুক, নয় খৃষ্টান হইয়া মরুক।—দারমী।

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি হজ কিম্বা উমরাহ অথবা জিহাদে বহির্গত হইবে এবং সেই পথে মৃত্যু বরণ করিবে আল্লাহ তাহার জন্য হাজী উমরাহকারী এবং গাযীর পুণ্য লিখিয়া লইবেন।—বয়হকী, মিশকাত।

হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যখন আরাফার দিবস সমাগত হয়, তখন আল্লাহ দুনিয়ার আকাশে নামিয়া আসেন এবং হাজীদের বিষয়ে ফেরেশ্তা-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দের নিকট গৌরব প্রকাশ করেন এবং বলেন, তোমরা আমার বান্দাদের প্রতি তাকাইয়া দেখ—তাহারা রুক্ষ কেশে ধূলি ধূসরিত অবস্থায় চীৎকার করিতে করিতে প্রত্যেকেই দূরের পথ হইতে আমার নিকট আসিয়াছে, আমি তোমাদিগকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি যে, আমি তাহাদের গোনাহ মাফ করিয়া দিলাম। তখন ফেরেশতাগণ বলেন, প্রভুহে! অমুককে লোকে কুকর্মকারী বলিত, আর অমুককে এবং অমুক স্ত্রীলোককেও (অনুরূপ বলিত)। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি বস্তুতঃ তাহাদের গোনাহ মাফ করিয়া দিলাম। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আল্লাহ আরাফার দিবস অপেক্ষা অন্য কোন দিবসে দোযখে অবস্থানকারীগণকে দোযখ হইতে অধিক সংখ্যায় মুক্ত করেন না। অর্থাৎ সম্বৎসরে সেই দিবসেই অন্যান্য সকল দিন অপেক্ষা অধিক লোককে জাহান্নামের আগুন হইতে মুক্তি দান করেন।—শরহে সুন্নাহ

আব্বাস ইব্নে মিরদাস হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আরাফার দিবস সন্ধ্যায় রসূলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় উম্মতগণের নিমিত্ত ক্ষমার দো'আ করিলেন। তাঁহার দো'আ এই বলিয়া মঞ্জুর হইল যে, আমি তাহাদিগকে যুল্‌ম অত্যাচারের পাপ ব্যতীত অপরগুলি ক্ষমা করিয়া দিলাম। যাহার উপর যুল্‌ম-অত্যাচার করা হইয়াছে তাহার অত্যাচারীদিগকে আমি শাস্তি প্রদান করিব। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, হে আমার প্রভু-পরওয়ারদেগার! তুমি যদি ইচ্ছা কর তবে অত্যাচারিত ব্যক্তিকে জান্নাত দান করিতে পার আর অত্যাচারীকে ক্ষমা করিতে পার। সেই দিন সন্ধ্যায় হযরতের প্রার্থনা মঞ্জুর হইল না। পরে যখন মোযদলফায় গিয়া প্রভাত হইল, তখন রসূলুল্লাহ (দঃ) পুনর্বার ঐ দো'আ করিলেন, সেই সময় তিনি যাহা চাহিয়াছিলেন তাহা মঞ্জুর হইল। আব্বাস বলেন যে, তখন রসূলুল্লাহ (দ) স্পষ্ট বা ঈষৎ হাসিলেন। হযরত আবুবকর রাঃ এবং হযরত ওমর রাঃ উভয়েই রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে বলিলেন, 'আপনার জন্য আমার মা-বাপ কোরবান হউক'!—এসময়ে তো আপনি হাসিতেন না, কোন্ বস্তু আপনাকে হাসাইল? আল্লাহ আপনার দন্তকে সহাস্য করুন। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—আল্লার দুশমন শয়তান যখন জানিল যে, আল্লাহ তা'আলা আমার দো'আ কবুল করিয়াছেন এবং আমার উম্মতকে ক্ষমা করিয়াছেন তখন সে মাটি লইয়া নিজ মস্তকোপরি নিক্ষেপ করিতেছে এবং হায়! হায়!! করিতেছে—আমি তাহার যে কাতরতা দেখিয়াছি তাহাই আমাকে হাসাইয়াছে।—ইবনে মাজা ও বয়হকী।

ইব্নে আব্বাস রাঃ হইতে বর্ণিত—তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) কতিপয় আরোহীর সহিত 'রাওহা' নামক স্থানে সাক্ষাৎ করিলেন; তখন তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা কোন্ জাতি? তাহারা বলিল, আমরা মুসলমান। পুনঃ তাহারা বলিল, আপনি কে? রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আমি আল্লার রসূল। সেই সময় একজন স্ত্রীলোক একটি বালককে তাঁহার দিকে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, ইহার জন্য কি হজ আছে? রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, হাঁ; এবং তোমার জন্য পুণ্য। মুসলিম এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন, খসয়ম বংশীয় একটি স্ত্রীলোক বলিল, হে আল্লার রসূল! আল্লার নির্ধারিত হজ আমার অতি বৃদ্ধ পিতার উপর ফরয হইয়াছে—তিনি সওয়ারীর উপর ঠিক থাকিতে পারেন না। আমি কি তাঁহার পক্ষ হইতে হজ করিব? রসূলুল্লাহ সঃ বলিলেন, হাঁ, এই ঘটনা

www.ahlehadeethbd.org

রসূলুল্লাহ সঃ র বিদায় হজ্জে ঘটিয়াছিল।—বুখারী ও মুসলিম।

ইবনে আব্বাস রাঃ বলিয়াছেন যে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সঃ-র নিকট আসিয়া বলিল, আমার ভগ্নী মানত করিয়াছিল যে, সে হজ্জ করিবে এবং সে মরিয়া গিয়াছে। তখন নবী সঃ বলিলেন, যদি তাহার উপর (কাহারও প্রাপ্য) করয থাকিত তবে তুমি তাহা আদায় করিয়া দিতে কি? সে বলিল, হাঁ। রসূলুল্লাহ সঃ বলিলেন, অতঃপর তুমি আল্লার (প্রাপ্য) করয আদায় কর—তাহা আদায় করিবার অধিক উপযুক্ত।—বুখারী ও মুসলিম।

ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন ঃ

"কোন পুরুষ লোক কোন স্ত্রীলোক সহ কখনও কোন নির্জন স্থানে যাইবে না এবং কোন স্ত্রীলোক কখনও (একাকী) সফর করিবে না—হাঁ, যদি তাহার সহিত মুহরাম (যে পুরুষের সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ সেই পুরুষ) থাকে (তবে সে অবশ্য তাহার সঙ্গে সফর করিতে পারিবে)। এক ব্যক্তি বলিল, হে আল্লার রসূল! অমুক অমুক যুদ্ধে যাইবার জন্য আমার নাম লেখা হইয়াছে এবং আমার স্ত্রী হজ্জে বাহির হইয়াছে; রসূলুল্লাহ সঃ বলিলেন, তুমি তোমার স্ত্রীর সহিত হজ্জ কর।"—বুখারী ও মুসলিম।

আয়েশা রাঃ বলেন, আমি নবী সঃ-র নিকট জেহাদে যাওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। তিনি বলিলেন, হজ্জ করাই তোমাদের জেহাদ।—বুখারী ও মুসলিম।

আবু হোরায়রা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিলেন, কোন স্ত্রীলোক একদিন ও একরাত্রির পথে মুহরামের সাহচার্য্য ব্যতীত সফর করিবে না।—বুখারী ও মুসলিম।

ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন—হে লোকসকল! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করিয়াছেন। তখন আক্‌রা' ইবনে হাবেছ রাঃ বলিলেন, হে আল্লার রসূল! প্রতি বৎসর? রসূলুল্লাহ সঃ বলিলেন, আমি যদি 'হাঁ' বলি তবে তাহা ওয়াজেব হইয়া যাইবে। আর ওয়াজেব হইলে তোমরা আমল করিবে না—করিতে পারিবে না। হজ্জ একবার করিতে হইবে, তারপর যে অধিকবার করিবে তাহার জন্য উহা অতিরিক্ত (নফল) ইবাদত হইবে।—আহমদ, নাসায়ী ও দারেমী ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবু রাযীন ওকায়লী প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি নবী সঃ র খেদমতে আগমনপূর্বক বলিলেন, হে আল্লার রসূল। আমার পিতা বড়ই বৃদ্ধ তিনি হজ্জ ও ওমরাহ করার ক্ষমতা রাখেন না—সফর করিতেও তিনি অক্ষম। রসূলুল্লাহ সঃ বলিলেন, তুমি তোমার পিতার পক্ষ হইতে হজ্জ এবং ওমরাহ কর। তিরমিযী, আবু দাউদ এবং নাসায়ী এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিরমিযী বলিয়াছেন এই হাদীসটি হাসান এবং সহীহ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ শুনিলেন যে, একব্যক্তি বলিতেছে, 'শোবরামার পক্ষ হইতে লাব্বায়কা'; রসূলুল্লাহ সঃ বলিলেন, শোবরামা কে ? সে বলিল, আমার ভাই অথবা আমার নিকট আত্মীয়। রসূলুল্লাহ সঃ বলিলেন, তুমি নিজের পক্ষ হইতে হজ্জ করিয়াছ ? সে বলিল না। রসূলুল্লাহ সঃ বলিলেন, তুমি নিজের পক্ষ হইতে হজ্জ কর, তারপর শোবরামার পক্ষ হইতে হজ্জ করিও। শাফেয়ী, আবু দাউদ এবং ইবনে মাজা এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

জগতের প্রায় সকল সভ্য জাতির এক একটি জাতীয় সমিতি থাকে। জাতির ভিন্ন ভিন্ন মেম্বার এবং সমিতির সভ্যরা যাহারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থান করে সমিতির অধিবেশনে সকলে একস্থলে সমবেত হয়। ইহার ফলে জাতির সর্বসাধারণ বা সমিতির মেম্বারগণের পরস্পরের সহিত দেখা সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয় এবং পরস্পরে ভালবাসা, ভাব ও সাহচর্য্যের আদান প্রদান হয় এবং সকলে মিলিয়া জাতির অভাব অভিযোগগুলি নিবারণ করণের উপায় উদ্ভাবন এবং উন্নতির পন্থা নির্বাচন করার সুযোগ ঘটে।

ইসলামও এই সুন্দর ও সুক্ষ্মতত্ত্বের উপর ভিত্তিস্থাপন করতঃ প্রত্যেক গ্রামবাসীকে দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে পাঁচবার, কতিপয় গ্রামবাসীকে সপ্তাহে জুমআর একবার এবং বৎসরে দুই ঈদে দুইবার এবং সমস্ত দুনয়ার মুসলমানকে প্রতি বৎসর একবার হজ্জে একত্রিত করিয়া থাকে। জগতের অন্য কোন জাতির মধ্যে এইরূপ একত্র সমাবেশের নযীর নাই আর এমন একটি পবিত্র স্থান, পুণ্য ব্রত বা উৎসবও নাই যাহাতে সমগ্র পৃথিবীর একমতাবলম্বী লোক ধর্মের জন্য একত্রিত হয়।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

www.ahlehadeethbd.org

আমপারার প্রাচীনতম বাংলা তরজমা

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

سورة العلق مكية وهى عشر و تسع اية

* ছুরা আলক মক্কায় উত্তরিল ১৯ আএতের *

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ

পাড়ো তুমি নামেতে রব্বের আপনার। আছে জেই রব তোমার পয়দা করণহার *

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ

সেইতো বানাইলো এনছান সকল। জামানো লহু হৈতে তাবোত কেবল *

اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ

পড়ো তুমি আর তোমার পরওারদেগার। বুজুরগি বহুতি জে আছে তো তাহার *

اَلَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ

সেই জে সেখাইলো এলেম কলোমে। সিখাইলো মানুসে জা নাহি সেই জানে *

॥ ফাএদা ॥

সিখাইলো আল্লাতালা এলেম কলোমে। সিখাইতে পারে এলেম বেগর কলমে *
নাহিক সিখিলে জদি এলেম কলমে। সিখাইয়া দিবে এলেম বেগর কলমে *

كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى - اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰي

ছেরকষ হইয়া গেলো বহুতি এনছান। লাপরওাই আপনারে করে সে খেয়ান *

اِنَّ اِلٰي رَبِّكَ الرُّجْعٰي

অবস্য তাহারে তাহার রব্বের স্থান। জাইতে হইবে তারে আখের নিদান *

www.ahlehadeethbd.org

Contents

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى - عَبْدًا إِذَا صَلَّى

দেখিলেতো তারে জেই জোন মানা করে। এক বন্দারে জবে নামাজ সে গে জারে *

॥ ফাএদা ॥

আবুজেহেল নামাজ পড়া দেখে মহম্মদের। কতো কিছু কহে বকে আগে সকলের *

أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى - أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى

ভালো তুমি দেখতো জদি সেই লোকে। আসিয়া থাকিতো হেদাএতের দিকে *

কিম্বা ভয় দেখাইতো লোকেরে আল্লার। করিত হুকুম ডরের জদি সবাকার *

॥ ফাএদা ॥

তবেতো তাহার লেগে ভালাই হইতো। দিন ও দুনিঞার খুবি সেইত লুটিতো *

أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى

ভালো তুমি দেখতো জদি ঝুটলাইয়া। চলে গেলো আপনার মুখ ফেরাইয়া *

॥ ফাএদা ॥

তবে আমার কি কাম সেই বেগাড়িল বুরা কাম আপনার আপে কাটিলো *

أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى

সে কি এই জানে না জে পরওয়ারদেগার। দেখিতেছে পাইতেছে কাম সবাকার *

كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ - نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ - فَلْيَدْعُ

نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ •

জদি বাজ এ হইতে নাহি আসিয়ে। তবেতো টানিব আমি টিকি ধরিয়ে *

টিকি ধরো তার জেই ঝুটা গোনাগার। এবে উচিত তাহে ডাকা হেমাত আপনার *

পেয়াদা ডাকিব আমি এবে আপনার। সিয়াসত করিবার লাগিয়া তাহার *

www.ahlehadeethbd.org

Contents

كَلَّا - لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ

তবে তুমি নাহি মানো হুকুম ওহার। ছেজদা করো করিব হও রব্বের আপনার *

॥ ফাএদা ॥

আবুজেহেল পড়িতে নামাজ মানা করে। তাহার হুকুম সোনা উচিত নাহি তোরে *
নামাজেতে হামেসা হাজের হইয়া। আল্লার হুজুরে তাহে লইবে ঢুড়িয়া *

سورة التين مكية وهى ثمان ايات

* ছুরা তিন মক্কায় উত্তরিল ৮ আএতের *

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ - وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ - وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ

কিরে করি আমি আঞ্জির আর জৈতুনের। আর কির করি আমি তুর ছিনিনের *
আর কিরে এই সহোর আমোনওয়ালার। অনেক বাতের আমোন এই মক্কা মাঝার *

॥ ফাএদা ॥

আঞ্জির আর জৈতুন এহার বাগান। ডান বামে বয়তোল মোকাদ্দেছ স্থান *
মুছা নবী জে পাহাড়ে কালাম কোরেছিলো। তুরছিনিন নাম জে তাহার হৈয়া গেলো *
দাঙ্গা আর খুন নাহি মক্কা সহোর বিচে। আর বহুত বাতের আমন তাহে আছে *
ওই সকলের আল্লাতালা কিরে করিয়া। নিচের লিখিত মজমুন দিলো জানাইয়া *

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ - ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ •

বানাইলাম অতি খুব গঠোন এনছানের। তাহা পরে ফেলিলাম নিচে সকলের *

॥ ফাএদা ॥

জতো আছে দুনিয়ায় জান জানওার। সবা হোতে ভালা ছুরত বানাইলাম তার *
তাহা পরে গোনাহের ছববে তাহার। সবাকার নিচে হৈলো জায়গা তাহার *
দোজোখেতে হবে জবে জায়গা তাহার। এই হাল দেখে কবে জান জানওার *

www.ahlehadeethbd.org

Contents

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ

কিন্তু জারা সবে ইমান আনিলো। আর কাম তাহারা ভালো জে করিলো *
তাহাদের লাগিয়া হুজুরে আল্লার। মজুরি তাহাকে আল্লা দিবে বেসমার *

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ - اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ

কি জন্যে জানিলে ঝুট এনছাফ হওারে। আল্লাতো হাকেম বড়ো কুল হাকেম পরে *

॥ ফাএদা ॥

তামাম হাকেমের হাকিম আল্লাতালা সেই। এনছাফ তজবিজ কি করিবেক নাই *
সবাকার তজবিজ জরুর জে হইবে। আমোলের মতো লোকে আজাব পাইবে *

سورة الانشراح مكية وهى ثمان ايات

* ছুরা এনশেরাহ মক্কায় উত্তরিল ৮ আএতের *

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ - وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ - الَّذِىْ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ -
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ *

নাহি কি খুলিয়া দিলাম তেরা ছিনা পর। আর বোঝা উত্তারিয়া দিলাম তোমার *
ঝুকাইল জেই বোঝা পিষ্টের উপর। আর নাম কোরে দিলাম উচু জে তোমার *

॥ ফাএদা ॥

পহেলা কোরান জবে হইত নাজেল। নবির পরে এয়াদ করা হইত মোস্কেল *
ফের এয়াদ করা আছান আল্লা কোরে দিলো। আর দুই ছুরা ফের তখন উত্তরিল *
আমি তো সে খুলে দিলাম ছিনাকে তোমার। এয়াদ করা কোরান আছান হইল জে আর *
উত্তারিয়া দিলাম আমি বোজাঝো তোমার। এয়াদ করিতে বড়ো আছিলো সে ভার *
সেই বোজা ভেঙ্গে দিলো পিষ্টে জে তোমার। এহাতে কাতোর ছিলো মোনে আপনার *
সে সকল কেলেষ এবে দুর হৈয়া গেলো। কোরান করিতে এয়াদ আছান হইলো *
আর তোমার নাম এতো বোলন্দ করিলাম। জমিনো আছমানে ছারা কহিয়া দিলাম *
জেথা সেথা পড়া জায় কলেমা তোমার। আরোশ কোরোশ আকাষ জমিন মাজার *

www.ahlehadeethbd.org

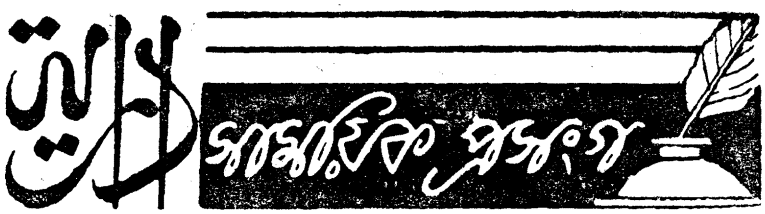

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

'ঈদুল-আযহা

সুখ-দুঃখে ভরা, আনন্দ-বিষাদে পরিপূর্ণ এই দুনয়াতে আবার একটি সুদূরপ্রসারী গুরুত্বপূর্ণ উৎসব 'ঈদুল-আযহা বা' 'কুরবানীর 'ঈদ মুসলিমের দুয়ারে হাযির। এই 'ঈদের তাৎপর্য এখানে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করিব না। শুধু এতটুকুই বলিতে চাই যে, ইহার নামের মধ্যেই ইহার তাৎপর্য পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। 'কুরবানীর ঈদ' এর অর্থই হইতেছে 'আল্লার আদেশ পালনে নিজেকে কুরবান করিবার খুসী' বা 'আল্লার আদেশ পালনে, প্রয়োজন হইলে, আনন্দের সহিত জীবন দানের জন্য প্রস্তুতি ও প্রতিজ্ঞা গ্রহণ'। প্রত্যেক মুসলিমকে প্রত্যেক বৎসর নূতন করিয়া এই শপথ করাইবার জন্যই এই 'ঈদ উৎসরের আগমন হইয়া থাকে। আসুন, এই ঈদে আমরা অন্তরের সহিত এই ওয়াদা করি—আল্লার মনোনীত দীন ইসলামকে দুনয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত ও কায়িম রাখিবার উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের জীবন উৎসর্গ করিলাম।

পরিশেষে, আন্তরিক ভাবে এই দু'আ করি, "হে আল্লাহ, আমাদের তামাম মুসলিমের এই ঈদ সার্থক কর, সফল কর। আমীন!

প্রামাণ্য ইসলামী সাহিত্য রচনা—

তর্জুমানুল হাদীস প্রকাশনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য উহার প্রত্যেকটি সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় নামের নীচেই মুদ্রিত হইয়া থাকে। সহৃদয় পাঠক ও সুধী প্রবন্ধকারের দৃষ্টি আমরা ঐ উদ্দেশ্যের দিকে আকর্ষণ করিতেছি। পত্রিকাটির পরিচয়ে বলা হইয়াছে, "কুরআন ও সুন্নাহের সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক।" অর্থাৎ প্রামাণ্য ইসলামী সাহিত্য প্রকাশ করাই হইতেছে এই পত্রিকার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

পত্রিকাটি প্রকাশনার শুরু হইতে অষ্টম বর্ষের শেষ পর্যন্ত পত্রিকাটির যতগুলি সংখ্যা প্রকাশিত হয় তাহার প্রায় প্রত্যেকটিতেই অধিকাংশ রচনাই ছিল পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদকের নিজের লেখা। কেন ঐরূপ হইয়াছিল? আমার অভিজ্ঞতা হইতে আমি এই কথাই বলিব যে, তর্জুমানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বজায় রাখিয়া প্রামাণ্য ইসলামী সাহিত্য রচনা ক্ষেত্রে লেখকের অভাব ছিল উহার অন্যতম মূল কারণ। ইতিপূর্বে আমাকে কিছুকাল তর্জুমানুল হাদীসের সম্পাদনা করিতে হইয়াছিল। সেই সময় অধিকাংশ রচনাই যথাসম্ভব সংশোধন করিয়া প্রকাশ করা হয়। বর্তমানে উহার সম্পাদনার ভার পুনঃ গ্রহণ করিয়া প্রামাণ্য রচনার অভাব উপলব্ধি করিতেছি। ইহা চরম সত্য যে, কোন পত্রিকাই মাত্র দুই চারি জনের রচনা দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারে না—প্রয়োজন আছে বহু সুধী লেখকের রচনার।

www.ahlehadeethbd.org

প্রত্যেক পত্রিকাই চাহে যোগ্য লেখকের উন্নত মানের রচনা। কিন্তু শুধু চাহিলেই চলিবে না—গড়িয়া তুলিতে হইবে যোগ্য লেখক।

রচনার ট্রেনিং ও অনুশীলন—

কোন বিদ্যা, শাস্ত্র বা পেশা সম্পর্কে কেবলমাত্র জ্ঞানলাভ করিলেই উহা সুষ্ঠুভাবে কার্যে লাগানো সম্ভব হইয়া উঠে না—উহার জন্য প্রয়োজন হয় অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরিচালনায় অনুশীলন-অভ্যাস ও ট্রেনিং গ্রহণ। চিকিৎসা, ওকালতী, শিক্ষকতা এমন কি সংবাদপত্র পরিচালনার জন্যও ট্রেনিং এর প্রয়োজন হয় এবং উহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থাও রহিয়াছে। নাই শুধু লেখক ট্রেনিং এর ব্যবস্থা—না সরকারী, না বেসরকারী। তাই প্রত্যেক লেখককে অপরিমিত পরিশ্রম করিয়া লেখার সাধনা করিতে করিতে লেখক হইতে হয়। এই অভাব উপলব্ধি করিয়া রচনা সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা-অর্জিত যৎসামান্য জ্ঞানের ফল সুধী লেখকদের খিদমতে আরয করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছি।

আজ এই সম্পর্কে কেবলমাত্র একটি বিষয়ই আলোচনা করিব। তাহা হইতেছে উর্দু পুস্তক পুস্তিকার অথবা উর্দু সাময়িকীতে প্রকাশিত উর্দু প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ। উর্দু রচনা সম্পর্কে প্রথমেই একটি অতি অপ্রিয় সত্য প্রকাশ করিব। তাহা এই যে, আরবী ভাষায় লিখিত মূল ইসলামী গ্রন্থের উর্দুতে অনুবাদ করিবার জন্য খুব বেশী ইল্‌মের প্রয়োজন হয় না। আরবী গ্রন্থের অংশবিশেষ উর্দুতে অনুবাদকারীর মোটেই বোধগম্য না হইলেও শব্দগুলি হের-ফের করিয়া সমানে অনুবাদ চলিতে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে কঠিন অংশটি বেমালুম হযম করিয়া দেওয়া হয়। এই কারণে আরবী ভাষায় লিখিত ইসলামী গ্রন্থগুলির উর্দু অনুবাদ ব্যাঙের ছাতার মত যত্র তত্র গজাইয়া উঠিতে দেখা যায়। তাই এত কঠিন গ্রন্থ হুজ্জাতুল্লাহিল্ বালিগাহ্ এরও তিন চারিটি উর্দু অনুবাদ প্রকাশিত হইতে পারিয়াছে। ঐ উর্দু অনুবাদগুলির মধ্যে যে অনুবাদটি সর্বোত্তম বলিয়া আলিম সমাজে মশহুর সেইটি দেখিবার জন্য আমার বন্ধুগণ আমাকে অনুরোধ জানাইলে আমি উহার ভূমিকার দুইটি কঠিন স্থান অনুসন্ধান করিলাম। এক স্থানে روحی এর 'আইন অক্ষরটিকে ح করা হইয়াছে। روحی এর অর্থ قلبی আমার অন্তর। সেই স্থলে روحی করিয়া আমার আত্মা করা হইয়াছে। দ্বিতীয়টি ছিল وكل الصيد فی جوف الفرا বাক্যটির কোন চিহ্নই কিতাবে নাই। দ্বিতীয়তঃ উর্দুতে স্বরচিহ্নের কোন বালাই নাই বলিয়া নামগুলির শুদ্ধ উচ্চারণের কোন প্রয়োজনই নাই। পক্ষান্তরে বাংলা ভাষায় অনুবাদকারীকে এই দুই ব্যাপারেই বিশেষ ইল্‌মের প্রায়োজন হয়। এই কারণে আরবী ভাষায় লিখিত মূল ইসলামী গ্রন্থগুলির বাংলা অনুবাদ বড় বেশী দেখা যায় না। নামের উচ্চারণ বাংলা ভাষায় লিখিতে গিয়া আমাদের বাংলা অনুবাদকারীগণ অনুসন্ধানের অভাবে বহু ভুল করিয়া থাকেন। শামায়িল গ্রন্থের একটি বঙ্গানুবাদের প্রথক দিক হইতে চারিটি ও শেষ অধ্যায় হইতে দুইটি নমুনা পেশ করিতেছি।

অধ্যায় নং	হাদীস নং	মূল শব্দ	যাহা লিখা	শুদ্ধ উচ্চারণ
প্রথম—১৩		الجريری	জরীরী	জুরাইরী
দ্বিতীয়—৩		رميثة	রমীছা	রুমাইসা
চতুর্থ—৫		حميد	হামীদ	হুমাইদ

www.ahlehadeethbd.org

চতুর্থ—৫	صحابی	ছেহাবী	সাহাবী
৫৬শ—৩	اشیم	অশীম	আশ্‌য়াম
ঐ—৪	کلیب	কালীব	কুলাইব

আজকাল যে সব আরবী ইসলামী গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হইতেছে তাহার দুই একটি বাদে সবই প্রকৃতপক্ষে উর্দু অনুবাদ হইতে অনুবাদ করা হইতেছে, অথচ বাংলা ভাষাতে ঐ অনুবাদকারীগণ তাহা মোটেই উল্লেখ না করিয়া বেমালুম চাপিয়া যাইতেছেন। ইহা জঘন্য চৌর্যবৃত্তি এবং চরম ইতরের কাজ। শুধু ইসলামেই নয়, বরং সকল সভ্য সমাজেই ইহা বিশেষ ভাবে নিন্দিত। উপকারীর উপকার স্বীকার করাই হইতেছে প্রকৃত মানুষের কাজ, ইসলামের খাঁটি আদর্শ। পরের লেখা চুরি করিয়া তাহা স্বীকার না করার মূলে থাকে অন্যায়ভাবে মর্যাদা লাভের প্রচেষ্টা এবং বড় আলিম বলিয়া পরিচিত হইবার আকাঙ্খা। আখিরাতে এই ধরণের আলিমের যে দুর্গতির কথা আবূ হুরাইরা রাঃ-এর হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে (অনন্তর তাহাকে মুখের ভারে হেঁচড়াইয়া টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হইবে) তাহা স্মরণ করিয়া এই অন্যায়ভাবে খ্যাতি অর্জনের পন্থাটি লিখকদের অবশ্যই বর্জন করিতে হইবে। কাজেই

(১) যে গ্রন্থ হইতে প্রত্যক্ষভাবে মালমসলা গ্রহণ করা হয় তাহা যথা সম্ভব অবশ্যই উল্লেখ করিতে হইবে। ইহাতে কৃতজ্ঞতা স্বীকার তো হইবেই, তাহা ছাড়া উহাতে কোন ভুল-ভ্রান্তি থাকিলে অনুবাদকারীর দোষও অনেটা লাঘব হইবে।

(২) যেখান হইতে প্রত্যক্ষভাবে মালমসলা সংগ্রহ করা হয় সেখানে যে সব গ্রন্থের যে সব পৃষ্ঠার উল্লেখ পাওয়া যায় সেই গ্রন্থগুলির ঐ সব পৃষ্ঠায় বক্তব্যটি আছে কি না তাহা অবশ্যই মিলাইয়া দেখিতে হইবে। ঐ উল্লেখটি নির্ভুল বলিয়া গ্রহণ করা চলিবে না। কেননা, মুদ্রন-দোষে পৃষ্ঠার নম্বর ও পুস্তকের নাম উভয়ই ভুল হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। আবার যে উর্দু অনুবাদটির অনুবাদ বাংলা ভাষায় করা হইতেছে সেই উর্দু অনুবাদটি অপর উর্দু লেখকের লেখা হইতে গৃহীত হইয়াও থাকিতে পারে। এই ভাবে উহাও অপর তৃতীয় অনুবাদ হইতে গৃহীত হইয়া থাকিতে পারে। ফলে 'সাত নকলে আসল খাস্তা' হইয়া বঙ্গানুবাদকারীর হাতে আসা মোটেই অসম্ভব নয়। প্রসঙ্গক্রমে উম্মু সুলাইম প্রবন্ধের সব শেষে 'উম্মু সুলাইম রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলায়হি অসাল্লামের খালা হওয়া' সম্পর্কে সম্পাদকের আলোচনা মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করিলে ইহার সত্যতা উপলব্ধি করা যাইবে। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের একটি আচরণকে ভিত্তি করিয়া একজন প্রাচীর নির্মাণ করিলেন এই বলিয়া যে, সম্ভবতঃ উম্মু হারাম তাঁহার কোন বিবাহ-নিষিদ্ধা আত্মীয়া ছিলেন। ঐ সম্ভাবনা প্রাচীরের উপর দ্বিতীয় জন ছাদ নির্মাণ করিলেন এই বলিয়া যে, উম্মু হারাম তাঁহার খালা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলায়হি অসাল্লাম ছিলেন মাক্কার কুরাইশ-বংশীয় আর উম্মু হারাম ছিলেন মাদীনার নাজ্জার বংশীয়া। কাজেই জন্মগত সূত্রে উম্মু হারাম রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের খালা হইতে পারেন না দেখিয়া তৃতীয় জন আসিয়া ভাঙ্গা ছাদে প্ল্যাষ্টর লাগাইয়া

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বলিলেন যে, তিনি স্তন্যদান-স্তন্যপান সূত্রে খালা ছিলেন। তারপর ইতিহাস যখন স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিল যে, নাজ্জার বংশীয়া কোনও মহিলা রাসূলুল্লাহ সল্লল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে স্তন্যদান করে নাই তখন অভিজ্ঞ(?)স্থপতিদের নির্মিত সৌধ ধূলিসাৎ হইয়া গেল। কয়েক শতাব্দী পূর্বেই এই ফায়সলা দিয়া গিয়াছেন আমাদের মুহাক্কিক আলিমেরা।

কোন কোন সময় এমনও হয় যে, উর্দুতে রচনাকারী লেখক মূল আরবী গ্রন্থ মোটেই না দেখিয়া উর্দু তারজামা গ্রন্থ পড়িয়া তাহা হইতেই উদ্ধৃতি দেন এবং ঐ তারজামা গ্রন্থের পৃষ্ঠার নম্বর মূল কিতাবের নাম দিয়া উল্লেখ করেন। আমাদেরই 'আরাফাত' পত্রিকাতে একবার ইহা ঘটে। লেখক মাওলানা সাহেব একটি হাদীস বর্ণনা করিয়া শেষে হাওালা দেন তিরমিযী (উর্দু অনুবাদ) অমুক পৃষ্ঠা। আমি পড়িয়া অবাক হই। তারপর ঐ মাওলানা সাহেবকে ঐ হাদীসটি তিরমিযীতে বাহির করিয়া দেখাইবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইলে তিনি অম্লানবদনে বলিয়া ফেলেন যে, আমি তো উহার উর্দু তারজামা গ্রন্থের হাওালা দিয়াছি। বস্তুতঃ ঐ হাদীসটি তিরমিযীর জামি' গ্রন্থের হাদীস ছিল না। তিরমিযী হাদীসগ্রন্থের কোন একটি হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অনুবাদকারী নিজের তরফ হইতে ঐ হাদীসটি বর্ণনা করেন। ঐ হাদীসটি অনুবাদকারী যে গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করেন তাহা তিনি উল্লেখ করিয়া থাকিলে হাওালা দিতে হইত এইভাবে, "অমুক হাদীসগ্রন্থ অমুক কৃত উর্দু অনুবাদ অমুক খণ্ড অমুক পৃষ্ঠা, অমুক গ্রন্থের বরাতে।"

(৩) আর মূলে যদি কোন হাওালা দেওয়া না থাকে তবে বাংলায় অনুবাদকারী যদি উহার মূল উদ্ধার করিতে পারেন তাহা হইলে ঐ হাওালা দিয়া উহা অনুবাদ করিতে পারেন, অন্যথায় উহা বাদ দিতে হইবে।

আমাদের পত্রিকার জন্য যাঁহারা এইরূপ কিছু লিখিবেন তাঁহারা এই ধরণের বিবরণ লিখিবেন এবং উহার শেষে লিখিবেন, 'হাওালা পাইলাম না'। আমরা অনুসন্ধান করিয়া হাওালা পাইলে উহা বসাইয়া দিব; নচেৎ ঐ বিবরণটি বাদ দিয়া প্রকাশ করিব।

(৪) মূলের 'ইবারাত ও বচনের সহিত অনুবাদ অবশ্যই মিলাইয়া দেখিতে হইবে এবং প্রয়োজনমত সংশোধন করিতে হইবে।

সুধী লেখকদের খিদমতে আর একটি আরয এই যে, তাঁহারা তাঁহাদের রচনা কমপক্ষে দুইবার সংশোধন ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার পরে তৃতীয় বার পরিষ্কার স্পষ্ট অক্ষরে মাঝে স্পষ্টভাবে এক লাইন লেখার মত স্থান রাখিয়া লিখিবেন। ঐরূপ স্থান না থাকায় আমরা তাহা সংশোধনের অসুবিধার জন্য প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। এই কারণে, মাওলানা মুহাম্মাদ তমিযুদ্দীনের 'তাওাক্কুল' প্রবন্ধ এবং মাওলানা মোহাম্মদ আলীর 'আযান' প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে পারিলাম না এবং পারিব না।

আগামী সংখ্যায় ইন্‌শা আল্লাহ আরবী নামের বাংলা বানান সম্পর্কে আলোচনা করিব।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার, ১৯৬৮

পূর্ব প্রকাশিতের পর]

بسم الله الرحمن الرحيم

যিলা ঢাকা

ডিসেম্বর মাস

দফতরে প্রাপ্ত

১। হাজী আবদুল ওয়াদুদ ২১নং শশিমোহন বসাক রোড (বনগ্রাম) যাকাত ১০৲ ২। রউফ ব্রাদার্স ৬৫ নর্থব্রুক হল রোড পোষ্ট বক্স ১২৩২, যাকাত ১৫০৲ ৩। আমিন মটর্স ৯/৪ নর্থব্রুক হল রোড যাকাত ৫৲ ৪। মোহাঃ সলিম উল্লাহ ৭৯নং কাযী আলাউদ্দিন রোড যাকাত ৫০৲ ৫। আলহাজ মোহাঃ ফযলুর রহমান ১১/১ কাযী আলাউদ্দিন রোড অন্তান্ত ২৲ যাকাত ২৫৲ ৬। হাজী মোহাঃ মিঞাচান্দ ৯নং নাজিরাবাজার যাকাত ২০৲ ৭। মোহাঃ আমসু মিঞা ৮২নং নাজিরাবাজার যাকাত ১০০৲ ৮। মোহাঃ রহমতুল্লাহ ৭৯ কাযী আলাউদ্দীন রোড যাকাত ৩০৲ ৯। মোহাঃ চান্দ আলী ভূইয়া ২৬৭নং শান্তিবাগ ১৮৫নং গভর্ণমেণ্ট নিউমার্কেট যাকাত ৫০৲ ১০। মোহাঃ আবদুল কাদের ১২২০নং লুৎফর রহমান লেন যাকাত ১০৲ ১১। মোহাঃ হিরা মিঞা ৭৫নং নাজিরাবাজার ফিৎরা ৫৲ ১২। আবদুর রহিম ৮৯নং কাযী আলাউদ্দিন রোড যাকাত ৫০৲ ১৩। মৌঃ মোহাঃ সাঈদ সেঠী ১০০/৩ ইসলামপুর রোড যাকাত ২৫৲ ১৪। মৌঃ মোহাঃ শফিক সেঠী ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ১৫। শায়েখ মোহাঃ আল্লাহরাখা ঠিকানা ঐ যাকাত ২৫৲ ১৬। বংশাল জামাত আহলেহাদীস হইতে মারফত হাজী মোহাঃ আতীকুল্লাহ ফিৎরা ১৬০'১৫ ১৭। মোহাঃ আবদুল করিম ২৫নং হাজী আবদুর রসিদ লেন যাকাত ১০৲ ১৮। ডাঃ মোহাঃ আবুল হোসেন বি ১২০নং মালিবাগ চৌধুরী পাড়া ফিৎরা ১২'৪৮ ১৯। মোহাম্মদ আযিযুল্লাহ এফ নং ৩৩/৫ ফেডারেল ক্যাপিটাল এরিয়া করাচী যাকাত ১০০৲ ২০। মোহাঃ লুৎফুল হক মোহাম্মদপুর, ঢাকা—৭ যাকাত ১০৲ ২১। রউফ ব্রাদার্স ৬৫নং নর্থব্রুক হল রোড ঢাকা—১ পোষ্ট বক্স নং ১২৩২ ঢাকা—১ যাকাত ১৫০৲ ২২। আমিন মটর্স ৯/৪ নর্থব্রুক হল রোড ঢাকা—১ যাকাত ৫৲ ২৩। মোহাঃ মুকাররম হোসেন খান টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেণ্টার মিরপুর ফিৎরা ৫৲ ২৪। মুছাম্মাৎ জহুরা খাতুন বিবি বি/১২০ নং চৌধুরী পাড়া মালিবাগ যাকাত ৪০৲ ২৫। মুছাম্মাৎ আঞ্জুমান আরা বেগম ঠিকানা ঐ যাকাত ৩০৲ ২৬। মৌঃ আবদুস সাত্তার ২১নং সার্কুলার রোড ধানমণ্ডি যাকাত ২০৲ ২৭। কাকরান জামাতের পক্ষ হইতে হাজী মোহাঃ ইউসুফ পোঃ ধামরাই যাকাত ২৮৲ ২৮। হাজী মোহাঃ সদর আলী রাখাপুর আহলেহাদীস জামাত হইতে পোষ্ট খিলগাঁও কুরবানী ১১৲ ২৯। মোহাঃ আবুল হোসেন মোল্লাহ কে, বি, সাহা রোড নারায়ণগঞ্জ যাকাত ৫৲ ৩০। হাজী মোহাঃ মনিরউদ্দীন ১৪, এম, এস, রয় রোড টানবাজার নারায়ণগঞ্জ যাকাত ১০০৲ ৩১। মৌলবী মোহাঃ আবুসিদ্দিক ভূইঞা কে, বি, সাহা রোড নারায়ণগঞ্জ যাকাত ২০৲ ৩২। আলহাজ মোহাঃ মুসলেম উদ্দীন সাং শরিফবাগ পোষ্ট ধামরাই যাকাত ১০০৲ ৩৩। মোহাম্মদ রিয়াজুল হক ২৯নং সেণ্ট্রাল রোড ধানমণ্ডি ফিৎরা ২৲ ৩৪। ডাঃ রফিক উদ্দীন আহমাদ ভাউরাইদ জামাত হইতে ফিৎরা ১০৲ ৩৫। মুনশী লাল মোহাম্মদ সাং পোড়াবাড়ী ফিৎরা ৫৲ ৩৬। মোহাঃ যামান খান ফিৎরা ১২৲ ৩৭। শেখ মোহাম্মদ হুসাইন নিউমার্কেট মুনলাইট ষ্টোর ৭৪নং দোকান ফিৎরা ১৭৲

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৩৮। আবদুল কাদের সরকার বাড্ডা পোষ্ট গুলশান যাকাত ১০৲ ৩৯। মৌলবী কারী মোহাঃ আবদুল আযিয এমাম নাজিরাবাজার মসজিদ ফিৎরা ২৲ ৪০। জমির উদ্দীন আহমাদ ১৪/এ স্কাটন গার্ডেন ফিৎরা ৬'৭৫ ৪১। মোহাম্মদ আবদুর রহমান ৯৮/১ নাজিরা বাজার যাকাত ২০৲ ৪২। মোহাম্মদ নওয়াবচান্দ মিঞা ৭২নং নাজিরা বাজার লেন এককালীন ১০৲ ৪৩। হাজী মোহাম্মদ ইসমাঈল ৯৯/২ লুৎফর রহমান লেন ফিৎরা ১৮'৭২ ৪৪। মোহাম্মদ জামাল উদ্দীন মিঞা ৮৬নং কাযী আলাউদ্দিন রোড ফিৎরা ২৲ ৪৫। শেখ মোহাঃ আবদুল জলিল ২৬নং সেন্ট্রাল রোড ধানমণ্ডি ফিৎরা ১৪'৫৬ ৪৬। ডাঃ মৌলবী মোহাম্মদ আবুল হোসেন বি২১২—নং চৌধুরী পাড়া মালিবাগ যাকাত ১০০৲ ৪৭। খোন্দকার মোহাম্মদ জহুরুল ইসলাম পি, ৬/৩নং টি, এণ্ড টি. কলোনী, মতিঝিল ফিৎরা ২৲ ৪৮। মৌঃ আবদুস সাত্তার ৭৯নং কাঠাল বাগান যাকাত ৬৲ ৪৯। মওলানা মোহাম্মদ আদমউদ্দীন এম. এ ৩/২০ কায়েদে আজম রোড ফিৎরা ৪৲ ৫০। মোহাম্মদ ইসমাঈল মডেল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস ফিৎরা ৬০/৩২ ৫১। মোহাঃ আবদুল হামিদ ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১২'৪৮ ৫২। মৌলবী মোহাম্মদ ইসরাঈল মণ্ডল ১২নং সেকশন সি, ব্লক ২১নং লেন কোয়ারটার নং ১৫/৬, মিরপুর ফিৎরা ৫৲ ৫৩। মোহাম্মদ ইদ্রিস ১২নং সেকশন ১৭/২৯ মিরপুর ফিৎরা ১০৲ ৫৪। মোহাম্মদ সবদর আলী পোষ্ট পাঁচদোনা যাকাত ১৫৲ ৫৫। আবদুল খালেক ঠিকানা ঐ যাকাত ১০৲ ৫৬। মনির উদ্দীন আহমাদ এফ/১৪নং ঢাকা এয়ারপোর্ট ফিৎরা ৬৲।

আদায় মারফত মৌঃ মোহাঃ এব্রাহিম সাহেব নারায়ণগঞ্জ

৫৭। আলহাজ মোহাম্মদ নান্না মিঞা আমীন টোবাকো ষ্টোর কালীর বাজার নারায়ণগঞ্জ যাকাত ২৫৲ ৫৮। আলহাজ মৌলবী মোহাম্মদ ইউসুফ ফকীর জামান ব্রাদার্স টানবাজার নারায়ণগঞ্জ যাকাত ২০০৲ ৫৯। ডাঃ মোহাম্মদ সানাউল্লাহ বেঙ্গল ফার্মেসি টানবাজার নারায়ণগঞ্জ যাকাত ৬ ৬০। মৌলবী মোহাঃ তোফায়েল উদ্দীন আহমাদ আজীম ব্রাদার্স টানবাজার নারায়ণগঞ্জ যাকাত ৫০৲।

আদায় মারফত মওঃ মোহাঃ ওবায়দুল্লাহ সাহেব ডি, আই, জি,

৬১। ডাঃ বি এইস খান সিভিল সার্জেন ফিৎরা ১০৲ ৬২। ডক্টর মোহাম্মদ নূরুল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটী ফিৎরা ৫৲ ৬৩। মোহাম্মদ ইলিয়াস ফিৎরা ৫৲ ৬৪। মোহাম্মদ আবদুল বারী ফিৎরা ৩৲ ৬৫। মৌলবী এম এ খালেক ফিৎরা ৩৲ ৬৬। মোহাম্মদ হোসেন আলী খান ফিৎরা ৫৲ ৬৭। মওলানা মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ ডি. আই, জি ফিৎরা ১৫৲ ৬৮। বিশ্ববিদ্যালয়ের ঈদের মাঠে প্রাপ্ত ফিৎরা ১৩৲।

যিলা ময়মনসিংহ

দফতরে ও মনিঅর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। হাজী আবদুল করিম সাং বল্লা পোঃ বল্লা-বাজার যাকাত ২। কে, এম এ, ছিদ্দিক ক্লার্ক গুঠাইল হাইস্কুল ফিৎরা ১৬'২২ ৩। আলহাজ মুন্সী মোহাঃ তমিজ উদ্দিন বল্লা বাজার ফিৎরা ৪০৲ ৪। মৌঃ মোহাঃ তোরাব আলী প্রেসিডেন্ট চিজলাবালিয়া শাখা জমঈয়তে আহলে হাদীস পোঃ ডাকাতিয়া ফিৎরা ৪০৲

আদায় মারফত মৌঃ শেখ মোহাঃ বিলায়েত হোসেন জামালপুর

৫। মোহাঃ নূরুল হুদা ইকবালপুর, জামালপুর যাকাত ৫৲ ৬। মোহাঃ নূরুল হোসেন সরকার ঠিকানা ঐ যাকাত ৫০৲ ৭। শেখ বেলায়েত হোসেন ঠিকানা ঐ যাকাত ৩৲ ৮। মৌঃ মোহাঃ মজীবর রহমান বি, এ, বি, এড ঠিকানা ঐ যাকাত ১৲ ৯। আবদুস সালাম ঠিকানা ঐ এককালীন ১৲ ১০। মোহাঃ ইয়াসিন ঠিকানা ঐ এককালীন ১৲ ১১। মওঃ মোহাঃ আবদুর রহমান বি, এ, বি, টী, ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৫৲ ১২। মোহাঃ নূরুল হোসেন ঠিকানা ঐ যাকাত ২৲ ১৩। আবদুল গফুর মিঞা ঠিকানা ঐ যাকাত ২৲ ১৪। মোহাঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জাকারিয়া মিঞা ঠিকানা ঐ যাকাত ৫০৲ ১৫। আলহাজ মোহাঃ মোকছর উদ্দীন সরকার ঠিকানা ঐ যাকাত ২০৲। ১৬। মোহাঃ মতীউর রহমান মিঞা ঠিকানা ঐ এককালীন ২৲ ১৭। কবিরাজ মোহাঃ মক্তার হোসেন জামালপুর যাকাত ২৲ ১৮। আবদুল গফুর মিঞা টেম্বার মার্চেন্ট ঠিকানা ঐ যাকাত ১০৲। ১৯। হাজী মোহাঃ ষছিম উদ্দীন মুন্সী ঠিকানা ঐ এককালীন ৫৲ ২০। আবদুল মজীদ মিঞা ঠিকানা ঐ যাকাত ১০৲ ২১। ইকবালপুর শাখা জমঈয়তে আহলে হাদীস পোঃ জামালপুর ফিংরা ৫০৲।

যিলা পাবনা

দফতরে ও মনিঅর্ড রযোগে প্রাপ্ত

১। মৌঃ মোহাঃ রহিম মুল্লা আজাদ সিরাজগঞ্জ ফিংরা ৫৲ ২। মোহাঃ নওছের আলী প্রাং সাং চর কামারখন্দ পোঃ বৈদ্য জামতৈল ফিংরা ১০৲ ৩। মোহাঃ হোসেন আলী মোল্লা সাং চর কুশাবাড়ী জামাত হইতে পোঃ ধামাইচ হাট ফিংরা ২০৲ ৪। মোহাঃ নিযাম উদ্দীন মিঞা সাং আলীপুর পোঃ আমডাঙ্গা ফিংরা ২০৲।

যিলা কুষ্টিয়া

মনিঅর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। মুন্সী মোহাঃ ইস্তাজ হোসেন আনছারী সাং নন্দলালপুর পোঃ কয়া ফিংরা ১১৲ ৩। এম, এ, রহমান, ম্যাডিক্যাল হল ফিংরা ২৫৲। ৩। শেখ মোহাঃ নাছির উদ্দীন ফিংরা ৩৲ ৪। মোহাঃ আবদুল জব্বার ফিংরা ২'৬২।

যিলা রাজশাহী

দফতরে ও মনিঅর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। মমতাজ উদ্দীন আহমদ ইমাম পূর্ব শামপুর জামাত আহলে হাদীস পোঃ শিবগঞ্জ এককালীন ৮৲ ২। মোহাঃ রিয়াজ উদ্দীন সাং নামোশঙ্করবাটী এককালীন ১০৲ ৩। মোহাঃ মুজাম্মেল হক এম. এ, বি, এড, সাং হরীপুর পোঃ দারিয়াপুর যাকাত ১০৲ ৪। মৌঃ মোহাঃ আবদুল জলিল সাং নাছেরাবাদ পোঃ রোহন পুর ফিংরা ৪০৲ ৫। মুন্সী ছিদ্দিক আহমদ সাং পরিসো পোঃ মালসিরা এককালীন ৫৲ ৬। মাফিয ইদ্রিস আহমাদ সাং রাধাকান্তপুর ফিংরা ৬৲ ৭। মুন্সী মোহাঃ লস্কর আলী সাং গান্ধাইল ফিংরা ৪৲। ৮। মোহাঃ শওকত আলী প্রাং সাং ক্ষিদ্রকাশিকাপুর ফিংরা ১৫৲ ৯। মোহাঃ মকবুল মণ্ডল সাং লামো-শঙ্কর বাটী উশর ৩০৲ ১০। এম, এ, কুদ্দুস সাং শ্যামপুর পোঃ আলিম নগর ফিংরা ৬৫৲ ১১। কায়েম উদ্দীন আহমদ ঠিকানা ঐ ফিংরা ৫৲ ১২। মোহাঃ আমানুল্লাহ মোল্লা সাং চৌহাল ফিংর ৫৲ ১৩। মোহাঃ একরামুল হক বি, এ, প্রেসিডেন্ট গোসাল পাড়া শাখা জমঈয়ত আহলে হাদীস পোঃ গোমস্তাপুর ফিংরা ১৫৲ ১৪। এম রহমতুল্লাহ প্রাং সাং মাধনগর ফিংরা ৮৲ ১৫। আলহাজ মোহাঃ রিয়াজ ইদ্দীন সাং হরীপুর পোঃ চকিত্তি ফিংরা ৩৲ ১৬। আলহাজ মোহাঃ নায়েব আলী সরদার সাং বচুয়া পোং নন্দনালী ফিংরা ৫৲ ১৭ মুন্সী মোহাঃ লস্কর আলী প্রাং সাং মোস্তাইল পোঃ বড় বিহানালী ফিংরা ২৯'৫৫ ১৮। মোহাঃ মানিকুল্লা সরদার বি, এ, সাং চান্দপুর পোঃ পাক চান্দাপুর ফিংরা ১০৲।

আদায় মারফত মওঃ মোহাঃ মতীউর রহমান চাপাই নওয়াবগঞ্জ রাজশাহী

১৯। আলহাজ মোহাঃ লোকমান মিঞা চাপাই নওয়াবগঞ্জ কুরবানী ২৲ ২০। মোহাঃ তাফাজ্জল হক ঠিকানা ঐ কুরবানী ২৲ ২১। মোহাঃ হোসাইন মিঞা ঠিকানা ঐ কুরবানী ২৲ ২২। মোহাঃ শেহাব উদ্দীন মিঞা ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ২৩। মোহাঃ জাহান আলী মিঞা ঠিকানা ঐ কুরবানী ২৲ ২৪। মোহাঃ আবুল কাসে মিঞা ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ২৫। মোহাঃ সাঈদুজ্জামান মিঞা ঠিকানা ঐ কুরবানী ২৲। ২৬। মোহাঃ লুৎফর রহমান মিঞা ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲। ২৭। মোহাঃ জাজিজ মিঞা ঠিকানা

www.ahlehadeethbd.org

ঐ কুরবানী ১৲। ২৮। মোহাঃ উসমান গণী মিঞা ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ২৯। হাজী মোহাঃ সাঈদুর ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ৩০। মৌঃ মোহাঃ আতাউর রহমান ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ৩১। মোহাঃ নূরুল ইসলাহ মিঞা ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ৩২। মোহাঃ মুফিজুদ্দীন মিঞা কুরবানী ১৲ ৩৩। মোহাঃ রেজাউর রহমান ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ৩৪। আলহাজ মোহাঃ আনিসুর রহমান ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ৩৫। আলহাজ মোহাঃ নজর মাহমুদ ঠিকানা ঐ কুরবানী ২৲ ৩৬। মোহাঃ আবদুল খালেক মিঞা ঠিকানা ঐ কুরবানী ২৲ ৩৭। শেখ মোহাঃ নঈমুদ্দীন মিঞা ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ৩৮। বিবি বাবিয়া খাতুন ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ৩৯। মৌ মোহাঃ লোকমান সাং হালিনিয়া পোঃ মুণ্ডমালা কুরবানী ১০৲ ৪০। মওলানা মোহাঃ মতিউর রহমান চাপাই নওয়াবগঞ্জ কুরবানী ৬৲।

যিল্লা বগুড়া

দফতরে মনিঅর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। মৌঃ মোহাঃ মুজিবর রহমান তরফদার সাং দিঘাপাড়া পোষ্ট হাটসেরপুর কুরবানী ৫৲ ২। মোহাঃ আবদুস সাত্তার আখন্দ ষ্টেসনারি দোকান ও মোহাঃ বদরউদ্দীন নিউমার্কেট যাকাত ৯৪৲ ফিৎরা ২৲ ৩। মোহাঃ লুৎফর রহমান মণ্ডল সাং জামালপুর পোঃ জামালগঞ্জ ফিৎরা ২৫৲ ৪। মৌঃ কলিম উদ্দীন আহাঃ ক্লার্ক ফৌজদারী কোর্ট যাকাত ১০৲ ফিৎরা ১০৲ ৫। মোহাঃ হাবিবতুল্লাহ সাং পলিকাপুর পোঃ বানিয়া পাড়া ফিৎরা ২৲ ৬। কে, এ, জব্বার সাং গোভেরপুর পো জামালগঞ্জ ফিৎরা ৯'৭০ ৭। মোহাঃ তছিম উদ্দীন সরকার ও আহমদ হোসেন সাং কাজের পাড়া পোষ্ট ধুনট ফিৎরা ৩৲ ও ২৲ ৮। মোহাঃ আবুল কাসেম সাং বানিয়া পাড়া ফিৎরা ২৫৲ ৯। মোহাঃ আবদুস্ সাত্তার আখন্দ ষ্টেসনারী দোকান বদরুদ্দীন নিউমার্কেট যাকাত ৯৲ ১০। আলহাজ ডাঃ মোহাঃ কাসেম আলী সাং সিচার পাড়া পোঃ ভেলুর পাড়া যাকাত ৬৲।

আদায় মারফত জেনারেল সে ক্রটারী মওঃ আবদুর রহমান সাহেব জমঈয়ত আহলে হাদীস দফতর ঢাকা—২

১১। মোহাঃ তোফায্যল হোসেন গাবতলী যাকাত ৩৲ ১২। মোঃ বিলাল হোসেন সাং পাঁচ বাড়িয়া পোঃ মাদলা যাকাত ১৲ ১৩। খন্দকার মৌঃ আবদুল হামীদ চাঁদনী বাজার যাকাত ১৫৲ ১৪। হেদায়েতুল্লাহ আহমদ বুলবুল মেডিক্যাল ষ্টোর্স ফিৎরা ৫৲ ১৫। মৌঃ মুজাম্মেল হক যাকাত ৫৲।

যিলা দিনাজপুর

আদায় মারফত ঐ

১। আলহাজ মোঃ সুজায়াত আলী লালবাগ যাকাত ৫৯৲ ২। আবদুল বাছিত রামনগর যাকাত ২৫৲ ৩। আবদুস সবুর মিঞা চাপ্পারম্যান রামনগর ইউ সি যাকাত ১০৲ ৪। মোহাঃ এহসান আলী সাং রামনগর যাকাত ১০৲ ৫। আবদুর রউফ ঠিকানা ঐ যাকাত ৩৲ ৬। ডাঃ মোঃ মুজাফ্ফর হোসেন ঠিকানা ঐ যাকাত ৩৲ ৭। মোহাঃ নওয়াব আলী বাহাদুর বাজার ফিৎরা ২৲ ৮। মোহাঃ শাহজাহান বাহাদুরপুর ফিৎরা ১৲ ৯। মৌঃ মোহাঃ হামিষ ইসলাম নিমতলা ফিৎরা ৫৲ ১০। মৌঃ মোহাঃ নজিমুদ্দীন খন্দকার পাহাড়পুর চৌধুরীপাড়া ফিৎরা ২৲ ১১। মোহাঃ মুসলিমুদ্দীন বালুয়াডাঙ্গা যাকাত '৫০ ফিৎরা '৫০ ১২। মৌঃ মোহাঃ মনিরউদ্দীন পাহাড়পুর জিলা বোর্ড যাকাত ৫৲ ১৩। সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন গোলকুঠি ফিৎরা ৫৲ ১৪। আবদুর রসিদ চৌধুরী ভাইস চ্যায়ারম্যান মিউনিসি প্যালেটী যাকাত ১৫৲ ১৫। মোহাঃ মজিবুর রহমান পী, পী, যাকাত ৫৲ ১৬। আলহাজ মোহাঃ জলিলউদ্দীন বালবাগ পাটুয়া পাড়া যাকাত ১০০৲

মনিঅর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১৭। আবু আবদুল মতীন সাং ও পোঃ সানগাঁও এককালীন ৬৲ কুরবানী ২৲ উশর ২৲ ১৮। মোহাঃ বছিরউদ্দীন প্রাং নূরুলহুদা ফিৎরা ৭৲ ১৯। মোহাঃ

www.ahlehadeethbd.org

আবদুল মজীদ জিলানী ফিৎরা ১২৲ ২০। মিষ্টার চাঁন্দ মোহাম্মদ খান সাং চাঁন্দপুর পোঃ বোয়াদেব ফিৎরা ২৫৲ ২১। আলহাজ নাছিরউদ্দীন আহমদ সরকার সাং সিন্দুয়া পোঃ নাছিরগঞ্জ ফিৎরা ১৫৲।

যিলা রংপুর

দফতরে ও মনিঅর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। মওঃ মোহাঃ যিল্লুর রহমান নদভী মহিমাগঞ্জ আলিয়া মাদ্রাসা যাকাত ২৲ ২। মোহাঃ যছিমউদ্দীন সরকার সাং বাজিত নগর পোঃ জুমারবাড়ী ফিৎরা ৫৲ ৩। মোহাঃ আরিফউল্লাহ আখন্দ সাং শক্তিপুর পোঃ কোচাশহর ফিৎরা ২৲ ৪। মোহাঃ সৈয়দ আলী পাঠান সাং বাজিত পুর পোঃ চাঁন্দপাড়া ফিৎরা ৮০৲ ৫। মোহাঃ আবদুল আযিয মুয়ায্যিন সাং ও পোঃ সেরুডাঙ্গা ফিৎরা ১৩৲ ৬। মোহাঃ আবদুর রহমান শিমলবাড়ী মসজিদ কমিটী হইতে পোঃ জুমারবাড়ী ফিৎরা ৫৲ ৭। মোহাঃ গোলাম ওয়াহেদ বাজিতপুর জামাত হইতে পোঃ চাঁন্দপাড়া ফিৎরা ২৫৲ ৮। মোহাম্মদ অছিমউদ্দীন সাং ছয়ঘরিয়া পোঃ কোচাশহর যাকাত ১০৲ ফিৎরা ১০৲ ৯। মোহাম্মদ আবদুল খালেক রানীপুকুর হাই স্কুল ফিৎরা ৪৲ ১০। মোহাম্মদ উসমান আলী সাং চকমাকড়া পোঃ সরদারঘাট ফিৎরা ১০৲।

যিলা কুমিল্লা

আদায় মারফত মওঃ আবদুছ ছামাদ সালেহ সদর দফতর ৮৬, কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

১। মৌঃ মোহাম্মদ কফিলউদ্দীন সরদার সাং তুলাগাঁও পোঃ চান্দিনা ফিৎরা ২৲ ২। মৌঃ মোহাম্মদ শওকত আলী সরকার ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২৲ ৩। ডাক্তার মোহাম্মদ আবদুল জলীল ভূঞা সাং রাধানগর পোঃ মনিপুর বাজার ফিৎরা ১০৲ উশর ৫৲ ৪। মৌলবী আবদুল ওয়াহেদ ভূঞা কোরপাই নিমসার ফিতরা ৫৲ ৫। মৌলবী জাফর আহমদ ভূঞা ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২'৫০ ৬। মৌলবী আবদুর রহমান মাষ্টার সাং কাকিয়ারচর ফিৎরা ১০৲।

মনিঅর্ডারযোগে প্রাপ্ত

৭। মৌঃ মোহাঃ আবদুস সুবহান সাং বনকোট পোঃ গোনাইঘর ফিৎরা ২৲।

যিলা ফরিদপুর

মনিঅর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ অককাস আলী বিশ্বাস সেক্রেটারী মৈশালা শাখা জমঈয়তে আহলে হাদীস পোঃ পাংশা ফিৎরা ৪৮৲।

যিলা খুলনা

মনিঅর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। এম, এ, মান্নান গ্রাম আরঙ্গঘাটা পোঃ দৌলতপুর ফিৎরা ৫৲ এককালীন ৫৲ ২। এম, এ, খায়ের সাং গরফা পোঃ মোল্লাহাট ফিৎরা ১০৲।

যিলা বরিশাল

মনিঅর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ আযিযুল হক ভূঞা জেলার বরিশাল জেল যাকাত ১৫৲ ফিৎরা ১০৲।

যিলা যশর

দফতরে প্রাপ্ত

১। মওঃ আঃ রহমান সাং ঘোড়াগাছা পোঃ সাগান্না এককালীন ২৲।

করাচী

মনিঅর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। মিষ্টার মোহাঃ সকির আলম পী, টী, এণ্ডটী অফিস ফিৎরা ৫৲ ২। আলহাজ মৌঃ মোহাঃ জমসেদ হোসেন ৫১/৫ এফ, জ্যাকব লেন ফিৎরা ১১'২০।

—ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আরাফাত-সম্পাদক মৌলবী মুহাম্মদ আবদুর রহমানের
শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কর্ম

নবী-সহধর্মিণী

[প্রথম খন্ড]

ইহাতে আছে : হযরত খদীজাতুল কুবরা রাঃ, সওদা বিনতে যমআ রাঃ, হাফসা বিনতে ওমর রাঃ, যয়নব বিনতে খুযায়মা রাঃ, উম্মে সলমা রাঃ, যয়নব বিনতে জাহশ রাঃ, জুয়ায়রিয়াহ বিনতে হারিস রাঃ, উম্মে হাবীবাহ রাঃ, সফীয়া বিনতে হুয়াই রাঃ এবং মায়মুনা বিনতে হারিস রাঃ— মুসলিম জননীবৃন্দের শিক্ষাপ্রদ ও প্রেরণা সঞ্চারক, পাকপূত ও পুণ্যবর্ধক মহান জীবনালেখ্য।

কুরআন ও হাদীস এবং নির্ভরযোগ্য বহু তারীখ, রেজাল ও সীরত গ্রন্থ হইতে তথ্য আহরণ করিয়া এই অমূল্য গ্রন্থটি সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রত্যেক উম্মুল মুমেনীনের জীবন কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরিত্র বৈশিষ্ট্য, রসূলুল্লার (দঃ) প্রতি মহব্বত, তাঁহার সহিত বিবাহের গূঢ় রহস্য ও সুদূর প্রসারী তাৎপর্য এবং প্রত্যেকের ইসলামী খেদমতের উপর বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ হইতে আলোকপাত করা হইয়াছে।

বাংলা ভাষায় এই ধরণের গ্রন্থ ইহাই প্রথম। ভাবের দ্যোতনায়, ভাষার লালিত্যে এবং বর্ণনার স্বচ্ছন্দ গতিতে জটিল আলোচনাও চিত্তাকর্ষক এবং উপন্যাস অপেক্ষাও সুখপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছে।

স্বামী-স্ত্রীর মধুর দাম্পত্য সম্পর্ক গঠনঅভিলাষী এবং আচরণ ও চরিত্রের উন্নয়নকামী প্রত্যেক নারী পুরুষের অবশ্যপাঠ্য।

প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অপরিহার্য, বিবাহে উপহার দেওয়ার একান্ত উপযোগী।

ডিমাই অক্টেভো সাইজ, ধবধবে সাদা কাগজ, গার্ন্তির্যমণ্ডিত ও আধুনিক শিল্প-রুচিসম্মত প্রচ্ছদ, বোর্ডবাঁধাই ১৭৬ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থের মূল্য মাত্র ৩'০০।

পূর্ব্ব পাক জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক পরিবেশিত।

প্রাপ্তিস্থান : আলহাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস,
৮৬, কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

www.ahlehadeethbd.org

Tarjumanul Hadeeth Regd. No. DA--130
Phone : 45490

Mohammad Amjad Hossain panko Radhakantapur Rajshahi pak.

মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কুরায়শীর

অমর অবদান

দীর্ঘদিনের অক্লান্ত সাধনা ও ব্যাপক গবেষণার অমৃত ফল

আহলে-হাদীস পরিচিতি

আহলে হাদীস আন্দোলন, উহার আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য এবং প্রকৃত পরিচয় জানিতে হইলে এই বই আপনাকে অবশ্যই পড়িতে হইবে।

মূল্য : বোর্ডবাধাই : তিন টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান : আল্-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দী রোড, ঢাকা—২

লেখকদের প্রতি আরজ

- তর্জুমানুল হাদীসে ইস্‌লামী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন যে কোন উপযুক্ত লেখা—সমাজ, দর্শন, ইতিহাস ও মনীষিদের জীবন চরিত্র-সম্পর্কিত আলোচনামূলক প্রবন্ধ, তরজমা ও কবিতা ছাপান হয়। নূতন লেখক-লেখিকাদের উৎসাহ দেওয়া হয়।
- উৎকৃষ্ট মৌলিক রচনার জন্য লেখকদিগকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।
- রচনাসমূহ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। লেখার দুই ছত্রের মাঝে একছত্র পরিমাণ ফাঁক রাখিতে হইবে।
- অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠান হয় না। অতএব রচনার নকল রাখা বাঞ্ছনীয়।
- বেয়ারিং খামে প্রেরিত কোন রচনা গ্রহণ করা হয় না।
- রচনা সম্পর্কে সম্পাদকের মতামতই চূড়ান্ত। অমনোনীত রচনা সম্পর্কে কোনরূপ কৈফিয়ত দিতে সম্পাদক বাধ্য নন।
- তর্জুমানুল হাদীসে প্রকাশিত রচনার যুক্তিযুক্ত সমালোচনা সাদরে গ্রহণ করা হয়।

—সম্পাদক

Printed and Published by Md. Abdul Bari At Al-Hadeeth Printing and Publishing House, 86, Qazi Alauddin Road, Dacca—2 East Pakistan.

www.ahlehadeethbd.org